পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1685, Saturday, June 13, 2026 FREE www.parichoy.com

প্রতিশোধ নয়, দেশ গড়ায় মনোযোগ দিতে হবে: তারেক রহমান

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- আমি না থাকলে ইসরায়েল টিকেই থাকত না: ডোনাল্ড ট্রাম্প - ৫ম পাতায়
- চুক্তি সই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তেল ও জ্বালানি বিক্রি করতে পারবে ইরান, উঠে যাবে নিষেধাজ্ঞা- ৫ম পাতায়
- মজুরি কমছে, বাড়ছে বৈষম্য: মার্কিন নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের নেপথ্যে যে কারণ- ৬ষ্ঠ পাতায়
- ইরান ফ্রন্টে ট্রাম্পের কাছে অপমানিত হয়ে পুরো মধ্যপ্রাচ্য জ্বালিয়ে দিতে পারেন নেতানিয়াহু - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ইরান চুক্তির আওতায় হরমুজ প্রণালি হবে 'টোলমুক্ত', বিশ্বনেতাদের সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্পের দাবি -৭ম পাতায়
- যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই বাঙালি মুসলমানদের জোরপূর্বক বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে ভারত: হিউম্যান রাইটস ওয়াচ -৯ম পাতায়
- আ.লীগের মতো বর্তমান সরকারও দুদককে শক্তিশালী করার ব্যাপারে আন্তরিক নয়: রুমিন ফারহানা -৮ম পাতায়

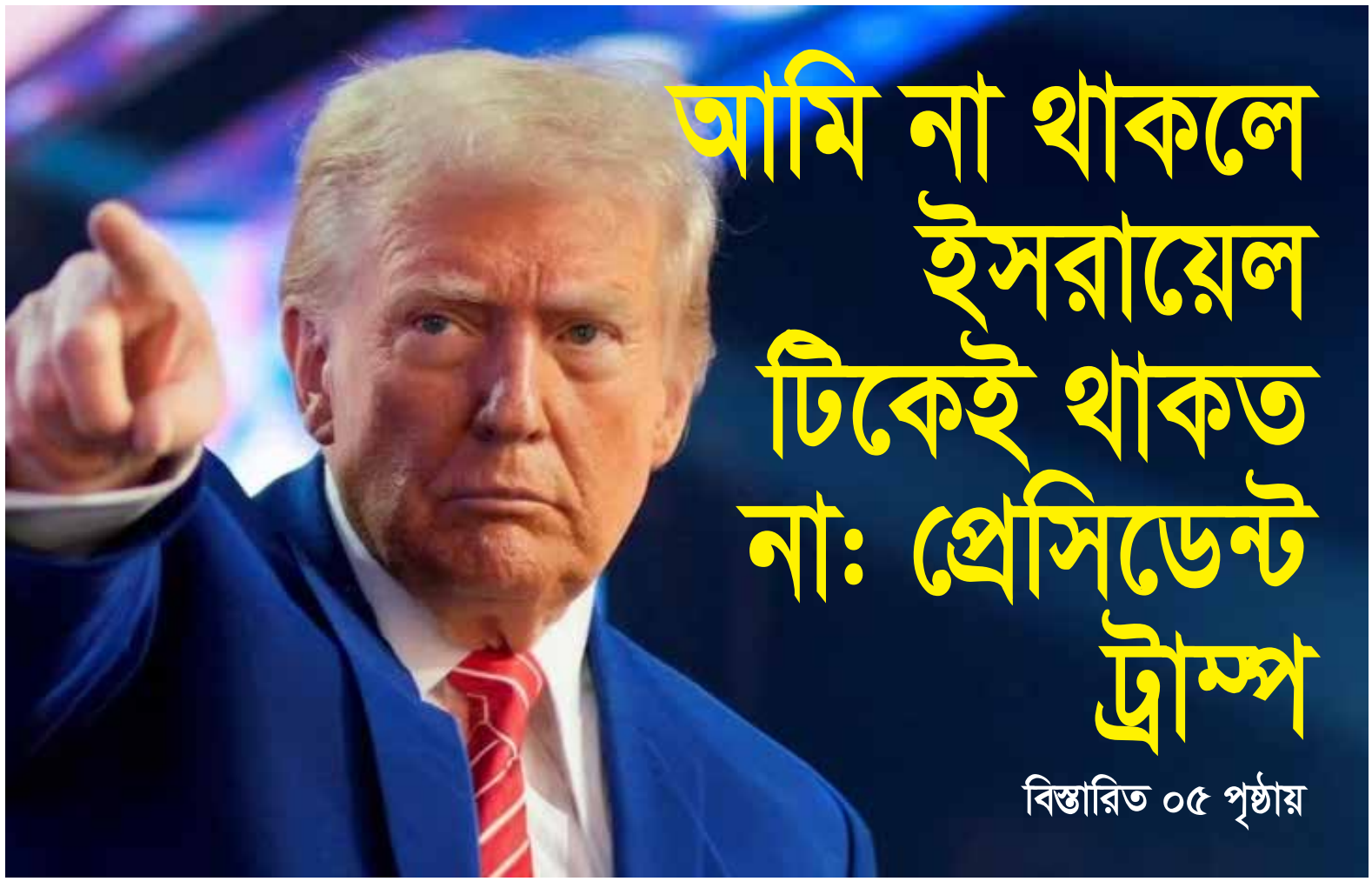

আমি না থাকলে ইসরায়েল টিকেই থাকত না: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

বিশ্বকাপে নিজের প্রথম হ্যাটট্রিকেই সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ডে ভাগ বসালেন মেসি

বিস্তারিত ১১ পৃষ্ঠায়

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Proprietary School Education Department Licensed Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

কে কি বললেন

● 'যদি এটি আমার পছন্দ না হয়, তারা (ইরান) যদি ঠিকমতো আচরণ না করে, তবে আমরা সরাসরি তাদের মাথার ঠিক মাঝখানে আবারও বোমা ফেলা শুরু করব, ঠিক আছে?'- ইরানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তি প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● ২০২৪ সালে বাইডেনের পুনর্নির্বাচনী প্রচারণা 'মারাত্মক ভুল' ছিল। নিজের জন্য, নিজের অর্জিত ঐতিহ্যের জন্য এবং দেশের জন্যড়সব দিক থেকেই তিনি এক বড় ভুল করেছেন। - যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ফার্স্ট লেডি, সাবেক সিনেটর ও সাবেক পররাষ্ট্র সচিব হিলারি ক্লিন্টন

● যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও বাণিজ্য আরও শক্তিশালী করবে - বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান।

● "মিডিয়া আর এখন মিডিয়া নেই। এটি এখন বিজনেস হাউজের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছে। চাটুকারিতা কাকে বলে, এখন মিডিয়াকে দেখলে বোঝা যায়।"বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

● আ.লীগের মতো বর্তমান সরকারও দুদককে শক্তিশালী করার ব্যাপারে আন্তরিক নয় - বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা

● মিয়ানমার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, ভারত সীমান্তের স্পর্শকাতর স্থানেও বিবেচনাধীন - বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।

● "দেশের ১৭ কোটি মানুষকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে - কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার

● ক্লোসা-রোনালদোদের পাশে থাকাটা সম্মানের, তবে এটি নেহাতই একটি পরিসংখ্যান - বিশ্বকাপ ফুটবলে মেসি সর্বোচ্চ গোলদাতাক রেকর্ড (১৬) স্পর্শ করার পর আর্জেন্টিনার তারকা খেলোয়াড় লিওনেল মেসি

আমি না থাকলে ইসরায়েল টিকেই থাকত না: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, তিনি না থাকলে ইসরায়েল টিকেই থাকতে পারতো না। তার এই মন্তব্য ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে তার উত্তেজনা আরও বাড়িয়েছে।

কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থান-এর সঙ্গে জি-৭ সম্মেলনে বৈঠককালে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ইসরায়েল টিকে থাকতে পারতো না। আর আমি না থাকলেও ইসরায়েল টিকে থাকতে পারতো না, কারণ অন্য কোনো প্রেসিডেন্টই আমার মতো কাজ করতে রাজি ছিলেন না।

তিনি আরও বলেন, আমি হস্তক্ষেপ না করলে অনেক আগেই ইসরায়েল ধ্বংস হয়ে যেত।

ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে লেবাননে হামলা বন্ধের আহ্বান জানান। কারণ লেবাননে ইসরায়েলের নিয়মিত হামলা ইরানের সঙ্গে তার সম্ভাব্য শান্তিচুক্তিকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

তিনি বলেন, আমি বিবির (নেতানিয়াহু) সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রেখেছি, কিন্তু এখন লেবাননের বিষয়ে তাকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। তিনি আরও বলেন, *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিশ্লেষণ

বিশ্ব অর্থনীতিকে স্থায়ীভাবে বদলে দিয়েছে ইরান যুদ্ধ

পরিচয় ডেস্ক: দুই দেশের সংঘাত অবসানে একটি প্রাথমিক চুক্তি সইয়ের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। আগামী শুক্রবার জেনেভায় এই সমঝোতা স্মারক সই হলেউন্মুক্ত হবে আগামী ৬০ দিনের মধ্যে একটি বিস্তৃত ফ্রেমওয়ার্ক ডিল বা কাঠামোগত চুক্তির সম্ভাবনা। এই ঘটনা, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে আকস্মিক সংঘাতের তীব্রতা, জ্বালানি সরবরাহ ও বাণিজ্যের মারাত্মক অচলাবস্থার অবসানের পথ তৈরি করেছে। তবে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি বিনিয়োগ বাড়াবে ও জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করবে: সংসদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের করা এগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ(এআরটি) চুক্তিকে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা অসম ও দেশবিরোধী বললেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান জাতীয় সংসদে বলেছেন, এই চুক্তি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ, জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার এবং বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী করবে।

আজ বুধবার (১৭ জুন) জাতীয় সংসদে গাজীপুর-৫ আসনের সাংসদ এ কে এম ফজলুল হক মিলনের করা এক প্রশ্নের জবাবে এরআরটি নিয়ে খলিলুর রহমান এ কথা বলেন।

এ কে এম *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

২০২৫ সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের আমানত বেড়েছে ৪১ শতাংশ, সর্বকালের রেকর্ডের কাছাকাছি

পরিচয় ডেস্ক: সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের এই আমানত বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হলো দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। ২০২৪ সালে যেখানে বাংলাদেশি ব্যাংকগুলোর জমার পরিমাণ ছিল ৫৭ কোটি ৬৬ লাখ সুইস ফ্রাঁ, ২০২৫ সালে তা ৪৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২ কোটি ২৭ লাখ ফ্রাঁ।

২০২৫ সালে সুইজারল্যান্ডের

বিভিন্ন ব্যাংকে (সুইস ব্যাংক) বাংলাদেশি নাগরিক ও ব্যাংকগুলোর জমা রাখা অর্থের পরিমাণ ৪১ শতাংশ বেড়ে ৮৩ কোটি ৪২ লাখ সুইস ফ্রাঁ (প্রায় ১২,৭৬৩ কোটি টাকা) হয়েছে। সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক (এসএনবি) আজ বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) যে বার্ষিক *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে সবাই হেরেছে

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধ বন্ধে একটি কাঠামোগত চুক্তির ঘোষণা আসার পর ক্রমেই এমন ধারণা জোরালো হচ্ছে যে, এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলই পরাজিত হয়েছে। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

আমরা ইরানের প্রচুর অর্থ নিয়েছি, সেই অর্থ ফেরত দিতে হবে: ট্রাম্প

বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট বলেছেন, ইরানেরও প্রচুর অর্থ আটকে রেখেছে আমেরিকা এবং সেই টাকা ফেরত দিতে হবে।

ফ্রান্সে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, ও আমরা ওদের প্রচুর টাকা নিয়েছি, এবং ওদের সেই টাকা আমাদের কাছেই আছে। তিনি আরও বলেন, ও এটা আমাদের টাকা নয়, ওদেরই টাকা। একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমরা সেটা আটকে দিয়েছিলাম। আমার মনে হয়, এবার *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

মজুরি কমছে, বাড়ছে বৈষম্য: যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের নেপথ্যে যে কারণ

গত সপ্তাহের দুটি ঘটনা মার্কিন অর্থনীতির এক অদ্ভুত ও বিপরীতমুখী ঘটনাকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। গত বুধবার দেশটির ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিস্টিকস এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, জ্বালানির উচ্চ মূল্যের ধাক্কায় সাধারণ মার্কিন শ্রমিকদের গত দেড় বছরের অর্জিত মজুরি বৃদ্ধি এক নিমেষেই মুছে গেছে। অন্যদিকে, ঠিক তার দুদিন পর শুক্রবার শেয়ার বাজারে স্পেসএক্স-এর রাজকীয় অভিষেকের মধ্য দিয়ে ইলন মাস্ক বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নেয়ার বা লাখো কোটিপতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

এই চরম বৈপরীত্যই ব্যাখ্যা করছে, কেন একের পর এক জনমত জরিপে অনেক মার্কিন নাগরিক বলছেন যে আমেরিকার অর্থনীতি আর তাদের পক্ষে কাজ করছে না। যখন গুটিকয়েক মানুষ অবিশ্বাস্য এবং কল্পনাতীত সম্পদের মালিক হচ্ছেন, ঠিক তখনই সাধারণ পরিবারের পুরো একটি প্রজন্ম এই দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে যে তারা কখনো নিজের একটা বাড়ি কিনতে পারবে কি না, সন্তান লালন-পালন করতে পারবে কি না, কিংবা অবসরের পর একটি স্বস্তিদায়ক জীবন উপভোগ করতে পারবে কি না।

জনমত নিয়ে গবেষণাকারী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টেফানি স্ট্যান্টচেভা বলেন, আমি মনে করি না যে পুঁজিবাজারই মার্কিনীদের অর্থনৈতিক হতাশার একমাত্র কারণ। তবে মানুষ যখন

পুঁজিবাজারের দিকে তাকায়, তখন তারা নিশ্চিতভাবেই এমনটা ভাবে না যে দারুণ, এর মানে হলো আমিও খুব ভালো করতে যাচ্ছি বরং এটি সম্ভবত তাদের মনে এই অনুভূতিকে আরও উসকে দিচ্ছে যে আমি দিন দিন পিছিয়ে পড়ছি চ

আমেরিকায় বৈষম্য কোনো নতুন বিষয় নয়। তবে সমাজের একেবারে শীর্ষস্তরের মানুষের কাছে সম্পদের এই অভাবনীয় বিস্ফোরণ মার্কিন ইতিহাসে নজিরবিহীন। ফরাসি অর্থনীতিবিদ গ্যাব্রিয়েল জুকম্যান এবং ইমানুয়েল সায়েজের সংকলিত তথ্য অনুযায়ী, ১৯ শতকের শেষের দিকে গিল্ডেড এজ বা স্বর্ণযুগের চরম শিখরে আমেরিকার মুষ্টিমেয় শীর্ষ ধনীদের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল দেশটির মোট বার্ষিক উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ৩ শতাংশের সমতুল্য। অথচ আজ সেই একই অনুপাতের ১ শতাংশ বা মাত্র ২০ জন ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ দেশের বার্ষিক উৎপাদনের প্রায় চার গুণ বা ১২ শতাংশের সমান।

অন্যান্য অর্থনীতিবিদেরা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে কিছুটা ভিন্ন পরিসংখ্যানের কথা বললেও, এই মৌলিক সত্যটি নিয়ে সবাই একমত যে-সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শীর্ষ ধনী অসাধারণ মাত্রায় সম্পদ অর্জন করেছেন।

তবে এই শ্রেণির বাইরে বাকি ৯৯ শতাংশ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ইরান ফ্রন্টে ট্রাম্পের কাছে অপমানিত হয়ে পুরো মধ্যপ্রাচ্য জ্বালিয়ে দিতে পারেন নেতানিয়াহু

পরিচয় ডেস্ক: আমি এক কথার মানুষ- বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নামের পাশে এই বাক্য খুব একটা মানায় না। কিন্তু ইরান ইস্যুতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এখন নিজের কথার ফাঁদেই নিজে আটকা পড়েছেন। চলমান নির্বাচনী প্রচারণায় তার নিজের কথাই এখন তাকে তাড়া করছে, আর আগামী কয়েক বছর এটি ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

চুক্তি বহাল থাকলে ইরানের জন্য ৩০০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠনের পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক: তেহরান যদি একটি পারমাণবিক চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে যুদ্ধ অবসানের জন্য একটি চূড়ান্ত সমঝোতায় সম্মত হয়, তবে ইরানের জন্য ৩০০ বিলিয়ন বা ৩০ হাজার কোটি ডলারের একটি বিনিয়োগ তহবিল প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিতে প্রস্তুত ট্রাম্প প্রশাসন। একজন জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, ওয়াশিংটন নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার সম্ভাবনা এবং দেশ পুনর্গঠনের জন্য ৩০০ বিলিয়ন ডলারের একটি বড় তহবিল নিয়ে আলোচনা করেছে। এসব প্রণোদনা ইরানের পারফরম্যান্স বা সমঝোতা স্মারকে বর্ণিত শর্তগুলো মেনে চলার ওপর নির্ভর করবে। ওই সমঝোতা স্মারকটি শুক্রবার সুইজারল্যান্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে।

আলোচনা সম্পর্কে অবগত একজন ব্যক্তি বলেন, এই তহবিল নির্ভর করবে সমঝোতা স্মারকের অংশ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

চীনের সঙ্গে উত্তেজনা এড়াতে ডিপসিকসহ শতাধিক চীনা কোম্পানিকে আপাতত কালো তালিকাভুক্ত করছে না যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: চীনের এআই স্টার্টআপ ডিপসিক, মেমোরি চিপ নির্মাতা সিএক্সএমটি এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এমন শতাধিক চীনা কোম্পানিকে এখনই বাণিজ্যের কালো তালিকায় ফেলছে না যুক্তরাষ্ট্র। বেইজিংয়ের সঙ্গে উত্তেজনা আর না বাড়াতেই ট্রাম্প প্রশাসন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট দুটি সূত্র জানিয়েছে।

গত বছর *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তিতে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ তহবিল, অর্ধেকের বেশি অর্থায়ন ইতোমধ্যেই নিশ্চিত

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সই হতে যাওয়া প্রাথমিক সমঝোতায় ইরানে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের একটি বেসরকারি তহবিল গঠনের পরিকল্পনা রাখা হয়েছে। এই তহবিলের অর্ধেকেরও বেশি অর্থ অর্থায়ন ইতোমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে বলে চুক্তি সম্পর্কে সরাসরি অবগত একজন কর্মকর্তা রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

আগামী শুক্রবার জেনেভায় দুই দেশের মধ্যে এই চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরের কথা রয়েছে। এই পরিকল্পনার

বিষয়ে সরাসরি অবগত ওই কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, মূলত উভয় পক্ষকে একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছাতে অর্থনৈতিকভাবে উৎসাহিত করতেই এই বিশাল বিনিয়োগ তহবিলের নকশা করা হয়েছে।

রোববার যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের কর্মকর্তারা জানান, তারা যুদ্ধ অবসানের একটি চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন। এর মাধ্যমে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া যুদ্ধের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। ওই দিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি বাহিনী ইরানে হামলা চালিয়েছিল। *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে চুক্তি সই হয়ে গেছে; ‘খুব শিগগিরই’ বিস্তারিত জানানো হবে: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে একটি প্রাথমিক চুক্তি ইতোমধ্যেই সই হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চুক্তির বিস্তারিত বিষয়গুলো খুব শিগগিরই প্রকাশ করা হবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। সোমবার জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁর সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প এই ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে চুক্তি সই হয়ে গেছে। সব চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এদিকে মার্কিন প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা চুক্তির কিছু প্রাথমিক তথ্য দিতে শুরু করেছেন। তারা জানিয়েছেন, আগামী শুক্রবার জেনেভায় এই চুক্তিটি যখন আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত রূপ পাবে, ঠিক সেদিনই কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি আবারও খুলে দেওয়া হবে।

তারা আরও জানিয়েছেন, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে কারিগরি বা প্রযুক্তিগত আলোচনা এ সপ্তাহেই শুরু হতে পারে। তবে ইরানের ওপর থেকে কোনো নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার বা তাদের আটকে থাকা সম্পদ ফেরত দেওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে চুক্তির শর্তগুলো তারা কতটা মেনে চলছে, তার ওপর।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স সোমবার সিএনএন-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সই হওয়া সমঝোতা স্মারকটি মাত্র দেড় পৃষ্ঠার একটি সাধারণ দলিল।

ভ্যান্স জানিয়েছেন, অনেক খুঁটিনাটি বিষয় ভবিষ্যতের আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে। তিনি বলেন, এই সমঝোতা স্মারকটি মূলত একটি রূপরেখা হিসেবে কাজ করবে। এর মাধ্যমে ইরান যদি চুক্তির শর্তগুলো ঠিকঠাক পালন করে, তবেই তারা এর সুফল ভোগ করতে পারবে। সমঝোতা স্মারকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভ্যান্স জানান, দলিলের প্রথম অনুচ্ছেদে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার বিষয়ে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ইরান চুক্তির আওতায় হরমুজ প্রণালি হবে ‘টোলমুক্ত’, বিশ্বনেতাদের সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্পের দাবি

পরিচয় ডেস্ক: যুদ্ধ অবসানে ইরানের সঙ্গে করা যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তির আওতায় হরমুজ প্রণালি টোলমুক্তভাবে উন্মুক্ত হবে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত জি-৭ সম্মেলনে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প এ কথা বলেন।

ইরানের সঙ্গে আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

ইরানে এখন আরও ‘যৌক্তিক নেতৃত্ব’ রয়েছে: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, তার ধারণা ইরানে এখন যৌক্তিক নেতৃত্ব রয়েছে এবং যেসব নেতারা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ছিলেন তারা এখন আর নেই; কারণ যুদ্ধের শুরুতে

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় বহু ইরানি কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন।

ট্রাম্প ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত জি৭ শীর্ষ সম্মেলন সফরকালে লেবাননে ইসরায়েলের সামরিক অভিযান *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ইরান চুক্তি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনে তীব্র মতভেদ, তেহরানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা নিয়ে সন্দিহান গোয়েন্দা কর্মকর্তারা

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে করা সাম্প্রতিক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শীর্ষ প্রশাসনের অভ্যন্তরে তীব্র মতভেদ তৈরি হয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সংগৃহীত তথ্যের বরাতে সিআইএ পরিচালক জন র‍্যাটক্লিফ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পসহ অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন, চুক্তির চূড়ান্ত শর্ত অনুযায়ী ইরান পারমাণবিক কর্মসূচিতে ছাড় দিতে কতটুকু রাজি-তা নিয়ে গভীর সন্দেহ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

চুক্তি পছন্দ না হলে এবং ইরান ভালো ব্যবহার না করলে আবারও বোমা হামলা চালাব: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার বলেছেন ইরানের সাথে চলতি সপ্তাহে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তিটি চূড়ান্ত নয় এবং এটি তার পছন্দ না হলে তিনি আবারও বোমাবর্ষণ শুরু করতে পারেন। ফ্রান্সে আয়োজিত জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, এটি একটি সমঝোতা স্মারক। আর যদি এটি আমার পছন্দ না হয়, তবে আমরা আবারও তাদের ওপর গুলি চালানো এবং তাদের মাথায় বোমা ফেলা শুরু করব। তিনি আরও যোগ করেন, যদি এটি আমার পছন্দ না হয়, তারা যদি ঠিকমতো আচরণ না করে, তবে আমরা সরাসরি তাদের মাথার

ঠিক মাঝখানে আবারও বোমা ফেলা শুরু করব, ঠিক আছে?

এদিকে জি-৭ দেশগুলোর নেতারা বুধবার লেবাননে যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, ইরান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় হরমুজ প্রণালির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে তারা জ্বালানি সরবরাহের পথ বহুমুখীকরণ করবেন। একই সাথে যুদ্ধ বন্ধে হওয়া এই অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিকে তারা স্বাগত জানিয়েছেন।

জেনেভা লেকের তীরে ফ্রান্সের শহর এভিয়ান-লে-বেইনস-এ এই শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা সুইজারল্যান্ড সীমান্ত থেকে মাত্র এক ঘণ্টার পথ। সেখানে শুক্রবার একটি *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তি হলেও তেল-গ্যাস সরবরাহ দ্রুত স্বাভাবিক হবে না

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে আগামী শুক্রবার একটি চুক্তি সই, এবং এর ফলে অবরুদ্ধ হরমুজ প্রণালী পুনরায় উন্মুক্ত হওয়ার আশু সম্ভাবনা দেখা দিলেও-এর অর্থ এই নয় যে, তেল ও গ্যাস বাণিজ্য দ্রুতই আগের মাত্রায় ফিরে যাবে। এই চুক্তির ঘোষণা কেবল প্রথম পদক্ষেপ মাত্র এবং এই অঞ্চল *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক
Ruposhi Chandpur Foundation Inc.

স্থাপিত: ১৯৯৯ ইং, নিউইয়র্ক, ইউএসএ।

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

DATE:
27 JUNE, SATURDAY

VENUE:
MERCER COUNTY PARK (EAST)
Address: 1346 Edinburg Rd
West Windsor Township, NJ 08550

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,
আগামী ২৭ জুন ২০২৬, শনিবার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন ইন্‌ক,:এর বার্ষিক বনভোজন নিউ জার্সির Mercer County Park (East) এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই আনন্দঘন মিলনমেলায় আপনাদেরকে সপরিবারে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
আপনাদের উপস্থিতি এই আয়োজনকে আরো সুন্দর ও প্রাণবন্ত করে তুলবে।

বাস ছাড়ার স্থান ও সময়

জ্যাকসন হাইটস: সকাল ৮:৩০মি
জেরা রেস্টুরেন্টের সামনে (72-06 Broadway, Jackson Height)
যোগাযোগ: মোঃ আব্দুর রহীম ভূঁইয়া: 646-717-7871, মোর্শেদ আলম: 929-463-8053, মোঃ মোস্তাক আহমেদ: 929-604-2137, ফয়সাল আহমেদ পাটোয়ারী: 917-528-3625

জ্যামাইকা: সকাল ৮:৩০মি
মাক্সান সুপার মার্কেট সামনে (166-11 Hillside Ave. 1st FL, Jamaica)
যোগাযোগ: লুৎফুর রহমান চুন্নু : 347-529-8787, গোলাম আজম রকি : 347-656-4763 শাহাদাত হোসেন : 917-924-8291

ব্রঙ্কস: সকাল ৮:৩০মি
টি ডি ব্যাংকের সামনে(1866 Westchester Ave, Bronx)
যোগাযোগ: নুরুল ইসলাম মিলন : 212-365-8453, ইব্রাহিম খলিল (খোকন) : 561-618-7336

প্রধান অতিথি
মোঃ কবির পাটোয়ারী
পারভিন পাটোয়ারী

উদ্বোধন করেবেন
এম আজিজ
প্রেসিডেন্ট ও সিইও
এন ওয়াই হোম কেয়ার

গ্রান্ড স্পন্সর
NY HOME CARE SERVICES
এন ওয়াই হোম কেয়ার
GOLDEN AGE HOME CARE
গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলা
আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র

আমন্ত্রণে

আহবায়ক:
মোহাম্মদ আজাদ
917-346-8207

প্রধান পৃষ্ঠপোষক:
মোঃ হারুন ভূঁইয়া

সদস্য সচিব:
মোঃ আবু তাহের
646-338-1856

পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ:
মোস্তফা হোসেন মুকুল, মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার ও বাবুল চৌধুরী

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: মামুন মিয়াজী 917-853-0043

বাস পরিবহন চাঁদা

স্বামী-স্ত্রী	বাবা-মা	একক	৫-১২ বছর
$১২০	$১০০	$৭০	$৩৫

নিজস্ব পরিবহন চাঁদা

স্বামী-স্ত্রী	বাবা-মা	একক	৫-১২ বছর
$৮০	$১০০	$৫০	$৩০

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ সাইফুল ইসলাম: সিনিয়র সহ-সভাপতি, এবি সিদ্দিক পাটোয়ারী: সহ-সভাপতি, লুৎফুর রহমান চুন্নু: সহ-সভাপতি, নুরুল আলম মজুমদার: সহ-সভাপতি, মোহাম্মদ নুরুল আমিন: সহ-সভাপতি, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন: সহ-সভাপতি, সাকিল মিয়া: সহ-সভাপতি, এড. নুবায়রা ইবনাত: সহ-সভাপতি, সাইফুল ইসলাম লিটন: সহ-সভাপতি, মোহাম্মদ আজাদ: সহ-সভাপতি, আহ্‌নাফ আলম: সহ-সভাপতি, মোঃ আব্দুর রহীম ভূঁইয়া: যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, নুরুল ইসলাম মিলন: সহ-সাধারণ সম্পাদক, ফয়সাল আহমেদ (রিপন): সহ-সাধারণ সম্পাদক, গোলাম আজম রকি: সহ-সাধারণ সম্পাদক, মামুন মজুমদার: সহ-সাধারণ সম্পাদক, মাহবুবুল রহমান পাটোয়ারী: কোষাধ্যক্ষ, ফজলুল হক:সহ-কোষাধ্যক্ষ, ফয়সাল আহমেদ পাটোয়ারী: সাংগঠনিক সম্পাদক, আনিসুজ্জামান রাসেল: সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, ফয়েজ আহমেদ: প্রচার সম্পাদক, মোঃ ইকবাল হোসেন মানিক:শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক, শাহাদাত হোসেন:আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, হুমায়ূন কবীর ঢালী:সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক, ফারহানা আক্তার শিমু: মহিলা সম্পাদক, শেখ সায়েম উল্লাহ: সাংস্কৃতিক সম্পাদক, মোঃ আবু তাহের গাজী: সমাজকল্যাণ সম্পাদক, ওসমান ওমর ফারুক: দপ্তর সম্পাদক, মাহমুদুল হাসান: তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, মোঃ নিয়াজ মোরশেদ: ক্রীড়া সম্পাদক, আবু বকর: স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক, মোঃ মোস্তাক আহমেদ: আপ্যায়ন সম্পাদক, এস এম মাহবুবুর রহমান টিটু: নির্বাহী সদস্য, আলমগীর হোসেন: নির্বাহী সদস্য, গিয়াস উদ্দিন মাতাব্বর: নির্বাহী সদস্য, মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ফরহাদ: নির্বাহী সদস্য, মোর্শেদ আলম: নির্বাহী সদস্য, মোঃ বোরহান উদ্দিন: নির্বাহী সদস্য, মোঃ আবু ইউসুফ: নির্বাহী সদস্য, মোঃ মোফাজ্জল হোসেন রিয়াদ: নির্বাহী সদস্য, ইমাম সোহেল: নির্বাহী সদস্য, মোঃ ইকবাল হোসেন: নির্বাহী সদস্য, আবু বি সিদ্দিক (মশিউর): নির্বাহী সদস্য, মোমিন হোসেন মিন্টু: নির্বাহী সদস্য, ইব্রাহিম খলিল (খোকন): নির্বাহী সদস্য, মোঃ সামসুল আলম: নির্বাহী সদস্য, পীরজাদা মেহদী হাসান: নির্বাহী সদস্য, মোঃ মাহাবুবুর রহমান রিয়াদ: নির্বাহী সদস্য, মোঃ সোহরাব খান (টিটু): নির্বাহী সদস্য, মোঃ তানভীর হোসেন রনি: নির্বাহী সদস্য, মানিক রাজা: নির্বাহী সদস্য, স্বপন দত্ত: নির্বাহী সদস্য, শাহাদাত হোসেন: নির্বাহী সদস্য ও মোঃ ফারুক আহমেদ: নির্বাহী সদস্য।

শুভেচ্ছান্তে

সভাপতি
রাজু সাহা বিপ্লব
347-738-7196

সাধারণ সম্পাদক
সোহেল গাজী
646-461-0919

প্রচারে: প্রচার সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ - 551-999-2520

যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই বাঙালি মুসলমানদের জোরপূর্বক বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে ভারত: হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

পরিচয় ডেস্ক: আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্থানীয় বাসিন্দা ও মূলত বাঙালি মুসলমানদের জোরপূর্বক বাংলাদেশে পুশব্যাক (ঠেলে দেওয়া) করছে। গতকাল মঙ্গলবার মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এই তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে সংস্থাটি জানিয়েছে, একদিকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) এই জোরপূর্বক তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা, অন্যদিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) অনুপ্রবেশে বাধা দেওয়ার অনড় অবস্থানের কারণে দুই দেশের জিরো লাইনে (সীমান্তের শূন্যরেখা) বেশ কিছু পরিবার আটকা পড়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তথ্যানুযায়ী, ২০২৬ সালের ১ জুন থেকে তারা বিএসএফের পক্ষ থেকে শিশুসহ ২০০-র বেশি মানুষকে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে ঠেলে দেওয়ার অন্তত ২১টি চেষ্টা নস্যাৎ করেছে। গত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে হিন্দুত্ববাদী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) জয়ী হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেছেন, তার সরকারের ডিটেক্ট, ডিলিট অ্যান্ড ডিপোর্ট (শনাক্ত, বাতিল ও বহিষ্কার) নীতির আওতায় শত শত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আটক করা হয়েছে এবং প্রায় ৫ হাজার মানুষকে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া অঞ্চলের ডেপুটি ডিরেক্টর মীনাক্ষী গাঙ্গুলী বলেন, আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নিষ্ঠুরভাবে পরিবারগুলোকে বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে অথবা সীমান্তে আটকে রেখে তাদের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। তিনি আরও বলেন, সরকারের উচিত বেআইনিভাবে মানুষকে বহিষ্কার করা বন্ধ করা, পদ্ধতিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা, নাগরিকত্ব যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা এবং মুসলমানদের প্রতি এই হতাশাজনক বিদ্বেষের অবসান ঘটানো। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এমন নয়জন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার নিয়েছে, *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

ইসলামী ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের পেছনে একটা রাজনীতি কাজ করছে: অর্থমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: ইসলামী ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনকারীদের সঙ্গে ব্যাংকের ভেতরে ও বাইরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের একটি যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করছেন *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

প্রতিশোধ নয়, দেশ গড়ায় মনোযোগ দিতে হবে: তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: সকলকে প্রতিশোধের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। একই সঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের নিজেদের চিন্তাভাবনায়ও কিছুটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা দরকার।

তারেক রহমান বলেন, আমার কোমরের পেছনে একটা হাড় এখনও বাকা। সেটা আমাকে এখনো ভোগায়। প্রতিশোধ নিলেই কি সেই হাড় সোজা হয়ে যাবে? এসব বাদ দিয়ে দেশটা সুন্দর করে গড়ার দিকে মনোযোগ দিই। মঙ্গলবার (১৬ জুন) চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সাংবাদিকদের সঙ্গে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

বিগত সময়ে নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে অন্যায় হয়েছে। আপনাদের সঙ্গেও হয়েছে। কিন্তু আপনি এখন প্রতিশোধ নিলেই কি আপনার সেই ক্ষতি ফেরত পাবেন বা সবকিছু আগের মতো হয়ে যাবে? হবে না। তাহলে আমরা সেই প্রতিশোধের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে ভাবি যে, আমরা দেশের জন্য, সমাজের জন্য বা মানুষের জন্য কী করতে পারি। সফল হওয়া বা না হওয়া পরের ব্যাপার। অন্তত এই (প্রতিশোধ) মানসিকতা নিয়ে আমরা সামনের দিনে এগিয়ে যাব না।চ

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা একটি ভালো পরিবর্তন আনতে চাই। সেই পরিবর্তন আমি একা করতে পারব না, সরকারও একা পারবে না। আপনারা এ দেশের অংশ, সমাজের অংশ। আমাদের সবাইকে নিয়েই এটি সম্ভব। আমাদের ভুল *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ধর্ষণের কোনো ছোট-বড় বা ভিন্ন ডেফিনেশন হয় না সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: ধর্ষণের কোনো ছোট-বড় বা ভিন্ন ডেফিনেশন হয় না, সবই সমান অপরাধ বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।

তিনি বলেন, ধর্ষণের ক্ষেত্রে রামিসার ঘটনা আর জিসানের ঘটনা সমান। ধর্ষণের কোনো ছোট-বড় বা ভিন্ন ডেফিনেশন হয় না, সবই সমান অপরাধ। সোমবার (১৫ জুন) জাতীয় সংসদে পটুয়াখালী-২ আসন থেকে নির্বাচিত জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলামের এক বক্তব্যের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

আ.লীগের মতো বর্তমান সরকারও দুদককে শক্তিশালী করার ব্যাপারে আন্তরিক নয়: রুমিন ফারহানা

পরিচয় ডেস্ক: বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের মতো বর্তমান সরকারও দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) শক্তিশালী করার ব্যাপারে মোটেও আন্তরিক নয় বলে অভিযোগ করেছেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা।

সোমবার (১৫ জুন) জাতীয় সংসদে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেটে দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত ছাঁটাই প্রস্তাবের ওপর আলোচনাকালে তিনি এসব কথা বলেন।

রুমিন ফারহানা বলেন, আমি এই দুর্নীতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সার্চ করে দেখছিলাম গুগল কী বলে। বাংলাদেশের দুর্নীতিতে টপ মোস্ট পেশা দুটো কোনটা? দেখলাম এক নম্বরে আছে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বিএসএফের হাতে বাংলাদেশি হত্যা অত্যন্ত দুঃখজনক, : সালাহউদ্দিন

পরিচয় ডেস্ক: ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) হাতে সীমান্তে নিরীহ বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত দুঃখজনক এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুস্পষ্ট উদাহরণ বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ।

তিনি বলেন, বিএসএফ কর্তৃক নিরীহ বাংলাদেশি *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

‘যৌক্তিক’ ও ‘গঠনমূলক’ বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে জামায়াত: শফিকুর

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় সংসদে যৌক্তিক ও গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান।

বগলদাবা কিংবা সংঘাতমুখী বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে না বলে জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণের স্বার্থ রক্ষায় যৌক্তিক, কার্যকর ও গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকাই পালন করবে তার দল। মঙ্গলবার (১৬ জুন) দুপুরে জাতীয় সংসদের এলডি হলে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এসময় *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকাপে নেই নিজেদের দল, তবুও কেন বাংলাদেশে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা সমর্থকদের উন্মাদনা

পরিচয় ডেস্কঃ বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের রাস্তাগুলো রঙিন জাতীয় পতাকায় ছেয়ে গেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে একে অস্বাভাবিক মনে না হলেও একটি বিষয় বেশ অদ্ভুত-এই পতাকাগুলোর সবগুলোই ভিনদেশের।

১৭ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। তবুও দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটি ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার মতো ফুটবল পরাশক্তিদের এমন কিছু কট্টর সমর্থকের আবাসস্থল, যাদের উন্মাদনা বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের সমর্থকদের হার মানাবে।

মে মাস থেকেই ফুটবল ভক্তরা একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশের বিশাল সব পতাকা নিয়ে মাঠে নেমেছেন। এটি এক বিরল সময়, যখন প্রচণ্ড দেশপ্রেমিক এই জাতি ভিনদেশের রঙকে নিজের করে নেয়। আবাসিক এলাকাগুলোর বাইরে লিওনেল মেসির বিশাল কাট-আউট দেখা যাচ্ছে এবং ঢাকার গুলশানের মতো অভিজাত এলাকার স্পোর্টস মার্কেটগুলোতে প্রায় ৫০০ টাকায় আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের রেপ্লিকা জার্সি কিনতে ভিড় জমাচ্ছেন ভক্তরা।

লাতিন আমেরিকার এই দুটি দেশের প্রতি বাংলাদেশের ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক কোনো বিশেষ সম্পর্ক না থাকলেও তাদের প্রতি এদেশের মানুষের ভালোবাসা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসছে। বিশ্বকাপের কয়েক সপ্তাহ চলাকালীন এই ভালোবাসাই মাঝেমধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও শত্রুতে পরিণত করে।

চলতি মাসের শুরুর দিকে হবিগঞ্জে একটি স্থানীয় ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা সমর্থকদের সংঘর্ষে কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছে। অন্যদিকে শরীয়তপুর এলাকায় একদল যুবক ঘোষণা দিয়েছেন, ২০০২ সালের পর ব্রাজিলের ট্রফি জেতার অপেক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা বিয়ে করবেন না।

যদিও ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা এই উন্মাদনার মূল কেন্দ্রে থাকে, তবে মাঝেমধ্যে অন্যান্য *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

‘মেড ইন বাংলাদেশ’ জার্সিতে বিশ্বকাপ খেলছে কেপ ভার্দে

পরিচয় ডেস্কঃ ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে শক্তিশালী স্পেনের বিপক্ষে নিজেদের অভিষেক ম্যাচে ঐতিহাসিক এক লড়াই উপহার দিয়েছে কেপ ভার্দে। গত রাতে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে পশ্চিম আফ্রিকার দেশটির ফুটবলারদের গায়ে যে জার্সিটি ছিল, তা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের কারখানায়।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা গেছে, জার্সির কাপড়টি তৈরি হয়েছে ঢাকার ইয়াংওয়ান কর্পোরেশন বাংলাদেশের কারখানায়। পরবর্তীতে জার্মান স্পোর্টসওয়্যার ব্র্যান্ড কাপেলি স্পোর্ট-এর তত্ত্বাবধানে ঢাকার একটি কারখানায় চূড়ান্তভাবে জার্সিগুলো প্রস্তুত করা হয়।

গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড অ্যাসেম্বলিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপক সৌমিক বর্মন আজ (১৬ জুন) দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, ও কেপ ভার্দে জাতীয় দলের জার্সিগুলো বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে এবং এতে মেড ইন বাংলাদেশ লেবেল যুক্ত রয়েছে।

তিনি আরও জানান, ২০১৯ সাল থেকে কাপেলি স্পোর্ট আমাদের নিয়মিত ক্রেতা এবং তখন থেকেই আমরা তাদের অর্ডারগুলো সরবরাহ করছি। ঢাকার উত্তরা এলাকায় তাদের কারখানাটি অবস্থিত।

এদিকে, ইয়াংওয়ান কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে জার্সিতে ব্যবহৃত কাপড়টি তাদের কারখানায় উৎপাদিত এবং তা কাপেলি স্পোর্টকে সরবরাহ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে কাপেলি স্পোর্ট ঢাকার নিজস্ব *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

কাটছে ভিসা জটিলতা, কেপ ভার্দের সেই গোলরক্ষকের মাকে যুক্তরাষ্ট্রে আনছে মার্কিন প্রশাসন

পরিচয় ডেস্কঃ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক কর্মকর্তা মঙ্গলবার জানিয়েছেন, কেপ ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনহার মাকে তার ছেলের বিশ্বকাপ খেলা দেখতে যুক্তরাষ্ট্রে আনার জন্য সহায়তা করার চেষ্টা করছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।

সোমবার স্পেনের বিপক্ষে কেপ ভার্দের চমকপ্রদ ড্রয়ের পর ভোজিনহা বলেন, তার মা ম্যাচটি দেখতে আসতে পারেননি, কারণ তিনি ভিসার জন্য প্রয়োজনীয় বন্ডের অর্থ পরিশোধ করতে পারেননি।

ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ভিসার কারণে তিনি এখানে আসতে পারেননি... ভিসার *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে না পারা সেই সোমালি রেফারিকে পুরো টুর্নামেন্ট ফি দেবে ফিফা

পরিচয় ডেস্কঃ বিশ্বকাপে দায়িত্ব পালনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা পাওয়া সোমালিয়ার ফুটবল রেফারি ওমর আব্দুলকাদির আরতানকে পুরো টুর্নামেন্ট ফি পরিশোধ করবে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী সংগঠনের সন্দেহভাজন সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগ তুলে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। মার্কিন কাস্টমস ও সীমান্ত সুরক্ষা বিভাগ তাকে ফিরিয়ে দিলেও ফিফা আরতানের পুরো ফি পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে। ওমর আরতান ২০২৫ সালে আফ্রিকার সেরা রেফারি নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রথম *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

আশ্চর্য সুন্দর গোলের লড়াই দুই তারকা- এমবাপে, ও মেসির

পরিচয় ডেস্ক: জার্মান কিংবদন্তি গার্ড মুলার ১৯৭৪ বিশ্বকাপে ১৪ তম গোল করে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি গোল করার যে রেকর্ড করেছিলেন, সেটি টিকে ছিল ৩২ বছর। পরবর্তীতে সেই রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন রোনালদো নাজারিও ও মিরোস্লাভ ক্লোসাও। দুজনের রেকর্ডই টিকেছে ১২ বছর। মংগলবার (১৬ জুন) অনবদ্য খেলে ক্লোসার পাশে বসেছেন লিওনেল মেসি, তবে আগের তিনজনের মতো এত লম্বা সময় মেসি এই রেকর্ড ধরে রাখতে পারবেন না, সেই সম্ভাবনা প্রবল। কারণ মেসির রেকর্ডের ওপর তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলছেন কিলিয়ান এমবাপে। *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বকাপে নিজের প্রথম হ্যাটট্রিকেই সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ডে ভাগ বসালেন মেসি

পরিচয় ডেস্ক: লিওনেল মেসি বিশ্বকাপে নিজের প্রথম হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেছেন এবং একই সঙ্গে বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে উঠেছেন।

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর গ্রুপ জে-এর ম্যাচে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের ১৭ মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত এক গোলে দলকে এগিয়ে নেন মেসি। এরপর ম্যাচের ৬০ মিনিটে আলজেরিয়ার গোলরক্ষক লুকা জিদান সহজ একটি শট সামলাতে ব্যর্থ হলে ফিরতি বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি।

৬৬ মিনিটে হ্যাটট্রিকের খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন মেসি। এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বক্সের বাইরে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

পিছিয়ে গিয়েও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ২-২ গোলে ইরানের ড্র

পরিচয় ডেস্ক: যুদ্ধ, রাজনীতি আর মাঠের বাইরের নানা প্রতিবাদের আবহে অবশেষে শুরু হলো ইরানের বিশ্বকাপ ফুটবল অভিযান। লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামে উত্তেজনায় ঠাসা ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে টিম মেল্লি খ্যাত ইরান। ম্যাচে দুইবার পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে ফিরে হার এড়াতে সক্ষম হয়েছে তারা।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে কয়েক

মাস ধরে চলা সামরিক সংঘাতের কারণে লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামে ইরানি দলের উপস্থিতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অনিশ্চয়তা ছিল। ভিসা পেতে বিলম্ব হওয়া ও ভিসা প্রত্যাখ্যান হওয়া এবং শেষ মুহূর্তে মেক্সিকোতে অনুশীলন ক্যাম্প স্থানান্তর করাসহ নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে বিশ্বকাপে অংশ নিতে হয়েছে ইরানকে।

ম্যাচ চলাকালীন স্টেডিয়ামের বাইরে শত শত সরকারবিরোধী আন্দোলনকারী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাদের দাবি ছিল, এই দল দেশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। স্টেডিয়ামের ভেতরেও অনেক দর্শক ফিফার রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

নির্বিষ পর্তুগালকে রুখে দিয়ে ডিআর কঙ্গোর চমক

পরিচয় ডেস্ক: দীর্ঘ ৫২ বছরের অপেক্ষার পালা শেষ করে ফিফা বিশ্বকাপে ফিরেছে ডিআর কঙ্গো। আর ফুটবলের মহাযজ্ঞে নেমেই বাজিমাত করল নামেভারে পিছিয়ে থাকা আফ্রিকার দলটি। তারকায় ঠাসা হলেও পুরোটা সময় নির্বিষ থাকা ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর পর্তুগালকে রুখে দিয়ে চমক দেখাল তারা।

বুধবার রাতে হিউস্টনে এবারের আসরের কে গ্রুপের ম্যাচটি ড্র হয়েছে ১-১ গোলে। দুটি গোলই এসেছে প্রথমার্ধে। ষষ্ঠ মিনিটেই জোয়াও নেভেসের গোলে এগিয়ে যায় এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট পর্তুগাল। তবে দমে না গিয়ে বিরতির ঠিক আগে কঙ্গোকে সমতায় ফেরান ইয়োয়ান উইসা।

ম্যাচের ৭৫ শতাংশ সময় বল পায়ে রাখলেও পর্তুগিজরা আক্রমনে ছিল একেবারে ধারহীন। নিজেদের মধ্যে ৭২৪টি পাস খেললেও গোলমুখে মাত্র সাতটি শট নিতে পারে তারা, যার মধ্যে কেবল একটি ছিল লক্ষ্যে। রোনালদোর পাশাপাশি নামের প্রতি মোটেও সুবিচার করতে পারেননি ভিতিনিয়া-পেদ্রো নেতো-বার্নার্দো সিলভারা। অন্যদিকে, রক্ষণাত্মক কৌশল বেছে সফলতা পাওয়া কঙ্গো সুযোগ পেলেই পাল্টা আক্রমণ চালায়। গোলমুখে আটটি শট নিয়ে দুটি লক্ষ্যে রাখে তারা।

একই দিনে ইতিহাসের এক চূড়ায় দাঁড়িয়ে দুই মহাতারকা দেখলেন মুদ্রার দুই পিঠ। এদিন সকালে প্রথম ফুটবলার হিসেবে ছয়টি বিশ্বকাপ খেলার অনন্য কীর্তি গড়েন আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি। কানসাসে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ও গ্রুপের ম্যাচে জাদুকরী হ্যাটট্রিকে নিজের মহাকাব্যিক দিনটিকে রাজকীয়ভাবে রাঙিয়ে রাখেন তিনি।

এরপর সেই রেকর্ডে ভাগ বসালেন রোনালদোও। ৪১ বছর ১৩২ দিন বয়সে বিশ্বকাপের ইতিহাসের সবচেয়ে বয়স্ক আউটফিল্ড খেলোয়াড় হিসেবে নেমে তিনি ছুঁয়ে ফেলেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে। তবে রেকর্ড বইয়ের পাতা ভারী হলেও মাঠের সবুজ গালিচায় বিশেষ কিছুই করতে পারেননি পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী এই ফরোয়ার্ড। বরং মাঠে তার মন্থর মুভমেন্টে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বয়সের ভারী অবয়ব।

পর্তুগালের শুরুটা অবশ্য হয়েছিল স্বপ্নের মতো। নেতোর মাপা ক্রস থেকে দারুণ হেডে দলকে এগিয়ে দেন মিডফিল্ডার নেভেস। কিন্তু সেই গোলের পরই যেন খেই হারিয়ে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

হ্যাটট্রিকের পর মেসির স্ত্রী বললেন, 'তুমি অবিশ্বাস্য'

পরিচয় ডেস্ক: লিওনেল মেসি মাঠে নামবেন, আর জাদু দেখাবেন না, এমনটা খুব কমই দেখা গেছে। আলজেরিয়ার বিপক্ষে বিশ্ব মঞ্চে আরও একবার দেখালেন। ৩-০ গোলের জয়ে হ্যাটট্রিক করে শুধু আর্জেন্টিনাকে উড়ন্ত সূচনাই এনে দেননি, ছুঁয়ে ফেলেছেন বিশ্বকাপ

ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ডও। এমন এক স্মরণীয় রাতের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন তার স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জো।

কানসাস সিটির গ্যালারিতে বসে মেসির খেলা উপভোগ করেছেন আন্তোনেলা এবং তাদের তিন ছেলে থিয়াগো মেসি, মাতেও মেসি এবং সিরো মেসি। মাঠে মেসির প্রতিটি মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন তারা। ম্যাচ শেষে পরিবারের সঙ্গে তোলা কয়েকটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে আর্জেন্টিনা অধিনায়কের প্রতি নিজের ভালোবাসা ও মুগ্ধতার প্রকাশ করেন আন্তোনেলা।

সামাজিকমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, চলো আর্জেন্টিনা! সবসময় *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তির খবরে বিশ্ববাজারে ৪ শতাংশ কমল তেলের দাম

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন ও ইরানি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে একটি শান্তি রূপরেখায় তারা একমত হয়েছেন। এ রূপরেখার আওতায় ইরানের ওপর থেকে মার্কিন অবরোধ উঠবে ও ফের খুলে যাবে হরমুজ প্রণালি। এর পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম মার্চের পর সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। গ্রিনিচ মান সময় রাত ১২টা ৪ মিনিটে ব্রেন্ট ক্রুডের (অপরিশোধিত তেল) দাম ব্যারেলপ্রতি ৩ দশমিক ৫৮ ডলার বা ৪ দশমিক ১০ শতাংশ কমে ৮৩ দশমিক ৭৫ ডলারে পৌঁছায়।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডের দাম ৪ দশমিক ০১ ডলার বা ৪ দশমিক ৭২ শতাংশ কমে ব্যারেলপ্রতি ৮০ দশমিক ৮৭ ডলারে নেমে আসে।

এর আগে শুক্রবারও উভয় ধরনের তেলের দাম ৩ শতাংশের বেশি কমেছিল। রোববার ওয়াশিংটন স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে ৫টায় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন: ওইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে চুক্তি এখন সম্পন্ন॥

মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব পালন করা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ চুক্তি স্বাক্ষরের কথা ঘোষণা করার পরপরই ট্রাম্পের এই পোস্ট করেন। শুক্রবার সুইজারল্যান্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতা স্মারকে সই করবে দুই দেশ। যুদ্ধের কারণে তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ ছিল বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ হরমুজ প্রণালি। এর মাধ্যমে বিশ্বের মোট তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সরবরাহের প্রায় পাঁচভাগের একভাগ পরিবাহিত হয়। প্রণালিটি বন্ধ থাকায় বিশ্ববাজারে কয়েক মিলিয়ন ব্যারেল তেল ও গ্যাসের সরবরাহ হারিয়ে গেছে। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পর মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো কত দ্রুত উৎপাদন ও রপ্তানি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে- বিনিয়োগকারীরা এখন সতর্কতার সঙ্গে সেটিই পর্যবেক্ষণ করছেন। একই সঙ্গে এ অঞ্চলে জাহাজ চলাচল কতটা বাড়ে, সেদিকেও নজর রয়েছে তাদের।

ইরান চুক্তির পরও তেল ও গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক হতে কয়েক মাস লাগতে পারে

পরিচয় ডেস্ক:রোববার ইরান যুদ্ধ অবসান এবং হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত করার বিষয়ে চুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তবে এর ফলে উচ্চ তেল ও পেট্রোলের দাম এবং জ্বালানি সরবরাহ সমস্যাগুলো রাতারাতি সমাধান হচ্ছে না।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বের চাহিদা পূরণ করার মতো পর্যায়ে কার্যক্রম পুনরায় শুরু করতে জ্বালানি কোম্পানিগুলোর সম্ভবত কয়েক মাস সময় লাগবে। অপরিশোধিত তেল পরিবহন ও পরিশোধনের ধীরগতির প্রক্রিয়া এবং প্রণালিটি দিয়ে চলাচলের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয়ের কারণে এর প্রভাব তাৎক্ষণিকভাবে দেখা যাবে না বলে তারা জানান। যুদ্ধ শুরুর আগে বিশ্বের মোট তেল ও পেট্রল সরবরাহের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ যে জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হতো, সেই পথ দিয়ে নিরাপদে চলাচল করতে না পেরে অপরিশোধিত তেলবোঝাই জাহাজগুলো তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে পারস্য উপসাগরে আটকে রয়েছে। মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরে আসতে, বীমা সুবিধা কার্যকর হতে এবং বিশেষ করে স্থলভাগে কর্মীদের পাঠিয়ে এসব সম্পদ ও স্থাপনা পুনরায় চালু করতে সময় লাগবে বলেন এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল এনার্জির জ্বালানি ও পরিশোধন গবেষণা বিভাগের বৈশ্বিক প্রধান ড্যানিয়েল ইভান্স। তবুও, চুক্তি ঘোষণার পর সোমবারের শুরুতে তেলের দাম কিছুটা কমে আসে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৩ দশমিক ৪৫ ডলার কমে ৮৩ দশমিক ৮৯ ডলারে নেমে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের মানদণ্ড অপরিশোধিত তেলের দাম ৪ দশমিক ০৩ ডলার কমে ব্যারেলপ্রতি ৮০ দশমিক ৮৫ ডলারে দাঁড়ায়। *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

১ জুলাই থেকে বাংলাদেশে নতুন পে-স্কেল, কার কত বেতন

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় সংসদে সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য বহুল কাঙ্ক্ষিত নবম জাতীয় পে স্কেলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) বিকালে জাতীয় সংসদে পেশ করা ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় তিনি আগামী ১ জুলাই থেকেই নতুন বেতন কাঠামো ধাপে ধাপে কার্যকরের ঘোষণা দেন।

সর্বশেষ ২০১৫ সালে অষ্টম জাতীয় পে স্কেল দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘ প্রায় ১১ বছর পর সরকারি চাকরিজীবীরা নতুন স্কেল বা গ্রেড বিন্যাস পাচ্ছেন। নতুন পে স্কেল খাতের জন্য আসন্ন বাজেটে ঠিক কত টাকা *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

ক্যাশলেস প্রচারণার পরও দেশে ৬৭.২ শতাংশ লেনদেন নগদে

পরিচয় ডেস্ক: ক্যাশলেস সমাজ গঠনে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচারণা সত্ত্বেও দেশে এখনো নগদ অর্থই লেনদেনের প্রধান মাধ্যম। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫ সালে দেশের মোট লেনদেনের ৬৭.২ শতাংশই হয়েছে নগদে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ওই বছরে মোট লেনদেনের ৩২.৮ শতাংশ হয়েছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালে নগদে লেনদেন হয়েছিল ৭২ শতাংশ, আর বাকি লেনদেন হয়েছিল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। অর্থাৎ, ধীরে ধীরে ক্যাশলেস লেনদেনের পরিধি *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

এডিবির ঋণ ছাড়ে গ্রস রিজার্ভ বেড়ে ৩১.০৮ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাংলাদেশেরর জন্য বাজেট সহায়তা বাবদ ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থছাড় করেছে। এই ঋণের অর্থ বাংলাদেশের হিসাবে যুক্ত হওয়ায়, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুত বেড়েছে।

এতে করে দেশের গ্রস বা মোট রিজার্ভ বেড়ে আজ *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

ফুটবলে সমর্থনের বাইরে: বাংলাদেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্কে এগিয়ে কে, ব্রাজিল না আর্জেন্টিনা?

পরিচয় ডেস্ক: আমার কর্মক্ষেত্রের দেয়াল ও পিলাওগুলোতে এখন ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনার পতাকাই আধিপত্য বিস্তার করছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগেও বাজেটের সময়ে যেখানে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, কম বিনিয়োগ আর ব্যবসার নেতিবাচক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলত, এখন সেখানে আলোচনার শুরুটা হয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচন, ট্যাকটিক্যাল বিতর্ক আর ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ নিয়ে।

বাংলাদেশ মূলত *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

bongo
FACECARD
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
"হাওয়া" র পরিচালক
মেজবাউর রহমান সুমন এর ২য় ছবি -
রইদ
TIGER COMPETITION
মহাসমারোহে নিউ ইয়র্ক শুভমুক্তি
শুক্রবার ২৬শে জুন
KEW GARDENS CINEMAS
8105 LEFFERTS BLVD. KEW GARDENS, NY 11415
FRI JUNE 26TH @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
SAT JUNE 27TH @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
SUN JUNE 28TH @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
MON JUNE 29TH @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
TUE JUNE 30TH @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
WED JULY 01ST @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
THU JULY 02ND @ 2:00 PM, 5:00 PM, 8:00 PM
ADVANCE TICKETS ON THEATER WEBSITE & BOX OFFICE

কী আছে যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের ১৪ দফা খসড়া চুক্তিতে?

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বন্ধে অবশেষে সমঝোতার পথে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। ইতোমধ্যে দুই পক্ষের মধ্যে ১৪ দফার একটি খসড়া সমঝোতা স্মারকের তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। খসড়ায় যুদ্ধবিরতি, হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া, ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা, জব্দ সম্পদ মুক্ত করা এবং পারমাণবিক অস্ত্র না তৈরির বিষয়ে তেহরানের প্রতিশ্রুতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে বলে জানা গেছে। তবে ইরানের উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের ভবিষ্যৎ কী হবে, সে বিষয়ে নথিতে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য উল্লেখ নেই।

১৪ দফার এই চুক্তি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। তবে এক মার্কিন কর্মকর্তার কাছ থেকে খসড়া চুক্তির অনুলিপি পাওয়ার কথা জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম সিএনএন।

বুধবার খসড়া চুক্তির ১৪ দফা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যমটি।

ওই মার্কিন কর্মকর্তার বরাতে সিএনএন জানায়, গত রোববার ডিজিটালভাবে চুক্তিতে সই করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি সই হওয়ার কথা আছে। এরপর ৬০ দিনের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ চূড়ান্ত চুক্তি হবে।

১৪ দফা চুক্তিতে যা যা আছে

যুদ্ধের অবসান

খসড়ায় বলা হয়েছে, চুক্তি সইয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ও তাদের মিত্ররা সব ধরনের যুদ্ধ ও সামরিক সংঘাত বন্ধ করবে। এর মধ্যে লেবাননের সংঘাতও অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতে একে অপরের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ বা হামলার হুমকি দেওয়া থেকেও বিরত থাকবে।

সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান

দুই দেশ একে অপরের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

ধর্ষকের প্রাণদণ্ড বহালে পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থার প্রশংসায় ইলন মাস্ক; পশ্চিমাদেরও অনুসরণের পরামর্শ

পরিচয় ডেস্ক: ২০২০ সালে ঘটে যাওয়া লাহোর মোটরওয়ে গণধর্ষণ মামলায় দণ্ডিত দুই আসামির মৃত্যুদণ্ড লাহোর হাইকোর্ট বহাল রাখার পর পাকিস্তানের বিচার বিভাগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন মার্কিন ধনকুবের ও উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক। সে সময় ওই নৃশংস ধর্ষণের ঘটনাটি পুরো পাকিস্তানকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল এবং দেশজুড়ে নারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল।উচ্চ আদালতের এই রায়ের প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) মাস্ক বলেন, গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে পশ্চিমা দেশগুলোর ঠিক কেমন বিচার ব্যবস্থা অনুসরণ করা উচিত, এই সিদ্ধান্ত তারই এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

নিম্ন আদালতের দেওয়া সাজা বহাল রেখে উচ্চ আদালত আসামিদের আপিল খারিজ করার পর মাস্ক তাঁর পোস্টে লেখেন, সাব্বাশ (ব্রাভো) পাকিস্তান! পশ্চিমা বিশ্বে আমাদেরও ঠিক এই কাজটিই করা উচিত।চ

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ শাহবাজ আলী রিজভী এবং বিচারপতি তারিক মাহমুদ বাজওয়ার সমন্বয়ে গঠিত দুই সদস্যের একটি বেঞ্চ এই রায় দেন। বেঞ্চটি সাজাপ্রাপ্ত আসামি আবিদ মালহি ও শাফকাত বাগার দায়ের *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

সুইডেনের নতুন আইন: 'ভালো আচরণ' না করলে বাতিল হতে পারে অভিবাসীদের বসবাসের অনুমতি

পরিচয় ডেস্ক: সুইডেনের পার্লামেন্টে গত সোমবার একটি নতুন আইন পাস হয়েছে। এর আওতায়ভালো আচরণ না করলে অভিবাসীদের ওরেসিডেন্সি পারমিট (বসবাসের অনুমতি) বাতিল করতে পারবে কর্তৃপক্ষ।

নতুন এই আইনটি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আবেদনের পাশাপাশি যাদের ইতোমধ্যে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়েছে- উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠেয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সুইডেনের ডানপন্থী সরকার এবং তাদের সহযোগী কট্টর *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

রুশ অর্থনীতিতে ইউক্রেনীয় হামলার ধাক্কা, ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার করলো পুতিন

পরিচয় ডেস্ক: গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা জোরদার করেছে ইউক্রেন। অবরুদ্ধ ইউক্রেনের এই পাল্টা ও উপর্যুপরি ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় রাশিয়ার অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলে খোদ স্বীকার করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

ক্রবার (১২ জুন) কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য জানানো হয়েছে। সম্প্রতি রাশিয়ার নিজনেকাস্কের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ তেল শোধনাগারে ইউক্রেনীয় বাহিনীর ভয়াবহ হামলার দাবির পরই পুতিনের এমন নজিরবিহীন মন্তব্য সামনে এল। ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, এসব কাপুরুষোচিত হামলা রুশ সমাজে কোনো বিভেদ সৃষ্টি করতে পারবে না এবং দেশটির অর্থনীতি দ্রুতই এই সাময়িক ধাক্কা কাটিয়ে উঠবে।

আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউক্রেনের সাম্প্রতিক হামলাগুলোর মূল লক্ষ্যবস্তু রাশিয়ার অভ্যন্তরে অবস্থিত তেল শোধনাগার, জ্বালানি ডিপো এবং পাইপলাইনগুলো। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ এবং ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে ফ্রন্টলাইনে রুশ বাহিনীর অগ্রগতির গতি কিছুটা ধীর হওয়ায় কিয়েভের এই কৌশলী হামলাগুলো মস্কোর ওপর বড় ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে।

এ প্রসঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, 'এসব হামলা ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার বিশেষ সামরিক অভিযানকে কোনোভাবেই থামাতে পারবে না। তারা আমাদের অর্থনীতির কিছুটা ক্ষতি করছে ঠিকই, তবে আমরা এটি দ্রুতই কাটিয়ে উঠব। মূলত আমাদের সমাজে বিভ্রান্তি ও বিভাজন তৈরি করাই এই হামলার মূল লক্ষ্য। *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

অভিবাসী কমাতে নজিরবিহীন পরিকল্পনা সুইজারল্যান্ডের, জনসংখ্যা রাখতে চায় ১ কোটির মধ্যে; হবে গণভোট

পরিচয় ডেস্ক: বিদেশি অভিবাসনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সুইজারল্যান্ডে এবার জনসংখ্যা ১ কোটির মধ্যে সীমিত রাখার একটি প্রস্তাব জাতীয় গণভোটে উঠছে। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে দেশটির ভবিষ্যৎ অভিবাসন নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে।

রোববার অনুষ্ঠিত ভোটে সুইস নাগরিকরা সিদ্ধান্ত দেবেন, আগামী কয়েক দশকে দেশের জনসংখ্যা ১ *বাকি অংশ ২৭ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

ট্রাম্প যেভাবে নেতানিয়াহুর সবচেয়ে বড় স্বপ্ন নষ্ট করে দিলেন

ডেভিড হার্স্ট

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু নীল নদ থেকে ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদী পর্যন্ত দখল করে ‘গ্রেটার ইসরায়েল’ প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু নীল নদ থেকে ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদী পর্যন্ত দখল করে ‘গ্রেটার ইসরায়েল’ প্রতিষ্ঠার কথা বলছেনফাইল ছবি

গত ২৫ বছরে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র যত সামরিক ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছে, তার মধ্যে ইরান যুদ্ধ সম্ভবত সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধ আফগানিস্তান, ইরাক, ইয়েমেন, লিবিয়া কিংবা সিরিয়ায় চালানো সামরিক হস্তক্ষেপের মতো ছিল না। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান শুধু আরেকটি মার্কিন সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা থেকে টিকে যায়নি; যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের এই যুদ্ধ কখনোই কেবল একটি সরকারের ভাগ্য নির্ধারণের লড়াই ছিল না।

ইরানকে বশে আনতে ব্যর্থ হওয়ায় আরও বড় একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা থমকে গেছে কিংবা ভেঙে পড়েছেমধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র নতুনভাবে সাজানোর সেই প্রকল্প, যার নেতৃত্বে থাকত পুনর্জন্ম পাওয়া ও শক্তিশালী হয়ে ওঠা তথাকথিত ‘গ্রেটার ইসরায়েল’। এই কৌশলগত লক্ষ্যই ছিল আব্রাহাম চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। আর যখন সৌদি আরব এতে স্বাক্ষর করতে পিছিয়ে যায়, তখন বিকল্প হিসেবে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করা হয়।

পরিহাস হলো, হোয়াইট হাউসে ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় বন্ধু হিসেবে পরিচিত ডোনাল্ড ট্রাম্পই শেষ পর্যন্ত ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সবচেয়ে বড় স্বপ্ন নষ্ট করে দিলেন।

খরগোশের গর্তে পতন

ট্রাম্পের জন্য নেতানিয়াহুর তৈরি করা রাজনৈতিক ‘ফাঁদ’ থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু নেতানিয়াহুর জন্য ইরান ইস্যুতে ট্রাম্পের এই অবস্থান পরিবর্তন ছিল এক ভয়াবহ বিপর্যয়, যার প্রভাব কয়েক প্রজন্ম ধরে অনুভূত হতে পারে। যুদ্ধের কারণে জ্বালানির দাম বেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা ঐতিহাসিকভাবে নিচে নেমে আসে। নিজের দলেও বিরোধিতা বাড়তে থাকে। উপসাগরীয় অর্থনীতির অচলাবস্থা ট্রাম্প পরিবারের ব্যবসায়িক স্বার্থেও আঘাত হানে। সামনে মধ্যবর্তী নির্বাচনড় যেখানে তিনি সহজেই কংগ্রেসের দুই কক্ষের নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারেন।

ট্রাম্প চেয়েছিলেন ভেনেজুয়েলা ধাঁচের দ্রুত বিজয়। কিন্তু যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে ইরান সহজে আত্মসমর্পণ করবে না, তখন ৮০ বছর বয়সী এই প্রেসিডেন্ট কার্যত মানসিকভাবে যুদ্ধ থেকে সরে যান। ইসরায়েলি যুদ্ধ সংবাদদাতারাও একই মত দেন। চ্যানেল থার্টিনের সামরিক প্রতিবেদক অ্যালন বেন ডেভিড বলেন, এই যুদ্ধ পুরো পরিস্থিতি উল্টে দিয়েছে। যুদ্ধের আগে আমেরিকার সমর্থনে ইসরায়েলকে অঞ্চলের প্রধান সামরিক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেত। যুদ্ধের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠেছে ইরান।

হারেৎজের সামরিক বিশ্লেষক অ্যামোস হারেল লিখেছেন, ট্রাম্পের সঙ্গে ইরানের সমঝোতা ছিল ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর নেতানিয়াহুর সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা ব্যর্থতা। ডানপন্থী শক্তিগুলো তখন ‘ইসরায়েলকে একাই এগোতে হবে’ ধারণা নিয়ে আলোচনা শুরু করে, যা মন্ত্রিসভাতেও তোলা হয়।

এই ক্ষতে আরও নুন ছিটিয়ে ট্রাম্প নিউইয়র্ক টাইসমকে বলেন, নেতানিয়াহুর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কারণ, ‘ইরানের যদি পারমাণবিক অস্ত্র থাকত, ইসরায়েল দুই ঘণ্টাও টিকত না।’ ফ্রান্সে জি-৭ সম্মেলনে সাংবাদিকদের তিনি আরও বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র না থাকলে ইসরায়েল বলে কিছু থাকত না।’

কৌশলগত ধাক্কা

ডানপন্থী বিরোধী দল ইসরায়েল বেইতেনুর নেতা আভিগডর লিবারম্যান বলেন, ইসরায়েলের উচিত নিজস্ব ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বাহিনী গঠন করা এবং মোসাদকে শুধু ইরানের সরকার উৎখাতের কাজে নিয়োজিত করা। অতি ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

ইরান যুদ্ধের লক্ষ্য কতটুকু অর্জন করতে পারলেন ট্রাম্প?

মোজাক্কির রিফাত

যুদ্ধ শুরুর প্রায় সাড়ে তিন মাস পর ইরানের সঙ্গে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্র। গত সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ ইলেক্ট্রনিকভাবে একটি চুক্তিতে সই করেছেন বলেও জানায় বার্তাসংস্থা রয়টার্স।

আগামী শুক্রবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের উপস্থিতিতে দুই পক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি সই হওয়ার কথা রয়েছে।

কিন্তু ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যখন ইরানের ওপর একযোগে বিমান হামলা শুরু করে, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বেশ কিছু বড়সড় ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন।

এর মধ্যে অন্যতম ছিল-ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা, তাদের প্রতিরক্ষা শিল্প গুঁড়িয়ে দেওয়া, পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের পথ চিরতরে বন্ধ করা এবং সর্বোপরি ইরানের শাসনতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে সেখানে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে-যুদ্ধ ঘোষণার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে বিশাল ও উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলেন, তা কি আদৌ অর্জিত হয়েছে?

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করছেন, তিনি এই যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন এবং এই চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে আসবে।

সামরিক সক্ষমতা ধ্বংসের লক্ষ্য

যুদ্ধের শুরুতে ট্রাম্প প্রশাসনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা এবং প্রতিরক্ষা শিল্পকে পুরোপুরি ধ্বংস করা।

রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধের আগে ইরানের কাছে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত ছিল। যার সংখ্যা ছিল আড়াই হাজার থেকে ৬ হাজার। এর মধ্যে কিছু ক্ষেপণাস্ত্র দুই হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম ছিল।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ডের অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার জানিয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ইরানের ১৬১টি নৌযান ধ্বংস করেছে এবং তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ৮২ শতাংশ অকেজো করে দিয়েছে।

তিনি আরও জানান, যুদ্ধ চলাকালীন ১ হাজার ৫০০টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ৬ হাজার ড্রোন আটকে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া যুদ্ধের প্রথম দিকে মার্কিন সূত্রগুলো দাবি করেছিল যে, ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র মজুদের তিন ভাগের এক ভাগ ধ্বংস করা হয়েছে। তবে বার্তাসংস্থা এপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই কৌশলগত সাফল্যের পরও ইরানের সামরিক সক্ষমতা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি।

অ্যাডমিরাল কুপার নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এই অঞ্চলে হামলা চালানোর মতো মাঝারি থেকে ক্ষুদ্র সক্ষমতা এখনো ইরানের রয়েছে।

এর প্রমাণ পাওয়া যায় জুনের শুরুতে, যখন ইরান যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেশ কুয়েত ও বাহরাইনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় এবং ইসরায়েলের দিকেও মিসাইল ছোড়ে।

এছাড়া, ইরানের বিমানবাহিনী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও, মেশিনগান ও ড্রোন সজ্জিত ছোট নৌযানগুলো দিয়ে তারা এখনো সমুদ্রে জাহাজগুলোকে হয়রানি করার ক্ষমতা রাখে।

অন্যদিকে, লেবাননের হিজবুল্লাহ, ইয়েমেনের হুথি এবং গাজার হামাসের মতো প্রক্সি গোষ্ঠীগুলোকে ইরান যেন আর কোনো সহায়তা দিতে না পারে, সেটিও ট্রাম্পের একটি বড় লক্ষ্য ছিল।

যুদ্ধের আগে ইসরায়েলের হামলায় হামাস ও হিজবুল্লাহর শীর্ষ নেতারা নিহত হলেও, ইরান এই গোষ্ঠীগুলোর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করার কোনো লক্ষণ দেখায়নি। বরং হিজবুল্লাহ ২ মার্চ যুদ্ধে যোগ দিয়ে ইসরায়েলে রকেট ও ড্রোন হামলা চালায়। এটির জেরে ইসরায়েল লেবাননে বিমান ও স্থল হামলা শুরু করে।

রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, এতে প্রায় ৩ হাজার ৭০০ জন নিহত এবং ১২ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।

বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

Moin & Michael

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

ব্রাজিল না আর্জেন্টিনা? এই উন্মাদনা বাংলাদেশের জন্য কেন ভালো

মো. আব্বাস

বিশ্বকাপ এলেই বাংলাদেশ যেন দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ ব্রাজিল, আরেক ভাগ আর্জেন্টিনা। রাস্তায় রাস্তায় পতাকা উড়ে, ছাদে ছাদে ব্যানার টাঙানো হয়, ফেসবুকে তর্ক শুরু হয়, অফিসে খোঁচাখুঁচি চলে, বন্ধুদের আড্ডায় হাসি ঠাট্টা জমে ওঠে। কেউ মেসির ছবি দিয়ে প্রোফাইল সাজান, কেউ আবার নেইমার বা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের পোস্টারে ভরিয়ে ফেলেন নিজের টাইমলাইন।

অনেকেই এই বিষয়টিকে গুরুত্বহীন মনে করেন। কেউ কেউ আবার বিরক্তও হন। তাদের প্রশ্ন, বাংলাদেশের সঙ্গে ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার সম্পর্ক কী? এত আবেগ কেন? এত সময় নষ্ট কেন?

কিন্তু বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখারও সুযোগ আছে। বরং বলা যায়, এই উন্মাদনা বাংলাদেশের মতো একটি সমাজের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ইতিবাচক।

আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যখন প্রতিদিনের খবরের বড় অংশজুড়ে থাকে হতাশা, সহিংসতা আর উদ্বেগ। সংবাদ খুললেই কোথাও খুন, কোথাও ধর্ষণ, কোথাও দুর্নীতি, কোথাও প্রতারণা। শিশু থেকে বৃদ্ধ, কেউই যেন অনিরাপত্তার অনুভূতি থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও একই অবস্থা। রাজনৈতিক বিভাজন, ঘৃণা, ব্যক্তিগত আক্রমণ আর নেতিবাচকতা প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা।

এই বাস্তবতায় মানুষ একটু আনন্দ খুঁজবে না?

ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার সমর্থকদের এই বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেই আনন্দেরই একটি জায়গা। এখানে মানুষ নিজের পছন্দের দলকে নিয়ে গর্ব করে, প্রতিপক্ষকে খোঁচা দেয়, আবার ম্যাচ শেষে একসঙ্গেই চা খায়। এই খোঁচাখুঁচির বেশিরভাগটাই বিনোদন। এর ভেতরে রাজনৈতিক শত্রুতা নেই, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই, ক্ষমতার লড়াই নেই।ফিফা গলি

বাংলাদেশের মানুষ খেলাধুলা ভালোবাসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ফুটবলের বিশ্বমঞ্চে আমাদের জাতীয় দলের উপস্থিতি নেই। তাই বিশ্বকাপ বা কোপা আমেরিকা এলে মানুষ নিজেদের আবেগের জন্য একটি দল বেছে নেয়। কেউ ব্রাজিল, কেউ আর্জেন্টিনা। তারপর সেই দলকে ঘিরেই তৈরি হয় গল্প, স্মৃতি, হাসি আর উত্তেজনা।

একবার ভেবে দেখুন, একটি দেশের লাখ লাখ মানুষ একই সময়ে একটি খেলা নিয়ে কথা বলছে। রিকশাচালক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, দোকানদার থেকে করপোরেট কর্মকর্তা, গ্রামের চায়ের দোকান থেকে রাজধানীর কফিশপ, সবাই একই আলোচনায় যুক্ত হচ্ছে। সমাজে এমন মিলনমেলার সুযোগ আর কত জায়গায় তৈরি হয়?

অনেক সময় বলা হয়, অনলাইনে ঝগড়া হচ্ছে। কিন্তু সব ঝগড়া এক রকম নয়। ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনাকে ঘিরে যে তর্ক হয়, তার বড় অংশই রসিকতা আর ঠাট্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ‘তোমাদের কাপ কয়টা?’ কিংবা ‘তোমাদের শেষ ট্রফি কবে?’ এ-জাতীয় কথাগুলো শুনে মানুষ রাগের চেয়ে বেশি হাসে। পরদিন আবার সেই দুই পক্ষ একসঙ্গে ক্লাসে যায়, অফিসে কাজ করে, আড্ডা দেয়।

বরং এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মানসিক চাপ কমাতেও ভূমিকা রাখে। একজন মানুষ সারা দিন চাকরির চাপ, ব্যবসার চিন্তা, পারিবারিক দায়িত্ব বা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকেন। সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে বসে ফুটবল নিয়ে একটু হাসাহাসি করা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মজার একটি পোস্ট দেওয়া বা প্রতিপক্ষকে হালকা খোঁচা দেওয়া তার জন্য এক ধরনের মানসিক মুক্তি।

আমরা প্রায়ই ভুলে যাই, মানুষের জীবনে বিনোদনের প্রয়োজন কতটা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু কাজ, দায়িত্ব আর উদ্বেগ দিয়ে একটি সমাজ সুস্থ থাকতে পারে না। মানুষের হাসারও দরকার আছে। আনন্দ করারও দরকার আছে। এমন কিছু বিষয় দরকার, যা নিয়ে তর্ক হবে কিন্তু সম্পর্ক নষ্ট হবে না।

ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার সমর্থকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেকটা পাড়ার দুই বন্ধুর দাবা খেলার মতো। একজন জিতলে আরেকজনকে খোঁচা দেবে। আবার পরদিন দুজন একসঙ্গেই বসে চা খাবে। এই সংস্কৃতির ভেতরে এক ধরনের সামাজিক উষ্ণতা আছে। *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা কি বাংলাদেশের জ্বালানিসংকট দূর করবে

মোশাহিদা সুলতানা

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগত জ্বালানি সহযোগিতা-সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারকে ১৪ মে স্বাক্ষর করেছে। বলা হয়েছে, এই সমঝোতা স্মারক সাশ্রয়ী মূল্য ও টেকসই সরবরাহব্যবস্থা নিশ্চিত ও জ্বালানি উৎস বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানিনিরাপত্তা জোরদারে ভূমিকা রাখবে।

দুই দেশের মধ্যে তেল, গ্যাস, ভূতাপীয় (জিওথার্মাল) ও জৈব জ্বালানি (বায়োএনার্জি) বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি, জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময় ও গবেষণা সহজ হবে। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে এলএনজি, এলপিজি ও অন্যান্য জ্বালানিপণ্য বাংলাদেশের আমদানির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই জ্বালানিগুলোই কেন কৌশলগত সহযোগিতার জন্য বেছে নেওয়া হলো এবং এর সঙ্গে বাংলাদেশের নিজস্ব টেকসই জ্বালানি ভবিষ্যতের সম্পর্ক কী?

যখন এই সমঝোতা স্বাক্ষরটি হচ্ছে, তার কিছুদিন আগেই, গ্যাস রপ্তানিকারক দেশগুলোর ফোরাম গ্যাস এক্সপোর্টিং কান্ট্রি ফোরাম (জিইসিএফ) একটি প্রতিবেদন (বিশেষজ্ঞ মতামত) প্রকাশ করে। সেখানে বলা হয়েছে, বিশ্ব এলএনজি বাজার এখন কাঠামোগতভাবে ভিন্ন একটি পর্যায়ে প্রবেশ করছে, যা সম্পদের সংকটের কারণে নয়; বরং বাড়তে থাকা মার্জিনাল খরচ ও মূলধন সীমাবদ্ধতার দ্বারা নির্ধারিত। আগামী কয়েক দশকে এলএনজি-বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হবে বলে ধারণা করা হলেও অতিরিক্ত সরবরাহের খরচ বাস্তবে বাড়ছে।

যেখানে বিদ্যমান ও নির্মাণাধীন প্রকল্পগুলোর তরলীকরণ খরচ সাধারণত ৩ ইউএসডি/এমএমবিটিইউর নিচে থাকে, সেখানে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর খরচ ক্রমে ৪ ইউএসডি/এমএমবিটিইউ ছাড়িয়ে যাচ্ছে, যা ৪৫-৫৫ শতাংশ বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ সক্ষমতার মধ্যে ব্যবধান বাড়ছে।

বাংলাদেশের মতো একটি ঘনবসতিপূর্ণ বদ্বীপে যেখানে সৌর ও বায়ুবিদ্যুতের সম্ভাবনা প্রচুর, সেখানে কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বায়োএনার্জি ও জিওথার্মালের ব্যবহারে অধিক গুরুত্ব দেওয়া উদ্বেগই সৃষ্টি করে, স্বস্তি নয়। এমন সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি বরং উল্টো অস্বস্তিকরই।

বলা হচ্ছে, কম খরচে এলএনজি উৎপাদনের উৎসের স্বল্পতা, প্রকল্প জটিলতা বৃদ্ধি, প্রকৌশল ও নির্মাণ ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতি এবং দূরবর্তী, অফশোর ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে সম্প্রসারণএসবই খরচ বাড়ার পেছনে কারণ। ফলে ভবিষ্যতের এলএনজি সরবরাহ আরও ব্যয়বহুল প্রকল্পগুলোর ওপর নির্ভরশীল হবে, যার জন্য উচ্চ মূল্য ও সুরক্ষিত রাজস্বকাঠামো প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ তাঁরা আশঙ্কা করছেন, নতুন এলএনজি সম্ভবত অনেক নীতিনির্ধারকের প্রত্যাশার চেয়েও ব্যয়বহুল হবে।

জিইসিএফের বিশ্লেষণ বাংলাদেশকে একটি সতর্কবার্তা দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি ক্রয়চুক্তি বাংলাদেশকে ব্যয়বহুল এলএনজি আমদানির ওপর নির্ভরশীল করে তুলবে, যা বৈশ্বিক গ্যাসবাজারের অস্থিরতার দিকে আরও বেশি ঠেলে দিতে পারে। তাই প্রশ্ন ওঠে, সমঝোতা স্মারকে এলএনজি ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোকে ‘দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানিনিরাপত্তা’ অর্জনের সাশ্রয়ী পথ হিসেবে উপস্থাপন আসলে কতটুকু যৌক্তিক, যেখানে বাজার নিজেই অর্থনৈতিক ঝুঁকির দিকটি সামনে আনছে?

স্মারকে আরেকটি উদ্বেগজনক দিক হলো সৌর বা বিদ্যুৎ নয়; বরং বায়োএনার্জি ও জিওথার্মালকে এই কৌশলগত সহযোগিতার দুটি প্রধান জ্বালানি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি কমাতে কেমন জ্বালানিকৌশল প্রয়োজন

বায়োএনার্জি তিন ধরনেরগাছের ডাল বা লাকড়ি (বায়োম্যাস) পুড়িয়ে তৈরি তাপ, বর্জ্য থেকে উৎপাদিত বায়োগ্যাস (মিথেন) এবং ভুট্টা বা আখ থেকে উৎপাদিত বায়োডিজেল (ইথানল)। বর্জ্য থেকে উৎপাদিত জ্বালানি বাদ দিলে বায়োএনার্জি সরাসরি বন সুরক্ষা ও খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেজমি ব্যবহারের চাপ বাড়ায়, খাদ্যমূল্য বাড়াতে ভূমিকা রাখে এবং গ্রামীণ জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) সতর্ক করে এসেছে যে বায়োএনার্জির সম্প্রসারণ খাদ্যনিরাপত্তা ও পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে। এই *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

মর্টগেজ

এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই

SMG FUNDING

ডিরেক্ট লেন্ডার

কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না

এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন

ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম

হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা

যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

মানসিক শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে জাপানি যেসব অভ্যাস

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘজীবী মানুষ থাকে জাপানে। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার কারণে তারা দীর্ঘমেয়াদি নানা ধরনের থেকেও দূরে থাকে। শারীরিক-মানসিক শক্তি বাড়াতে তারা বেশ কিছু অভ্যাস মেনে চলেন। যেমন-

নিয়মিত ব্যায়াম করুন: যে কোনো ধরনের শারীরিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকলে আপনার শরীর যেমন ভালো থাকবে, তেমনি মনোবলও বাড়বে।

গ্রিন টি: জাপানিদের একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস হচ্ছে নিয়মিত গ্রিন টি খাওয়া। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ গ্রিন টি মেটাবোলিজম বাড়ায়, হৃদরোগ থেকে দূরে রাখে ও দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি কমায়। যার ফলে তারা শারীরিক-মানসিকভাবে সুষ্থ থাকে।

পর্যাপ্ত ঘুম: পর্যাপ্ত ঘুম খুব শরীর-মনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই অভ্যাস জাপানিদের শরীর-মন ভালো রাখতে সাহায্য করে।

প্রকৃতির সান্নিধ্য : মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকাটাও জরুরি। মানসিকভাবে প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগকে জাপানি ভাষায় বলা হয়“সিনরিন ইয়াকু” একে ফরেস্ট বাথিংও বলা হয়। জাপানিরা বিশ্বাস করে প্রকৃতি তাদের মানসিক চাপ থেকে দূরে রাখতে পারে।

হাইড্রেশন: জাপানি সংস্কৃতিতে হাইড্রেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে তারা দিনে পর্যাপ্ত পানি পান করেন।

কর্ম-জীবনের সম্প্রীতি: একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারা জাপানিদের জন্য খুবই মূল্যবান।

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা: ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী থাকতে সাহায্য করবে। এজন্য তারা নিয়মিত মেডিটেশন, যোগব্যায়াম করে।

সরল জীবনযাত্রা : জাপানিরা জীবনে জটিলতা পছন্দ করে না। তারা সরলভাবে সহজ জীবনযাপন করতে চায়।

সমন্বয় করা: দিনের পরিকল্পনা এবং সবকিছু সে অনুযায়ী সমন্বয় করে চলা জাপানিদের ভালো থাকতে সাহায্য করে।

বদহজমের সমস্যা কমাতে বদলে ফেলুন কিছু অভ্যাস

পরিচয় ডেস্ক: কমবেশি সবারই বদহজমের সমস্যায় আছে। একটু বেশি খেয়ে ফেললে, তেলেভাজা জাতীয় খাবার বা মসলাদার খাবার খাওয়ার অভ্যাস থাকলে হজমের সমস্যা হতেই পারে। অনেকেই বদহজমের সমস্যা মেটাতে নিয়মিত ওষুধ খান। এতে সাময়িক উপশম হলেও সমস্যা থেকেই যায়। কারণ, এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলে প্রথমে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে। না হলে কোনও ভাবেই পেটের রোগ সারবে না। সকালের কিছু অভ্যাস বদলালে বদহজমের সমস্যা কমতে পারে। যেমন-

১. অনেকেরই ঘুম থেকে উঠে চা বা কফি খাওয়ার অভ্যাস আছে। এই অভ্যাস ত্যাগ করুন। এর বদলে দিন শুরু করুন এক গ্লাস পানি খেয়ে। অনেকেই খালি পেটে হালকা গরম পানিতে লেবুর রস দিয়ে খেয়ে থাকেন। পুষ্টিবিদদের মতে, হজমশক্তি বাড়াতে যে কোনও ভাবে পানি খেলেই হয়।

২. সকালের নাশতায় রাখুন ওট্‌স, বার্লি, চিয়া, ফ্ল্যাক্স সিড, কলা, আপেল, বিন্স বা বিভিন্ন রকম দানাশস্য। কারণ, এই সব খাবার অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

৩. অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। কিন্তু অনেকেরই ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার হজম করতে সমস্যা হয়। তাই রাতে নয়, এই ধরনের খাবার খেতে হবে সকালের নাশতায়।

৪. ব্যস্ততা থাকলেও সময় বের করে শরীরচর্চা করতে হবে। কারণ, শরীরচর্চার সঙ্গে বিপাকহারের যোগ রয়েছে। বিপাকহার ভালো হলে তবেই হজম ভালো হবে।

অ্যাসিডিটির সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছেন? ঘরোয়া উপায়ে করুন সমাধান

পরিচয় ডেস্ক: অনেকেরই অ্যাসিডিটি, গ্যাসের সমস্যা আছে। বিশেষ করে অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভাস, অতিরিক্ত জাঙ্ক ফুড খাওয়া এর অন্যতম কারণ। কেউ কেউ গ্যাসের সমস্যা কমাতে নিয়মিত ওষুধ খান। এতে সাময়িকভাবে সমস্যার সমাধান হলেও মূল সমস্যার কোনও সমাধান হয় না। কিছুদিন পর পর একই সমস্যা মাথা দেখা দেয়। গ্যাসের সমস্যা কমাতে আয়ুর্বেদ কিছু পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন। যেমন-

জিরা পানি: প্রত্যেকের রান্না ঘরে জিরা থাকে। জিরা যেমন রান্নার জন্য ভালো তেমন গ্যাসের সমস্যা থেকেও মুক্তি দিতে পারে। প্রথমে এক কাপ পানিতে কিছুটা জিরা নিয়ে সিদ্ধ করে নিন। অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না জিরা অর্ধেক হয়ে যায়। এরপর পানি ছেঁকে নিন এবং একটি পাত্রে রাখুন। প্রতিদিন নিয়ম করে এই জিরা ভেজানো পানি খান। তাহলে গ্যাসের সমস্যা কমে যাবে।

জোয়ানের পানি: পেটের গ্যাস এবং অ্যাসিডিটি দূর করার জন্য প্রতিদিন জোয়ান ভেজানো পানি খেতে পারেন। এটিকে ডিটক্স পানীয় হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন।

বিশ্ব ফ্যাটি লিভার দিবস
নীরব ঘাতক সম্পর্কে সচেতন হই

ডা. বিএম আতিকুজ্জামান

ফ্যাটি লিভার বা যকৃতে চর্বি জমা হওয়া বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বাড়তে থাকা স্বাস্থ্য সমস্যা। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এটি একটি নীরব মহামারির রূপ নিয়েছে। উদ্বেগের বিষয় হলো, অনেক মানুষ বছরের পর বছর ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত থাকলেও কোনো উপসর্গ অনুভব করেন না। ফলে রোগটি ধীরে ধীরে জটিল পর্যায়ে পৌঁছে যায়।
বিশ্ব ফ্যাটি লিভার দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সচেতনতা, সময়মতো রোগ নির্ণয় এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে এই রোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

ফ্যাটি লিভার কী?

যখন যকৃতের কোষে অতিরিক্ত চর্বি জমা হয়, তখন তাকে ফ্যাটি লিভার বলা হয়। সাধারণভাবে যকৃতের ৫ শতাংশের বেশি অংশে চর্বি জমা হলে এটি ফ্যাটি লিভার হিসেবে বিবেচিত হয়।
বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এ রোগকে অনেক ক্ষেত্রে মেটাবলিক ডিসফাংশন-অ্যাসোসিয়েটেড স্টিয়াটোটিক লিভার ডিজিজ (গঅঝখউ) নামে অভিহিত করা হয়। এটি শুধু যকৃতের রোগ নয়, বরং ডায়াবেটিস, স্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

কেন বাড়ছে ফ্যাটি লিভার?

আমাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তনই এর প্রধান কারণ। বিশেষ করে-
অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতা
ডায়াবেটিস
উচ্চ কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড
শারীরিক পরিশ্রমের অভাব
অতিরিক্ত মিষ্টি ও প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণ
কোমরের চারপাশে চর্বি বৃদ্ধি

অনিয়মিত জীবনযাপন

বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিশেষ বিষয় হলো, অনেকেই দেখতে খুব বেশি মোটা না হলেও তাদের শরীরে, বিশেষ করে পেটের চারপাশে, চর্বি জমে থাকে। ফলে স্বাভাবিক ওজনের মানুষও ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত হতে পারেন।

উপসর্গ কী?

ফ্যাটি লিভারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, অধিকাংশ রোগীর কোনো উপসর্গ থাকে না।
তবে কিছু ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে-
সহজে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া
ডান পাশের উপরের পেটে অস্বস্তি
দুর্বলতা
মনোযোগ কমে যাওয়া
অনেক সময় নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা আলট্রাসাউন্ড করার সময় হঠাৎ করেই রোগটি ধরা পড়ে।

রোগ নির্ণয় কীভাবে হয়?

বর্তমানে ফ্যাটি লিভার নির্ণয়ের জন্য কয়েকটি সহজ পদ্ধতি রয়েছে।
রক্ত পরীক্ষা (লিভার এনজাইম)
আলট্রাসাউন্ড
ফাইব্রোস্ক্যান (ঋরনৎড়ঝপধহ)
বিশেষ ক্ষেত্রে এমআরআই বা লিভার বায়োপসি
ফাইব্রোস্ক্যান বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যথাহীন পরীক্ষা, যা লিভারে চর্বি ও ফাইব্রোসিস বা শক্ত হয়ে যাওয়ার মাত্রা নির্ণয় করতে সাহায্য করে।

ফ্যাটি লিভার কি বিপজ্জনক?

অনেকেই মনে করেন ফ্যাটি লিভার একটি সাধারণ সমস্যা। কিন্তু বাস্তবে এটি অবহেলা করলে গুরুতর জটিলতা তৈরি হতে পারে।
কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ফ্যাটি লিভার থেকে-
লিভারে প্রদাহ
ফাইব্রোসিস
সিরোসিস
লিভার ক্যানসার
পর্যন্ত হতে পারে।
এছাড়া ফ্যাটি লিভার আক্রান্ত ব্যক্তিদের হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং কিডনি রোগের ঝুঁকিও বেশি থাকে।

চিকিৎসার মূল ভিত্তি কী?

সুখবর হলো, প্রাথমিক পর্যায়ে ফ্যাটি লিভার অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং কিছু ক্ষেত্রে উল্টে দেওয়াও সম্ভব।
চিকিৎসার মূল ভিত্তি হলো জীবনযাত্রার পরিবর্তন।
১. ওজন কমানো
শরীরের মোট ওজনের ৭১০ শতাংশ কমাতে পারলে লিভারের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হতে পারে।
২. নিয়মিত ব্যায়াম
সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট হাঁটা, সাইকেল চালানো বা

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

হঠাৎই প্যানিক অ্যাটাকে আক্রান্ত হন? নিজেকে সামলাবেন যেভাবে

পরিচয় ডেস্ক: অনেকেরই প্যানিক অ্যাটাকের সমস্যা আছে। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে শরীরের মধ্যে যে অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরি হয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় তাকেই প্যানিক অ্যাটাক বলা হয়।প্যানিক অ্যাটাকে আক্রান্ত হলে ব্যক্তির নানান সমস্যা হয়। তারা প্রায় সব কিছুতেই ভয় পান। ভয় পাওয়ার কিন্তু কোনও কারণ থাকে না। তারপরও তারা ভয় পান। এই সময়ে অনেকেরই হাত পা কাঁপতে থাকে। যারা ঘন ঘন প্যানিক অ্যাটাকে আক্রান্ত হন তাদের বের হতে হলে অবশ্যই কিছু বিষয় মানতে হবে।

প্যানিক অ্যাটাকের লক্ষণ: দ্রুত হার্টবিট বেড়ে যাওয়া, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, প্রচুর পরিমাণে ঘাম হওয়া, বুকে ব্যথা হওয়া, গলা হাত অসাড় হওয়া, হাত-পা নাড়াচারা করতে অসুবিধা হওয়া, মাথা ঘোরা, হাত প্রচণ্ড কাঁপে, যেন মনে হয় মৃত্যু তাকে গ্রাস করছে।

কীভাবে বের হবেন

শ্বাস নিন: গভীরভাবে শ্বাস নিন। প্রথমে শ্বাস খুব জোরে টানুন। তারপর আসতে আসতে সেটি ছাড়ুন। তাহলে দেখবেন আপনার স্নায়ুতন্ত্র আসতে আসতে শান্ত হবে। প্যানিক অ্যাটাক থেকে বের হতে পারবেন। সেই সঙ্গে শরীরও বেশ ভালো লাগবে।

পজেটিভ চিন্তা করুন : প্যানিক অ্যাটাকে আক্রান্ত হবেন মনে হলে ,পজেটিভ চিন্তা করুন। এ সময়ে মনে খারাপ চিন্তা ভাবনা আনবেন না। তাহলে দ্রুত মানসিক চাপ কমতে থাকবে। তাহলে দেখবেন শরীর সুস্থ লাগবে।

কিছু বিষয় ভাবুন : প্যানিক অ্যাটাক থেকে বের হতে মনে মনে ভাবুন চারটি জিনিস আপনি সহজে স্পর্শ করতে পারবেন। তিনটি জিনিস আপনি শুনতে পান। দুটি জিনিস আপনি শুকতে পারবেন। একটি জিনিস আপনি স্বাদ নিতে পারবেন। আপনার মস্তিষ্ককে কাজে লাগান। তাহলেই আসতে আসতে আপনার উপর থেকে ভয় কাটতে থাকবে।

লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ুন: যখন আপনার প্রচণ্ড পরিমাণে ভয় লাগবে, সেই সময়ে বা কোনও কিছু নিয়ে প্রচুর চিন্তা করবেন, সেসময় একদম লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়বেন। হাত পা পুরো ছেড়ে দেবেন। এতে আপনার উদ্বেগ আসতে আসতে কমতে থাকবে। মনে কোন ভয় থাকলেও তা কমে যাবে।

মেডিটেশন করুন: প্যানিক অ্যাটাক থেকে বের হতে মেডিটেশন করুন। নিয়মিত করলে মানসিক চাপকে কমবে। স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করুন। পারলে হাত জোর করে বসে থাকতে পারেন। তাহলে দেখবেন অনেকটা শান্তি লাগবে আপনার। মনের ভয় কমে যাবে।

বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলুন: কোনও কারণে হঠাৎই যদি আপনি প্যানিক অ্যাটাকে আক্রান্ত হন, যে বিষয় নিয়ে আপনি প্যানিক আক্রান্ত হচ্ছেন, সেই বিষয়ে পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলুন। আপনার অসুবিধার কথ াগুলো তাকে জানান। তাহলে দ্রুতই সমস্যা থেকে বের হতে পারবেন।

সকালের নাশতায় যেসব খাবার খাওয়া ঠিক নয়

পরিচয় ডেস্ক: দিনের খাবারের মধ্যে সকালের নাশতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় আপনি যা খাবেন সারাদিন তার একটা প্রতিক্রিয়া থাকে শরীরে। বিশেষজ্ঞদের মতে,এমন কিছু খাবার আছে যেগুলি সকালের নাশতায় খাওয়া মোটেও ঠিক নয়। এসব খাবার খেলে শারীরিক নানা জটিলতা বাড়ে।
সাদা পাউরুটি: সাদা পাউরুটি খুবই নিম্নমানের কার্বোহাইডেট দিয়ে তৈরি করা হয়। নিয়মিত এই খাবার খেলে স্থূলতা, হৃদরোগ বা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে।

মুরগির শাহী কোরমা

পরিচয় ডেস্ক: পোলাওয়ের সঙ্গে কোর্মা হলে জমে বেশ। সেই কোর্মায় যদি যোগ হয় শাহী স্বাদ, তাহলে তো কথাই নেই। অতিথি আপ্যায়নে কিংবা বিশেষ আয়োজনে রাখতে পারেন মুরগির শাহী কোরমা।

তৈরি করতে যা লাগবে: মুরগির মাংস- দেড় কেজি, আদা বাটা- ১ চা চামচ, রসুন বাটা- আধা চা চামচ, লবণ- (স্বাদমতো), পেঁয়াজ বেরেস্তা বাটা- ১ চা চামচ, পোস্তদানা বাটা- ১ চা চামচ, বাদাম বাটা- ১ চা চামচ, কিশমিশ বাটা- আধা চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা- ১ টেবিল চামচ, দুধ- দেড় কাপ, তেজপাতা- ২টি, এলাচি- ৪-৫টি, দারুচিনি- ২ টুকরা, ঘি- ২ টেবিল চামচ, চিনি আধা- চা চামচ,পেঁয়াজ বেরেস্তা- ১ টেবিল চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন: প্রথমে চুলায় কড়াই দিয়ে তাতে ঘি গরম করুন। গরম হলে তাতে একে একে সব মসলা দিয়ে দিন। এবার মসলা কষিয়ে নিন। মসলা কষানো হয়ে গেলে তাতে মাংস দিয়ে দিন। এবার মাংস ভালো করে কষিয়ে নিন। কষানো হলে তাতে দুধ দিয়ে ঢেকে দিন। চুলার আঁচ মিডিয়াম লো করে দিন। প্রয়োজনে সামান্য পানি দিতে পারেন। সেদ্ধ হয়ে গেলে চিনি ও বেরেস্তা দিয়ে নামিয়ে নিন।

কই মাছের দো'পেঁয়াজা

পরিচয় ডেস্ক: বাঙালি খাবারের খুবই সুস্বাদু একটি পদ কই মাছের দোপেয়াজা।

উপকরণ: কই মাছ -১০ টি, পিঁয়াজ -৮ টি (কুচি করে কাটা), রসুন -১ টি (কুচি করে কাটা), আদা বাটা -১/৩ চা চামচ, জিরা বাটা -১/৩ চা চামচ, হলুদ গুড়া -১/৩ চা চামচ, মরিচ গুড়া -১ চা চামচ, মরিচ গুড়া -১/২ চা চামচ (মাছ ভাজার জন্য), হলুদ গুড়া -১/৩ চা চামচ (মাছ ভাজার জন্য), কাঁচা মরিচ ফালি করা- ৪টি, লবণ ও তেল পরিমাণ মত।

পদ্ধতি: প্রথমেই মাছ পরিষ্কার করে নিন। এবার পরিষ্কার করা মাছে লবণ, হলুদ ও মরিচের গুড়া দিয়ে মাখিয়ে নিন। কড়াই-এ প্রয়োজনমত তেল ঢেলে গরম করতে দিন। তেল গরম হয়ে এলে একে মাছগুলো ভালো করে ভেজে নিন মাছ ভাজার পর অন্যান্য উপকরণগুলো ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার তাতে সামান্য পানি এবং মাছ দিয়ে ঢেকে দিন। পানি শুকিয়ে গেলে নামিয়ে নিন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

কড়াই চিকেন

পরিচয় ডেস্ক: মুরগির মাংস দিয়ে তৈরি নানা সুস্বাদু খাবার অনেকেরই পছন্দের। এটি শিশুরাও খেতে বেশ পছন্দ করে। নানা আয়োজনে মুরগির মাংস দিয়ে তৈরি খাবার প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তেমনই একটি জিভে জল আনা পদ হলো কড়াই চিকেন। এটি খাওয়া যায় রুটি, পরোটা, খিচুড়ি, গরম ভাত কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গে। উৎসবে কিংবা অতিথি আপ্যায়নে রাখতে পারেন কড়াই চিকেন।

তৈরি করতে যা লাগবে:মুরগি- ১ টি, লেবুর রস- ১ চা চামচ, টক দই- ২-৩ টেবিল চামচ, মিষ্টি দই- ১ টেবিল চামচ, পেয়াজ কুচি- আধা কাপ, আদা, রসুন ও, পেয়াজ বাটা- ১ টেবিল চামচ করে, জিরা ও ধনিয়া গুঁড়া- আধা চা চামচ করে, গরম মশলা ও এলাচ বাটা- ১/২ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া- পরিমাণমতো, বাদাম বাটা- ১ টেবিল চামচ, টমেটো সস- ২ টেবিল চামচ, হলুদ- সামান্য, তেল- পরিমাণমতো, ঘি- ২ টেবিল চামচ, লবণ- পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন: প্রথমে মুরগির মাংস টুকরা করে ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। এরপর তাতে হলুদ, লবণ ও লেবুর রস মাখিয়ে রেখে দিন আধা ঘণ্টার মতো। একটি কড়াইয়ে তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচির অর্ধেকটা বেরেস্তা করে রাখুন। বেরেস্তা তুলে নিয়ে তেলে বাকি পেঁয়াজ দিয়ে দিন। এরপর তাতে মুরগির মাংস দিয়ে দিয়ে কিছু সময় ভাজুন। হালকা বাদামি হয়ে এলে মশলাগুলো দিয়ে দিন।

কিছুক্ষণ কষানোর পরে সেদ্ধ করার জন্য সামান্য পানি দিন। সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে বাদাম বাটা ও দই দিয়ে ঢেকে দিন। ভালোভাবে সেদ্ধ হলে তাতে টমেটো সস ও ঘি মিশিয়ে দিন। চাইলে উপরে সামান্য চাট মশলা ছিটিয়ে দিতে পারেন।

চিংড়ি খিচুড়ি

পরিচয় ডেস্ক: চিংড়ি দিয়ে পোলাও কিংবা বিরিয়ানি রান্না করে খেয়েছেন নিশ্চয়ই? তেমনই একটি সুস্বাদু পদ হতে পারে চিংড়ি খিচুড়ি। ঝটপট সুস্বাদু কিছা রান্না করতে চাইলে বেছে নিতে পারেন এই পদ। বৃষ্টির দিনের দুপুরে, অতিথি আপ্যায়নে এমনকী শিশুর টিফিনেও রাখতে পারেন চিংড়ি খিচুড়ি। এর রান্নার প্রক্রিয়াও বেশ সহজ।

তৈরি করতে যা লাগবে: চিংড়ি- আধা কেজি, পোলাওর চাল- ২ কাপ, মসুর ডাল- আধা কাপ, মুগ ডাল- ১ কাপ, তেল- পরিমাণমতো, ডিম- ১টি, আদা বাটা- ২ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া- ২ টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া- ২ টেবিল চামচ, লবণ- পরিমাণমতো, পানি- পরিমাণমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন: চিংড়ি কেটে ধুয়ে নিতে হবে। এবার তাতে আদা বাটা, হলুদ, মরিচ গুঁড়া, লবণ ও ডিমের সাদা অংশ দিয়ে মাখিয়ে মেরিনেট করে নিন। চুলায় তেল দিয়ে তাতে মেরিনেট করা চিংড়িগুলো ভাজুন। আরেকটি পাত্রে তেল দিয়ে ডাল চাল মিশিয়ে ভেজে তাতে পরিমাণ মতো পানি দিন। এরপর লবণ ও বেরেস্তা ছেড়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিন। আধা সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে ভাজা চিংড়িগুলো ছেড়ে দমে ঢেকে রাখুন। দু-তিনটি মরিচ ফালি ছেড়ে দিন। চুলা বন্ধ করে আরও পাঁচ মিনিট ঢাকনা দিয়ে রাখুন। এরপর নামিয়ে পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

Jamaica:
168-41 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9100
718-657-1000

GHOROA RESTAURANT
the taste of home
www.ghoroa.com ghoroafoodsinc@gmail.com

Brooklyn:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel:718-438-6001
718-438-6002

KHAN'S TUTORIAL

Bengali New Year Sale Extended!

Save Up To $200 OFF
Our Signature Programs

Every program. One offer. Limited time.

Grades 3-6

Summer Enrichment Camp

ELA & Math
May to November 2026

50% OFF
5 Months + 1 Month FREE

Grade 7

SHSAT Prep

Stuyvesant | Bronx Science
Brooklyn Tech

$300 OFF
Khan's Signature SHSAT Prep

Grades 8-10

Regents Prep

Earth Science | Chemistry | Physics
Algebra I | Geometry | Algebra II

20% OFF
+ FREE Regents Classes

All HS Students

SAT Prep

Saturday 10 AM to 2 PM
Now to June 27

$200 OFF
Khan's Signature SAT Prep

Visit Any Khan's Location Near You

Jackson Heights
37th Ave & 74th St

Jamaica
Wexford Terr & 177th St

Brooklyn
Church Ave & Dahill Rd

Bronx
Castle Hill & Starling Ave

Astoria
Crescent St & 30th Ave

Ozone Park
101 Ave & 86th St

Bellerose-LI
Hillside Ave & 258th St

Hillside-Parsons
161 St & Hillside Ave

Digital - Online
Available Everywhere

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

IN PARTNERSHIP WITH

COMMUNITY PARTNERS

Jamaica Bangladesh Friends Society, Inc.

Elhaam Academy

Thikana Newspaper

Bengalis of New York

INTERESTED IN BEING A VENDOR OR A VOLUNTEER?

BHALO

2026 BHALO MELA

Friday, June 19th | Starting 3:00 PM
Hillside Avenue / 173rd St. to 175th St.
Follow @bhaloinc for updates

FRIDAY, JUNE 19

HILLSIDE AVENUE / 173rd St, Jamaica, NY 11432

(718) 218-5169
info@bhalo.org
bhalo.org
@bhaloinc

Special thanks to NYPD Community Affairs.

বিশ্বকাপে নেই নিজেদের দল, তবুও

১০ পৃষ্ঠার পর

দেশের প্রতিও মানুষের আগ্রহ দেখা যায়। ৭২ বছর বয়সী আমজাদ হোসেন এ সপ্তাহে শিরোনামে এসেছেন নিজের জমির একটি অংশ বিক্রি করে সাড়ে সাত কিলোমিটার দীর্ঘ জার্মানির পতাকা তৈরি করার মাধ্যমে। দৈনিক প্রথম আলো জানিয়েছে, আমজাদের স্বপ্ন হলো এই বিশাল পতাকাটি জার্মানির কোনো জাদুঘরে স্থান পাবে।

এদিকে ২৮ বছর পর প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাওয়া নরওয়ে বাংলাদেশের এই ফুটবল উন্মাদনাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। দেশটি বাংলাদেশি সমর্থকদের তাদের দল ‘ভাইকিংস’দের সমর্থন দেওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে অনুরোধ জানিয়েছে। নরওয়েজিয়ান দূতাবাস সমর্থকদের কাছে করা আবেদনে দুই দেশের গভীর সম্পর্কের কথা তুলে ধরে উল্লেখ করেছে যে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম দেশগুলোর অন্যতম ছিল নরওয়ে। একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দূতাবাস জিজ্ঞেস করেছে, “কী বলো বাংলাদেশ?”। সেখানে তারা আরও যোগ করেছে, “এখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলের পাশে দাঁড়ানোর সময়! সময় একসাথে বড় স্বপ্ন দেখার।”

এবারের বিশ্বকাপই হতে যাচ্ছে প্রথম আসর যেখানে ৪৮টি দল অংশ নিচ্ছে এবং ১৯ জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় রেকর্ড ১০৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

ফুটবলের প্রতি বাংলাদেশের এই ভালোবাসার স্বীকৃতি ২০২২ সালে ফিফা এবং আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের কাছ থেকেও মিলেছে। নিজ দেশ থেকে প্রায় ১৭ হাজার কিলোমিটার দূরের একটি জাতির কাছ থেকে পাওয়া এমন সমর্থন তাদের অভিভূত করেছিল। আর আর্জেন্টিনার প্রতি এই ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনা।

ফুটবল খেলাটি ১৯ শতকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা অবিভক্ত ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলকাতায় প্রবর্তন করেছিল। ৬০ ও ৭০-এর দশকে যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল, তখন হতোদ্যম যুবসমাজ আশা ও নায়কদের খুঁজছিল। সেই সময়ে তরুণরা ব্রাজিলের মধ্যে সেই অনুপ্রেরণা খুঁজে পায়, যারা ছিল সেই প্রজন্মের সেরা দল। পেলে হয়ে ওঠেন এদেশের প্রিয় ব্যক্তিত্ব, যিনি বাংলাদেশে কয়েক প্রজন্মের ফুটবলারদের অনুপ্রাণিত করেছেন।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে টেলিভিশনের মালিকানা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই ক্রিকেট পাগল দেশে ফুটবলের জনপ্রিয়তা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

অনেক বাংলাদেশির কাছে ১৯৮৬ বিশ্বকাপ ছিল রঙিন পর্দায় দেখা বিশ্বকাপের প্রথম ঝলক। সেই বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যারাডোনার আইকনিক গোলগুলো নিছক ফুটবলের গণ্ডি ছাড়িয়ে এক সময়ের ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে একটি প্রতীকী বিজয় হিসেবে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে যায়।

তরুণ ভক্তদের কাছে ম্যারাডোনার রেখে যাওয়া সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছেন আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি, আর ব্রাজিল সমর্থকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন নেইমার।

তবে এই উন্মাদনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগেও সহিংস রূপ নিয়েছে, এমনকি তা প্রাণঘাতীও প্রমাণিত হয়েছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ২০২২ সালের বিশ্বকাপে সমর্থকদের সংঘর্ষে ২৩ জন মারা গেছেন। ২০১৪ সালে বৈদ্যুতিক তারে পতাকা টানাতে গিয়ে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল বলে ‘টাইমস’ ম্যাগাজিন জানিয়েছে। ২০১৮ সালে ব্রাজিলের পতাকা টানাতে গিয়ে ১২ বছর বয়সী এক কিশোর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় এবং সমর্থকদের পাল্টাপাল্টি মিছিলের সময় সংঘর্ষে এক ব্যক্তি ও তার ছেলে গুরুতর আহত হন।

ফুটবলে সমর্থনের বাইরে:

১২ পৃষ্ঠার পর

ফুটবল পাগল এক দেশ। এ দেশের মানুষের দৈনন্দিন নীতি নির্ধারণী আলোচনায় অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার প্রভাব থাকলেও ফুটবল আবেগের জায়গায় তারা ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার মধ্যে বিভক্ত।

কিন্তু স্লোগান, জার্সি আর বাড়তে থাকা এই উন্মাদনার মাঝে একটি প্রশ্ন নিরবেই উঁকি দেয়; বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যের এই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জয়ী কে-ব্রাজিল না আর্জেন্টিনা?

পরিসংখ্যান বলছে, বাণিজ্যের এই দৌড়ে পরিষ্কার ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে ব্রাজিল। আর্জেন্টিনা থেকে বাংলাদেশ যতটুকু পণ্য আমদানি করে, ব্রাজিল থেকে করে তার প্রায় তিনগুণ। আর রপ্তানির ক্ষেত্রে চিত্রটি আরও বড়; আর্জেন্টিনার তুলনায় ব্রাজিলে প্রায় আটগুণ বেশি পণ্য পাঠায় বাংলাদেশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্রাজিল থেকে ২.৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য কিনেছে বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে ব্রাজিল বাংলাদেশের ষষ্ঠ বৃহত্তম আমদানি উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার মোট আমদানিতে (৬৭.৩৩ বিলিয়ন ডলার) অংশীদারিত্ব ছিল ৩.৯০%। বাংলাদেশ মূলত ব্রাজিল থেকে অপরিশোধিত চিনি, তুলা, সয়াবিন এবং শস্য আমদানি করেছে, যা এদেশের পোশাক শিল্প ও খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল।

ব্রাজিলের এই বাণিজ্যিক আধিপত্যের কারণ মূলত দেশটির বিশাল অর্থনৈতিক শক্তি। কেবল ফুটবল পরাশক্তিই নয়, এটি বর্তমানে বিশ্বের ১১তম বৃহত্তম অর্থনীতি। লন্ডনের ‘সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ’ প্রকাশিত ‘ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল ২০২৬’ অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ব্রাজিলের জিডিপি ছিল প্রায় ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, বিশ্বের ২৫তম বৃহত্তম অর্থনীতি আর্জেন্টিনা বাংলাদেশের আমদানি মানচিত্রে বেশ পিছিয়ে রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশটি বাংলাদেশের ১৭তম বৃহত্তম আমদানি উৎস ছিল, যেখান থেকে আমদানি হয়েছে ৭৮৫ মিলিয়ন ডলারের পণ্য (অংশীদারিত্ব ১.২০ শতাংশ)।

আশ্চর্য সুন্দর গোলের লড়াই দুই

১১ পৃষ্ঠার পর

দুই প্রজন্মের দুই অসাধারণ এই ফুটবলারের মধ্যে গোলের এক দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে গত বিশ্বকাপ থেকেই। একজন এক গোল করলে অপরজন দুই গোল করে পাল্টা জবাব দিচ্ছেন। এই বিশ্বকাপেও সেই ধারা অব্যাহত থাকবে সেটি অনেকটা অনুমিতই ছিল। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপ মেসি শুরু করেছিলেন ১৩ গোল নিয়ে, এমবাপের দখলে ছিল ১২ গোল। আজ সে সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়েছেন দুজনেই।

১৭ জুনের ম্যাচেই দেখুন না, সেনেগালের বিপক্ষে যখন দিশা খুঁজে পাচ্ছিল না ফ্রান্সের শক্তিশালী আক্রমণভাগ, ত্রাতা হয়ে এসেছেন সেই এমবাপেই। করেছেন জোড়া গোল, পেরিয়ে গেছিলেন বিশ্বকাপে মেসির ১৩ গোল। অনুজ এমবাপেকে আবার পেছনে ফেলতে মেসি সময় নিয়েছেন মাত্র ঘণ্টা ছয়েক। যেন বার্তা দিতে চাইলেন, ‘বুড়ো’ হলেও এখনো লিওনেল মেসিকে টেক্কা দেয়া এত সহজ কাজ নয়!

এই নিয়ে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলছেন মেসি। তবে গোল করতে পেরেছেন পাঁচটি আসরে। মাঝে ২০১০ বিশ্বকাপ বাদ দিলে ২০০৬ থেকে ২০২৬-সব বিশ্বকাপেই গোলের দেখা পেয়েছেন। জার্মানিতে ২০০৬ সালে নিজের প্রথম বিশ্বকাপে বদলি হিসেবে করেছিলেন ১টি গোল, সবাইকে জানিয়েছিলেন নিজের আগমনীবার্তা। আশ্চর্যজনকভাবে বিশ্বের সেরা ফুটবলার হিসেবে ২০১০ বিশ্বকাপে গেলেও সেবার ম্যারাডোনার অধীনে করতে পারেননি কোনো গোল।

স্বপ্নভঙ্গের ব্রাজিল বিশ্বকাপে করেছিলেন ৪ গোল, ২০১৮ এর রাশিয়া বিশ্বকাপে আবার মাত্র ১ গোল। তবে সব পাওয়ার টুর্নামেন্ট কাতার বিশ্বকাপে মেসি কাটিয়েছেন স্বর্ণালী সময়। ফাইনালে জোড়া গোল সহ মোট ৭ গোল করেছিলেন সেবার, এখন পর্যন্ত এক আসরে তাঁর সর্বোচ্চ। আর এই বিশ্বকাপ তো শুরুই করলেন ৩ গোল দিয়ে। এরই মধ্যে বিশ্বকাপ জিতে ফেলা নির্ভার মেসি কাতার বিশ্বকাপের গোলসংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারেন কি না এবার, দেখার বিষয় সেটিই।

তবে এমবাপে যে গতিতে ছুটছেন, অস্বাভাবিক কিছু না হলে মেসি-ক্লোসার এই রেকর্ড ফ্রেঞ্চ তারকার পায়ে লুটাবে এটি একরকম নিশ্চিতই বলা চলে। এটি মাত্র তৃতীয় বিশ্বকাপ এমবাপের, এর মধ্যেই বিশ্বকাপের সবচেয়ে বেশি গোলদাতার তালিকায় তাঁর অবস্থান যুগ্মভাবে চতুর্থ!

২০১৮ সালে যেবার পুরো বিশ্ব চিনলো কিলিয়ান এমবাপে নামক এক বিস্ময়বালককে, সেবারই চার গোল করে ফেলেছিলেন তিনি। পেলের পর দ্বিতীয় টিনেজার হিসেবে বিশ্বকাপ ফাইনালে গোল করেছিলেন। আর কাতার বিশ্বকাপে তো রীতিমতো গোলবন্যায় ভাসিয়েছেন প্রতিপক্ষদের। মেসির সাথে পাল্লা দিয়ে গোল করেছেন, টুর্নামেন্ট শেষ করেছিলেন সর্বোচ্চ ৮ গোল নিয়ে। এর মধ্যে ফাইনালে হ্যাটট্রিক করে তো ইতিহাসেরই অংশ হয়ে গেছেন। মাত্র দুই বিশ্বকাপে এমবাপের তখন ১২ গোল!

গত আসর যেখানে শেষ করেছিলেন, এবারও যেন সেখান থেকেই শুরু করেছেন এই ফরাসি তারকা। সেনেগালের বিপক্ষে দুই গোলে এমবাপে এখন আছেন ১৪ গোলে। মেসির এটিই শেষ বিশ্বকাপ, অপ্রত্যাশিত কিছু না ঘটলে ২৭ বছর বয়সী এমবাপের সামনে রয়েছে আরও একাধিক বিশ্বকাপ খেলার হাতছানি। মেসির রেকর্ড যে খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে না, কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে এই ঘোষণা বোধহয় দিয়েই ফেলা যায়!

সাময়িকভাবে মেসিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার রাতে আরেকটি গৌরবের মুকুট যুক্ত হয়েছে এমবাপের পালকে। অলিভিয়ের জিরুকে ছাড়িয়ে ৫৮ গোল নিয়ে ফ্রান্স জাতীয় দলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতাও এখন এমবাপে।

ক্যাশলেস প্রচারণার পরও দেশে

১২ পৃষ্ঠার পর

বাড়ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৫ সালে দেশে মোট লেনদেন হয়েছে ৩১১ লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে নগদে লেনদেন হয়েছে ২০৯ লাখ কোটি টাকা এবং ডিজিটাল মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে ১০২ লাখ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, আরটিজিএস, এনপিএসবি, বাংলা কিউআর, ইন্টারনেট ব্যাংকিং ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে যে লেনদেন সম্পন্ন হয়, সেগুলোকে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের আওতায় ধরা হয়।

অন্যদিকে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা ব্যাংকের এটিএম বুথের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন কিংবা জমা দেওয়া-অর্থাৎ যেখানে নগদ টাকার ব্যবহার রয়েছে-সেগুলোকে নন-ডিজিটাল বা নগদ লেনদেন হিসেবে ধরা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওই কর্মকর্তা টিবিএসকে বলেন, “এমএফএস কিংবা ব্যাংকের বুথ-যেখান থেকেই টাকা উত্তোলন বা জমা দেওয়া হোক না কেন, তা নগদ লেনদেন হিসেবে ধরা হয়। অর্থাৎ লেনদেন যখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মধ্যে থাকে, তখন সেটি ডিজিটাল ট্রানজেকশন; আর সেখানে নগদ টাকার ব্যবহার হলেই তা নগদ বা নন-ডিজিটাল লেনদেন।

অনানুষ্ঠানিক খাত ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ার লক্ষ্যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, ডিজিটাল ব্যাংকিং, কিউআর পেমেন্টসহ বিভিন্ন ব্যবস্থার বিস্তার ঘটেছে। তবুও অধিকাংশ লেনদেন এখনো নগদে হয়। এর পেছনে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব এবং করের আওতা এড়ানোর প্রবণতা বড় কারণ হিসেবে কাজ করছে।

তাদের মতে, দেশে অনানুষ্ঠানিক খাতে যে পরিমাণ লেনদেন হয়, তার বড় একটি অংশ এখনো ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে রয়েছে। অনেক ব্যবসা ও লেনদেন আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার বাইরে পরিচালিত হওয়ায় এসব ক্ষেত্রে নগদ অর্থ ব্যবহারকে বেশি সুবিধাজনক মনে করা হয়।

যদিও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের প্রসার হয়েছে, তবুও স্মার্টফোন, ইন্টারনেট সংযোগ ও ডিজিটাল দক্ষতা সবার সমান নয়। অনেক দোকান, হাট-বাজার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর কাছে ডিজিটাল পেমেন্ট গ্রহণের অবকাঠামো নেই; আবার অনেকেই তা ব্যবহার করতে আগ্রহী নন। এ ছাড়া ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে সব আয় দৃশ্যমান হয়ে যাওয়ায় কর-সংক্রান্ত কারণে কিছু ব্যবসায়ী নগদে লেনদেন পছন্দ করেন।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের (এমটিবি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, দেশের অনানুষ্ঠানিক খাত ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে রয়েছে। অর্থনীতির অনেক বড় অংশে এখনো নগদে লেনদেন হয়। তাদের এখনো ব্যাংকিং চ্যানেলের মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, “দেশের বেশিরভাগ নগদ লেনদেন অনানুষ্ঠানিক খাতে হয়। এই খাতগুলোকে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার আওতায় না আনলে ক্যাশলেস সমাজ গড়া কঠিন।

তিনি বলেন, পরিবহন খাত, কৃষি, খুচরা ও পাইকারি খাতে অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করছে, তবে তারা ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে। তারা অন্তর্ভুক্ত হতেও চায় না। কারণ এই চ্যানেলের মধ্যে এলে করের আওতায় পড়তে হবে।

পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব

ব্যাংকাররা বলছেন, পর্যাপ্ত অবকাঠামো সবার কাছে না থাকায় নগদে লেনদেন বেশি হচ্ছে। সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, “দেশের মানুষ এখনো নগদ টাকায় লেনদেন বেশি করছে। ডিজিটাল পেমেন্ট কম হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে অবকাঠামো। না হলে কোনো না কোনো পর্যায়ে গিয়ে নগদে লেনদেন করতে হচ্ছে।

তিনি বলেন, সবার কাছে ডিজিটাল পেমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় ডিভাইস না থাকলে এ ধরনের লেনদেন করা সম্ভব নয়। আবার মানুষের মধ্যে ডিজিটাল পেমেন্টে অভ্যস্ত হওয়ার বিষয়টিও রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল লেনদেনে সবাইকে অভ্যস্ত করতে হলে শুধু নীতি প্রণয়ন করলেই হবে না; মানুষ যাতে ডিজিটালি লেনদেন করে, সে জন্য ব্যবস্থাটিকে আরও সহজ করতে হবে।

এনআরবিসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ড. মো. তৌহিদুল আলম খান বলেন, সীমিত ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন ব্যবহারকারীদের জন্য ডিজিটাল সেবা সহজ করার পাশাপাশি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ব্যাংকগুলোর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

১ জুলাই থেকে বাংলাদেশে নতুন

১২ পৃষ্ঠার পর

এককভাবে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি।

বাজেট বক্তব্যে সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রতি সায় দিয়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, সরকারি কর্মচারীরা বিগত প্রায় ১১ বছর যাবত একই বেতন কাঠামোতে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে মূল্যস্ফীতিজনিত কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা সরকারি কর্মচারিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সহায়তার জন্য নতুন বেতন কাঠামো তথা নবম জাতীয় পে স্কেল আগামী ১ জুলাই থেকে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করার ঘোষণা দিচ্ছি।

তিনি আরও যোগ করেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অবকাঠামোগত বৈষম্য কমিয়ে সমতাভিত্তিক সুষম উন্নয়নে বহুমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার। অর্থমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর এটি নিশ্চিত যে, সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো আগামী মাস থেকেই কার্যকর হতে যাচ্ছে।

নতুন বেতন কাঠামোতে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ গ্রেডের মূল বেতনের মধ্যে ১:৮ অনুপাতে পার্থক্য রাখা হয়েছে। বর্তমানে যা ১:৯.০৭৬। এর আগের বেতনকাঠামোতেও একই অনুপাত রেখেছিল কমিশনগুলো।

এছাড়া সব পর্যায়ে দ্বিগুণ থেকে আড়াইগুণের মতো মূল বেতন বাড়ানো হয়েছে নতুন বেতনকাঠামোতে। এর ফলে সর্বনিম্ন গ্রেডে বাড়ি ভাড়াসহ মূল বেতনের সঙ্গে সব ভাতা যোগ করে দাঁড়াবে ৪১ হাজার ৯০৮ টাকা।

গ্রেড ১: ৭৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা।
গ্রেড ২: ৬৬ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ ৩২ হাজার টাকা।
গ্রেড ৩: ৫৬ হাজার ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ ১৩ হাজার টাকা।
গ্রেড ৪: ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ টাকা।
গ্রেড ৫: ৪৩ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮৬ হাজার টাকা।
গ্রেড ৬: ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭১ হাজার টাকা।
গ্রেড ৭: ২৯ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫৮ হাজার টাকা।
গ্রেড ৮: ২৩ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪৭ হাজার ২০০ টাকা।
গ্রেড ৯: ২২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪৫ হাজার ১০০ টাকা।
গ্রেড ১০: ১৬ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩২ হাজার টাকা।
গ্রেড ১১: ১২ হাজার ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা।
গ্রেড ১২: ১১ হাজার ৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৪ হাজার ৩০০ টাকা।
গ্রেড ১৩: ১১ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৪ হাজার টাকা।
গ্রেড ১৪: ১০ হাজার ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৩ হাজার ৫০০ টাকা।
গ্রেড ১৫: ৯ হাজার ৭০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২২ হাজার ৮০০ টাকা।
গ্রেড ১৬: ৯ হাজার ৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২১ হাজার ৯০০ টাকা।
গ্রেড ১৭: ৯ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২১ হাজার ৪০০ টাকা।
গ্রেড ১৮: ৮ হাজার ৮০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২১ হাজার টাকা।
গ্রেড ১৯: ৮ হাজার ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার ৫০০ টাকা।
গ্রেড ২০: ৮ হাজার ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা।

অভিবাসী কমাতে নজিরবিহীন পরিকল্পনা

১৪ পৃষ্ঠার পর

কোটির বেশি হতে দেওয়া হবে কি না। সরাসরি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে সুইজারল্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত বিষয়ে নিয়মিত গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

প্রস্তাবটির পক্ষে রয়েছে ডানপন্থী ও জনতাবাদী সুইস পিপলস পার্টি, যা বর্তমানে দেশটির পার্লামেন্টের বৃহত্তম দল। দলটি বহু বছর ধরে অভিবাসনবিরোধী অবস্থান নিয়ে রাজনীতি করে আসছে। সাম্প্রতিক জনমত জরিপে দেখা গেছে, ভোটের ফলাফল হাড্ডাহাড্ডি হতে পারে।

প্রস্তাবের সমর্থকদের দাবি, প্রতিবেশী ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষের আগমনে সুইজারল্যান্ডের অবকাঠামো, আবাসন ব্যবস্থা, সামাজিক সেবা, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীবনযাত্রার ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে সমালোচকদের মতে, এ ধরনের পদক্ষেপ দেশটির জন্য আত্মঘাতী হতে পারে। তাদের যুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক খাত, ওষুধশিল্প এবং প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিদেশি কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের ওপর সুইজারল্যান্ড ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ফেডারেল সরকার ও পার্লামেন্ট উভয়ই প্রস্তাবটির বিরোধিতা করছে। দেশটির ব্যবসায়ী সংগঠন ইকোনোমিসুইস এক্সে অযৌক্তিক প্রস্তাব আখ্যা দিয়ে বলেছে, এটি সুইজারল্যান্ডের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধিকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে।

তবে সুইস পিপলস পার্টির আইনপ্রণেতা বার্নার্ড বাপস্ট দাবি করেন, উন্মুক্ত সীমান্ত নীতি চালুর পর থেকে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ বেড়েছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট হচ্ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০০২ সালে সুইজারল্যান্ড এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের নাগরিকদের সীমান্ত পেরিয়ে বসবাস ও কাজ করার বিধিনিষেধ শিথিল করার পর থেকে সুইজারল্যান্ডের জনসংখ্যা ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে গত বছরের শেষ নাগাদ ৯১ লাখে (৯.১ মিলিয়ন) দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে দেশটির অর্থনৈতিক উৎপাদনও ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তর সুইজারল্যান্ডের সেন্ট গ্যালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক রেটো ফেলমি বলেন, আমরা মূলত নিজেদের সাফল্যেরই শিকার।

গণভোটে হ্যাঁ ভোট জিতলে সরকারকে ২০৫০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ১ কোটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। এর আগেই জনসংখ্যা ৯৫ লাখে পৌঁছে গেলে আশ্রয়প্রার্থী গ্রহণ, পরিবার পুনর্মিলন কর্মসূচি এবং আবাসিক অনুমতিপত্রের ওপর নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করতে হতে পারে। এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মানুষের অবাধ চলাচলসংক্রান্ত চুক্তিও বাতিলের পথে যেতে পারে।

বিশ্লেষকদের মতে, প্রস্তাবটি দীর্ঘমেয়াদি হওয়ায় তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক বা জনসংখ্যাগত প্রভাব সীমিত থাকবে। তবে জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যাপক রেনে শভোকের মতে, এটি অনুমোদিত হলে ব্রাসেলসের সঙ্গে সুইজারল্যান্ডের সম্পর্কের অবনতি হতে পারে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও অনিশ্চয়তা তৈরি হবে।

ধর্ষকের প্রাণদণ্ড বহালে পাকিস্তানের

১৪ পৃষ্ঠার পর

করা আপিল খারিজ করে দিয়ে একটি সন্ত্রাসবিরোধী আদালতের দেওয়া পূর্ববর্তী সব সাজা বহাল রাখেন। এই মামলার সূত্রপাত ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে, যখন লাহোর-শিয়ালকোট মোটরওয়েতে সন্তানদের নিয়ে ভ্রমণকালে এক ফরাসি নারী নির্মম হামলার শিকার হন।

মাঝপথে তাঁর গাড়িটি বিকল হয়ে যাওয়ার পর সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা মাঠের মধ্যে তাঁর ওপর চড়াও হয়ে এই নৃশংসতা চালায়। ঘটনাটি পুরো পাকিস্তানজুড়ে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয় এবং এর ফলে দেশটির নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলোর কার্যকারিতা নতুন করে কঠোর সমালোচনার মুখে পড়ে।

লাহোর হাইকোর্ট ধর্ষণের অপরাধে ওই দুই আসামিকে দেওয়া মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছে। এর পাশাপাশি ডাকাতি, অপহরণ ও অন্যান্য অপরাধের দায়ে নিম্ন আদালতের দেওয়া কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডসহ বাকি সমস্ত সাজাও বহাল রাখা হয়েছে।

আপিল শুনানির সময় আসামিপক্ষের আইনজীবীরা যুক্তি দেখান যে, মামলার প্রকৃত তথ্য-প্রমাণ ও ঘটনা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে নিম্ন আদালত। তাই তারা আসামিদের দণ্ড বাতিলের আবেদন জানান।

অন্যদিকে, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (প্রসিকিউটর) রাহিলা শাহিদ এই আপিলের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, নিম্ন আদালতের মূল রায়টি অত্যন্ত শক্তিশালী তথ্য-প্রমাণ ও আইনি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা সম্পূর্ণ আইনসম্মত ছিল।

আদালত শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তির সঙ্গে একমত পোষণ করে আসামিদের আপিল খারিজ করে দেন।

পাঞ্জাবের প্রসিকিউটর জেনারেল ফরহাদ আলী শাহ বলেন, এই মামলাটি ছিল পাকিস্তানের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার জন্য একটি বড় পরীক্ষা।

আসামিদের অপরাধ প্রমাণ ও সাজা নিশ্চিত করার পেছনে তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের অনবদ্য ভূমিকার জন্য তিনি তাঁদের কৃতিত্ব দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের তথ্য অনুযায়ী, এই মামলার তদন্ত প্রক্রিয়াটি মূলত ভুক্তভোগী নারী কর্তৃক আসামিদের শনাক্তকরণ, অপরাধস্থলের ডিএনএ নমুনার সাথে এক আসামির সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ এবং মোবাইল ফোনের কল রেকর্ডের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়, যা তদন্তকারীদের দ্বিতীয় আসামিকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করে।

২০২০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর লাহোরের গুজ্জরপুরা থানায় এই ঘটনায় একটি এজাহার দায়ের করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২১ সালের মার্চ মাসে একটি সন্ত্রাসবিরোধী আদালত ধর্ষণের দায়ে ওই দুই আসামিকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন।

মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি ডাকাতির অপরাধে আদালত উভয় আসামিকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং আড়াই লাখ রুপি করে জরিমানা করেন।

এছাড়া ভুক্তভোগীর সন্তানদের অপহরণের দায়ে আসামিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ওই নারীর গাড়ি ভাঙচুরের অপরাধে আরও পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখার লাহোর হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে-বহুল আলোচিত এই হাই-প্রোফাইল মামলাটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আরও এক ধাপ কাছাকাছি পৌঁছাল।

তবে পাকিস্তানের বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার অধীনে দণ্ডিতদের সামনে সর্বোচ্চ আদালতে যাওয়ার মতো আরও কিছু আইনি লড়াইয়ের সুযোগ আছে।

এডিবির ঋণ ছাড়ে গ্রস রিজার্ভ বেড়ে ৩১.০৮

১২ পৃষ্ঠার পর

রোববার ৩১ দশমিক ০৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এদিন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, গত ১০ জুন দেশের রিজার্ভ ছিল ৩০.০৭ বিলিয়ন ডলার। আজ এডিবির ১ বিলিয়ন ডলারের বাজেট সহায়তার ঋণ পাওয়ার পর রিজার্ভের পরিমাণে বড় পরিবর্তন আসে। সামনে অন্যান্য দাতাসংস্থার কাছ থেকেও বেশকিছু ঋণ ছাড়ের কথা রয়েছে। সেসব ঋণ এলে রিজার্ভের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সুইডেনের নতুন আইন: 'ভালো আচরণ'

১৪ পৃষ্ঠার পর

জাতীয়তাবাদী দল সুইডেন ডেমোক্র্যাটস অভিবাসন নীতি কঠোর করার যে পরিকল্পনা নিয়েছে, এটি তারই অংশ। তবে বিরোধী দল এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলো এই আইনের তীব্র সমালোচনা করেছে। তাদের মতে, কোনো কাজ অপরাধ হিসেবে গণ্য না হলেও স্রেফ আচরণের ভিত্তিতে বসবাসের অনুমতি কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তটি স্বৈরাচারী বা অযৌক্তিক হতে পারে।

স্টকহোম-ভিত্তিক সংস্থা সিভিল রাইটস ডিফেন্ডার্স এক বিবৃতিতে বলেছে, "এই সদাচরণ সংক্রান্ত আইনটি মানুষকে এক ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেবে। তারা বুঝতে পারবে না তাদের কোন কাজ বা বক্তব্য ভবিষ্যতে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হতে পারে। এটি আইনের শাসন এবং সবার জন্য সমান আইনি অধিকারের নীতিকে ক্ষুণ্ন করে। সুইডেনের বর্তমান সরকার ২০২২ সালের নির্বাচনে অভিবাসন কমানো এবং অপরাধ দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যারা নিয়ম মানে না কিংবা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত, সুইডেনে তাদের স্বাগত জানানো হবে না। আইনে সুনির্দিষ্টভাবে কোন কোন আচরণকে অগ্রহণযোগ্য বলা হবে তা উল্লেখ করা না হলেও সরকার ঋণের টাকা পরিশোধ না করা, কর ফাঁকি দেওয়া, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং চরমপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। দেশটির অভিবাসন সংস্থা এই বসবাসের অনুমতিগুলো পর্যালোচনা করার দায়িত্ব পেয়েছে। তবে সংস্থার কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিবাসন আদালতে আপিল করার সুযোগ থাকবে।

গত মার্চে এই বিলটি প্রস্তাব করার সময় সুইডেনের অভিবাসন মন্ত্রী জোহান ফরসেল বলেছিলেন, যারা সঠিক পথে চলার এবং নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করবে না, তারা সুইডেনে থাকার আশা করতে পারে না।

কী আছে যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের ১৪ দফা খসড়া

১৪ পৃষ্ঠার পর

অখণ্ডতাকে সম্মান করবে এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

৬০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত চুক্তি

দুই দেশ সর্বোচ্চ ৬০ দিনের মধ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। প্রয়োজনে উভয়ের সম্মতিতে সময় বাড়ানো যাবে।

নৌ অবরোধ প্রত্যাহার

চুক্তি সইয়ের পর ইরানের বন্দরগুলোর ওপর থেকে নৌ অবরোধ তুলে নেবে যুক্তরাষ্ট্র এবং ৩০ দিনের মধ্যে ওইসব এলাকা থেকে মার্কিন বাহিনীও সরিয়ে নেওয়া হবে।

হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া

খসড়ায় বলা হয়, ইরান অবিলম্বে এমন পদক্ষেপ নেবে যেন হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল আগের অবস্থায় (যুদ্ধ-পূর্ব) ফিরে আসে এবং পারস্য উপসাগর ও ওমান সাগরের মধ্যে বাণিজ্যিক নৌপরিবহন স্বাভাবিক হয়। এ জন্য মাইন অপসারণসহ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাও নেবে ইরান।

৩০০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল

যুক্তরাষ্ট্র ও তার আঞ্চলিক অংশীদাররা ইরানের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য কমপক্ষে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

খসড়ায় বলা হয়, চূড়ান্ত চুক্তির অংশ হিসেবে ইরানের ওপর থাকা সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা ধাপে ধাপে তুলে নেবে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা নিষেধাজ্ঞাও অন্তর্ভুক্ত।

পারমাণবিক অস্ত্র না তৈরির প্রতিশ্রুতি

ইরান প্রতিশ্রুতি দেবে যে তারা কখনো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না। সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য পারমাণবিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত চুক্তিতে নেওয়া হবে।

স্থিতাবস্থা বজায় রাখা

চূড়ান্ত চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ইরান তার বর্তমান পারমাণবিক কর্মসূচিতে কোনো পরিবর্তন আনবে না। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র নতুন কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে না এবং এ অঞ্চলে অতিরিক্ত সামরিক শক্তি মোতায়েন করবে না।

ইরানি তেল রপ্তানিতে বিধিনিষেধ শিথিল

চুক্তি সইয়ের পরপরই ইরানের অপরিশোধিত তেল, পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার (ব্যাংকিং, বীমা, পরিবহন) ওপর থাকা বিধিনিষেধ শিথিল করবে যুক্তরাষ্ট্র।

জব্দ সম্পদ মুক্ত করা

আলোচনার অগ্রগতির ভিত্তিতে ইরানের স্থগিত বা জব্দ করা অর্থ ও সম্পদ ধীরে ধীরে মুক্ত করে দেওয়া হবে।

তদারকি ব্যবস্থা

চূড়ান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন ও ভবিষ্যতে তা মেনে চলা নিশ্চিত করতে একটি যৌথ তদারকি ব্যবস্থা গঠন করা হবে।

চূড়ান্ত চুক্তি নিয়ে আলোচনা

খসড়ায় বলা হয়, বর্তমান চুক্তির নির্দিষ্ট কয়েকটি ধারা বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা পাওয়ার পর বাকি বিষয়গুলো নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনায় বসবে দুই দেশ।

জাতিসংঘের অনুমোদন

চূড়ান্ত চুক্তি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বাধ্যতামূলক প্রস্তাবের মাধ্যমে অনুমোদিত হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এ খসড়া চুক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি হোয়াইট হাউস। অন্যদিকে ইরানের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বলছে, ফাঁস হওয়া খসড়াগুলো সঠিক নয়।

হ্যাটট্রিকের পর মেসির স্ত্রী

১১ পৃষ্ঠার পর

তোমার সঙ্গে আছি, লিও মেসি! তুমি অবিশ্বাস্য!
আন্তোনেলার এই সংক্ষিপ্ত বার্তাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সমর্থকদের মধ্যে। কারণ এটি শুধু একজন সমর্থকের প্রশংসা নয়, বরং এমন একজন মানুষের অনুভূতি, যিনি মেসির পুরো ক্যারিয়ারজুড়ে সবচেয়ে কাছ থেকে তার সংগ্রাম, সাফল্য এবং আবেগের সাক্ষী হয়ে আছেন। বিশ্বকাপে মেসির পরিবারের উপস্থিতি এখন যেন এক পরিচিত দৃশ্য। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের মতো এবারও গ্যালারিতে ছিলেন আন্তোনেলা ও তাদের তিন সন্তান। ২০১৮ সালে জন্ম নেওয়া ছোট ছেলে সিরো প্রথমবারের মতো বাবার বিশ্বকাপ যাত্রা দেখেছিল কাতারে। আর এবার যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতেও পরিবারের সমর্থন পেয়েই শুরু করলেন নিজের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ।

‘মেড ইন বাংলাদেশ’

১০ পৃষ্ঠার পর

উৎপাদন কেন্দ্রে জার্সিগুলো তৈরি করে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইয়াংওয়ান কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তা টিবিএসকে বলেন,‘কাপেলি স্পোর্ট একটি জার্মান ব্র্যান্ড। ঢাকায় তাদের ‘গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড অ্যাসেম্বলিং লিমিটেড’ নামে নিজস্ব উৎপাদন সুবিধা রয়েছে। ইয়াংওয়ান শুধুমাত্র তাদের কাপড় সরবরাহ করেছে। আমাদের কাপড় ব্যবহার করেই জার্সিটি তৈরি করা হয়েছে।’
বিশ্বকাপের অভিষেক ম্যাচে কেপ ভার্দের অধিনায়ক ও গোলরক্ষক ভোজিনহার অসাধারণ নৈপুণ্যে স্পেনের বিপক্ষে ০-০ গোলে ড্র করতে সক্ষম হয় দলটি। আন্তর্জাতিক ফুটবলের ইতিহাসে পশ্চিম আফ্রিকার দেশটির জন্য এটি একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।
পুরো ম্যাচজুড়ে স্পেনের নিয়ন্ত্রণে বল থাকলেও ভোজিনহার রক্ষণ দেয়াল ভাঙতে পারেনি তারা। স্প্যানিশ কোচ ম্যাচে লামিনে ইয়ামালের মতো তরুণ প্রতিভাদের মাঠে নামিয়ে আক্রমণ জোরদার করলেও ৪০ বছর বয়সী গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় তা ব্যর্থ হয়। ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণী মুহূর্তে মিকেল ওয়ারজাবালের হেড বারের ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়াও ফেরান তোরেস ও আইমেরিক লাপোর্তের দুর্দান্ত সব শট রুখে দেন ভোজিনহা। পুরো ম্যাচে তিনি মোট ৭টি দর্শনীয় সেভ করেন।
এই ম্যাচটি ভোজিনহার ব্যক্তিগত ক্যারিয়ারেও একটি নতুন রেকর্ড যোগ করেছে। ৪০ বছর বয়সে বিশ্বকাপ অভিষিক্ত হয়ে তিনি ইতিহাসের দ্বিতীয় বয়স্কতম খেলোয়াড় হিসেবে এই কীর্তি গড়লেন। তালিকায় তার ওপরে রয়েছেন মিশরের এসাম এল হাদারি, যিনি ৪৫ বছর বয়সে বিশ্বকাপে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

পিছিয়ে গিয়েও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ২-২ গোলে ইরানের ড্র

১১ পৃষ্ঠার পর

সরকারবিরোধী স্মারক বহন করেন এবং ইরানের জাতীয় সংগীতের সময় গ্যালারিতে দর্শকদের দুয়োধ্বনি ও করতালি দিতে দেখা যায়।
ম্যাচের আগে অবশ্য ইরানের কোচ আমির ঘালিনোই দাবি করেছিলেন, তার খেলোয়াড়েরা‘কোনো ধরনের হইচই বা প্রচারণায় কান দেবে না।’
মাঠের লড়াইয়ে ম্যাচের শুরুতেই বড় ধাক্কা খায় ইরান। টুর্নামেন্টের সবচেয়ে কম র□্যাঙ্কিংধারী দল নিউজিল্যান্ড ম্যাচের ৭ম মিনিটেই এগিয়ে যায়। নটিংহাম ফরেস্টের অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার ক্রিস উডের পাস এবং সরপ্রীত সিংয়ের সঙ্গে চমৎকার বোঝাপড়ায় ইলাইজাহ জাস্ট দারুণ এক ভলিতে বল জালে পাঠান।
২৩তম মিনিটে সমতায় ফেরার দারুণ সুযোগ পেয়েছিল ইরান। ইন্টার মিলানের সাবেক তারকা ফরোয়ার্ড মেহেদি তারেমির দূরপাল্লার শটটি ডান পোস্টে লেগে ফিরে আসে। এরপর কিউই গোলরক্ষক ম্যাক্স ক্রোকম্ব বক্সের বাইরে চলে আসলে ফাঁকা পোস্টে বল পাঠানোর সুযোগ পেয়েও তা হাতছাড়া করে ইরান।
অবশেষে ৩২তম মিনিটে সমতা ফেরায় ইরান। উইংব্যাক রামিন রেজাইয়ান রিবাউন্ড থেকে বল জালে পাঠান। সামান ঘোদ্দোসের পাস থেকে শাহরিয়ার মঘানলুর শট ফিন সারম্যানের পায়ে লেগে ফিরে আসলে রেজাইয়ান সুযোগটি কাজে লাগান। প্রথমার্ধের ইনজুরি সময়ে ডিফেন্ডার আলি নেমাতির একটি হেড অফসাইডের কারণে বাতিল হলে সমতায় থেকেই বিরতিতে যায় দুই দল।

বিশ্বকাপে নিজের প্রথম হ্যাটট্রিকেই সর্বোচ্চ

১১ পৃষ্ঠার পর

থেকে নেওয়া তার শক্তিশালী শট দুর্দান্ত দক্ষতায় ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক। তারপর ৭৬ মিনিটে তৃতীয় গোল করে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন। তার দুর্দান্ত নৈপুণ্যে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে আর্জেন্টিনা।
নিজের ষষ্ঠ বিশ্বকাপে খেলতে নেমে এই পারফরম্যান্সে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে উঠলেন মেসি। ব্রাজিলের কিংবদন্তি রোনালদো নাজারিওর ১৫ গোলের রেকর্ড ছাড়িয়ে আর্জেন্টাইন মহাতারকা ছুঁয়ে ফেলেছেন বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ১৬ গোল করা জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোসাকে। বিশ্বকাপ শুরুর আগে মেসির গোল ছিল ১৩টি। এর আগে ফ্রান্সের হয়ে সেনেগালের বিপক্ষে জোড়া গোল করে ১৪ গোল নিয়ে তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন ফরাসি অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পে। তবে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে মাঠে নেমেই পাল্টে দেন পুরো হিসাব। ম্যাচজুড়ে দাপুটে ফুটবল খেলে তিনবার প্রতিপক্ষের জাল খুঁজে নেন মেসি।
মেসি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ২৭টি ম্যাচ খেলেছেন। পাশাপাশি তিনি বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ অ্যাসিস্টের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছেন। তার অ্যাসিস্ট সংখ্যা ৯টি।
আজকের ম্যাচে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করে লিওনেল মেসি পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে পাঁচটি বিশ্বকাপে গোল করার কীর্তি গড়েছেন। ক্রিশ্চিয়ানো ২০০৬, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপে গোল করেছেন। অন্যদিকে আর্জেন্টিনার মেসি ২০০৬, ২০১৪, ২০১৮, ২০২২ ও ২০২৬ বিশ্বকাপে গোল করার কীর্তি গড়েছেন।
২০০৬ সালের জার্মানি বিশ্বকাপে তিনি ১টি গোল করেন। ২০১০ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে তিনি কোনো গোল করতে পারেননি। তবে ২০১৪ সালের ব্রাজিল বিশ্বকাপে তিনি ৪টি গোল করেন। ২০১৮ সালের রাশিয়া বিশ্বকাপে তার গোলসংখ্যা ছিল ১টি।
এরপর ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে তিনি দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন এবং ৭টি গোল করেন। সর্বশেষ ২০২৬ সালের উত্তর আমেরিকা বিশ্বকাপে নিজের প্রথম ম্যাচেই তিনি ৩টি গোল করলেন।
আলজেরিয়ার বিপক্ষে গোল করার মাধ্যমে মেসি ইতিহাসের একমাত্র ফুটবলার হিসেবে ১১টি আলাদা দেশের বিপক্ষে বিশ্বকাপে গোল করার রেকর্ড গড়েছেন। দেশগুলো হলো-সার্বিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, বসনিয়া, ইরান, ক্রোয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, সৌদি আরব এবং আলজেরিয়া।
আরও একটি বিশেষ কাকতালীয় ঘটনা হলো-এই দিনটিই আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসির বিশ্বকাপ অভিষেকের ২০ বছর পূর্তির দিন। দুই দশক আগে সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ মঞ্চে পা রেখেছিলেন তিনি।

নির্বিষ পর্তুগালকে রুখে

১১ পৃষ্ঠার পর

ফেলে রবার্তো মার্তিনেজের শিষ্যরা। প্রথমার্ধের বাকি সময়ে গোলমুখে আর কোনো শটই নিতে পারেনি তারা।
বিপরীতে, শুরুতে গোল খেয়েও কঙ্গো ভেঙে পড়েনি, বরং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলায় ফিরে আসে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ছোট কর্নারের পর আর্থার মাসুয়াকুর ক্রসে অরক্ষিত উইসার দুর্দান্ত ও নিখুঁত হেডে সমতায় ফেরে কঙ্গো। ১৯৭৪ সালের বিশ্বকাপে জায়ার নামে খেলার পর বিশ্বকাপের মঞ্চে এটিই তাদের প্রথম গোল।
দ্বিতীয়ার্ধের চিত্রটাও ছিল প্রায় একই রকম। ৫৫তম মিনিটে পর্তুগিজ ডিফেন্ডার জোয়াও ক্যানসেলোর ওভারহেড কিকে বল জালে জড়ালেও অফসাইডের কারণে গোল মেলেনি। দলের ব্যর্থতা কাটাতে ব্যর্থ হন রোনালদোও। দুই দফায় দুটি সুযোগ পেলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন তিনি।
শেষদিকে জয়সূচক গোলের জন্য মরিয়া চেষ্টা করলেও কঙ্গোর রক্ষণভাগকে খুব একটা ভাবাতে পারেনি ২০১৬ সালের ইউরো চ্যাম্পিয়নরা। শেষ পর্যন্ত তাই তীব্র হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় তাদেরকে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে

১০ পৃষ্ঠার পর

সোমালি রেফারি হিসেবে বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনা করে ইতিহাস গড়ার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। নিজ দেশে ফেরার পর তাকে বীরের সম্মান দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।
তার প্রতি সমর্থনের জন্য সোমালি সরকার, সাধারণ মানুষ এবং ফিফাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আরতান।
মোগাদিশুতে পতাকা হাতে নিয়ে জড়ো হওয়া শত শত সমর্থকের সামনে আরতান বলেন,‘আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আমি পরবর্তী বিশ্বকাপে থাকব। আমি চাই সোমালিয়ার মানুষ এতে শান্ত থাকুক এবং আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুক।’
তাকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে না দেওয়ার সিদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র নিন্দার ঝড় ওঠে। গত বুধবার বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে এক সংবাদ সম্মেলনে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এই পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন।
আরতানের বিশ্বকাপ স্বপ্ন কেড়ে নেওয়া নিয়ে ফিফার প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে ইনফান্তিনো সবাইকে ‘শান্ত ও রিলাক্স’ থাকার পরামর্শ দেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, টুর্নামেন্ট সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সমস্যা সমাধানের জন্য ফিফা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।
বিশ্বকাপে সুযোগ না পেলেও ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফা তাকে আগামী আগস্টে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) এবং অ্যাস্টন ভিলার মধ্যকার‘উয়েফা সুপার কাপ’ ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে।

কাটছে ভিসা জটিলতা

১০ পৃষ্ঠার পর

জন্য যে অর্থ আমাদের দিতে হয়, সেটির কারণেই। আমরা সময়মতো সেটি করতে পারিনি এবং আমি চাই তিনি এখানে থাকুন।’
কেপ ভার্দে সেই ৫০টি দেশের একটি, যেসব দেশের নাগরিকদের ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিমালা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত বন্ড জমা দিতে হয়। এর কারণ হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও দেশে অবস্থান করার উচ্চ হারের অভিযোগ আনা হয়েছে। ভোজিনহার মন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলে ওই কর্মকর্তা বলেন, খেলোয়াড়টির মায়ের কোনো ভিসা আবেদনের নথি তাদের কাছে নেই। তিনি আরও উল্লেখ করেন,‘সব খেলোয়াড়ের স্বজনদের জন্য এই বন্ডের শর্ত মওকুফ করা হয়।
তিনি বলেন‘মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে এই ব্যক্তির ভিসা আবেদনের কোনো রেকর্ড নেই। খেলোয়াড়দের সব স্বজন ভিসা বন্ড মওকুফের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য এবং ভিসাসংক্রান্ত সহায়তা দিতে দপ্তরটি সক্রিয়ভাবে এই খেলোয়াড়ের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।’
৪০ বছর বয়সী কেপ ভার্দিয়ান এই গোলরক্ষক, যিনি স্পেনকে গোলশূন্য ড্রয়ে আটকে রেখেছেন, তিনি এখন বিশ্বজুড়ে ফুটবল সমর্থকদের হৃদয় জয় করছেন।
সিএনএনের আমান্ডা ডেভিস ব্যাখ্যা করেছেন, এই বিস্ময়কর ফলাফল এবং হঠাৎ পাওয়া ব্যাপক মনোযোগের বিষয়ে ভোজিনহার প্রতিক্রিয়া কেমন।
এই বিষয়ে অবগত একটি সূত্র জানিয়েছে, তাদের জানা অনুযায়ী ভোজিনহার মায়ের বর্তমানে কোনো বৈধ পাসপোর্ট নেই এবং তিনি একটি পাসপোর্ট সংগ্রহের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

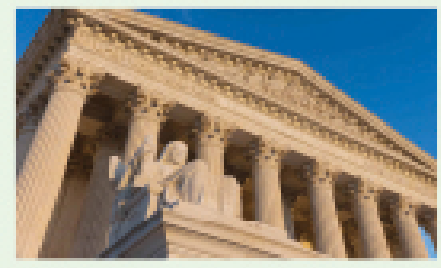

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

ইরান যুদ্ধের লক্ষ্য কতটুকু অর্জন

১৬ পৃষ্ঠার পর

অথচ এখন ট্রাম্প হিজবুল্লাহকে স্রেফ একটি 'ছোট পিনপ্রিক' বা সামান্য উপদ্রব হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। তিনি আশ্চর্যজনকভাবে পরামর্শ দিয়েছেন, ইসরায়েলের বদলে সিরিয়ার নতুন নেতা আহমেদ আল-শারার উচিত হিজবুল্লাহকে দমন করা।

পারমাণবিক কর্মসূচি: মূল লক্ষ্য কি অধরাই রয়ে গেল?

ট্রাম্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি চিরতরে বন্ধ করা।

গত জুনে ফোরদো, নাতাঞ্জ এবং ইসফাহানে পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার পর ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে ইরানের ইউরেনিয়াম মজুত 'সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন' হয়ে গেছে।

কিন্তু মার্কিন গোয়েন্দাদের মতে, যুদ্ধের পরও ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতায় খুব একটা পরিবর্তন আসেনি। তারা চাইলে এখনো এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে পারবে।

এপি জানায়, ইরানের কাছে এখনো প্রায় ৯৭০ পাউন্ড উচ্চ-মাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে, যা দিয়ে অন্তত ১০টি পারমাণবিক বোমা তৈরি করা সম্ভব।

ট্রাম্প সম্প্রতি জি-৭ সম্মেলনে এই মজুতকে 'পারমাণবিক ধুলো' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তিনি বলেছেন, এর কোনো আর্থিক মূল্য নেই, তবে 'মনস্তাত্ত্বিক' কারণে যুক্তরাষ্ট্র এটি ধ্বংস করতে চায়। কিন্তু ইরান এই ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করবে কি না, তা নিয়ে চুক্তিতে কোনো সুস্পষ্ট ফয়সালা হয়নি।

বরং এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে মাত্র ৬০ দিনের একটি যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করা হয়েছে। সে সময়ে পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হবে বলে জানায় সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান।

শাসনতন্ত্র পরিবর্তন

যুদ্ধের শুরুতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের জনগণকে তাদের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার এবং শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, ইরানের 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ' ছাড়া এই যুদ্ধ থামবে না।

মার্কিন হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি নিহত হওয়ার পর ট্রাম্প একে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের 'সবচেয়ে বড় সুযোগ' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক থিংকট্যাংক স্টিমসন সেন্টারের প্রতিবেদনে বলা হয়, খামেনির মৃত্যুর পর তার ছেলে আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনি ক্ষমতা গ্রহণ করলে ইরানের কট্টরপন্থী ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) আরও বেশি ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে।

আর শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের স্বপ্ন যখন অলীক কল্পনায় পরিণত হলো, তখন ট্রাম্প তার সুর নরম করতে বাধ্য হন।

তিনি এখন দাবি করছেন, তিনি কখনোই শাসনতন্ত্র পরিবর্তন চাননি। উল্টো তিনি ইরানের নতুন নেতৃত্বকে 'অত্যন্ত যুক্তিবাদী', 'চমৎকার' এবং 'উগ্রপন্থি নয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অথচ মোজতবা খামেনি সম্প্রতি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, ২০৪০ সালের মধ্যে ইসরায়েলের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

সংবাদমাধ্যম দ্য আটলান্টিকের বিশ্লেষণে বলা হয়, ট্রাম্পের এই সুর নরম মূলত তার চিরাচরিত কৌশল। যেখানে তিনি তার শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে যুক্তিবাদী বলে আখ্যা দেন, যাতে জনগণকে বোঝাতে পারেন যে তিনি কোনো ভুল চুক্তিতে জড়াননি।

এই চুক্তির একটি বড় অংশজুড়ে রয়েছে হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার বিষয়টি।

ট্রাম্প এটিকে তার অন্যতম বড় অর্জন হিসেবে তুলে ধরে বলছেন, 'বিশ্বের জাহাজগুলো-তোমাদের ইঞ্জিন চালু করো, তেল প্রবাহিত হতে দাও!'।

তবে এখানে এক বড় ধরনের পরিহাস লুকিয়ে আছে। যুদ্ধের আগে হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। যুদ্ধের কারণেই ইরান তাদের ভৌগোলিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে এই প্রণালিটি বন্ধ করে দেয়। যার ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানির দাম ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যায়, সারের তীব্র সংকট দেখা দেয় এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের ধাক্কা লাগে।

অর্থনীতিবিদ মার্ক জান্ডি স্টিমসন সেন্টারকে বলেন, এই যুদ্ধের কারণে মার্কিন পরিবারগুলোর অন্তত ১০০ বিলিয়ন ডলার খরচ বেড়েছে। অর্থাৎ, যে প্রণালি আগে থেকেই খোলা ছিল, সেটি নিজেরা যুদ্ধ বাঁধিয়ে বন্ধ করার পর এখন আবার সেটি খুলে দেওয়াকে ট্রাম্প একটি 'বিশাল বিজয়' হিসেবে দাবি করছেন।

মূলত এই প্রণালি বন্ধ করে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের ওপর যে পরিমাণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছে, তা এই চুক্তির টেবিলে তাদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে।

বিশ্লেষকদের চোখে ট্রাম্পের এই 'চুক্তি'

ট্রাম্প এই সমঝোতাকে যতই বিশাল বিজয় হিসেবে প্রচার করুন না কেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা এটিকে ভিন্ন চোখে দেখছেন।

ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক ফেলো রবার্ট কাগান দ্য আটলান্টিকে লিখেছেন, 'ট্রাম্পের এই উপসংহার মূলত একটি আত্মসমর্পণ। তিনি নিঃসন্দেহে আশা করছেন যে আমেরিকানরা এই পরাজয়ের মাত্রাটি খেয়াল না করেই তাকে পার পেতে দেবে।'

সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিসির বিশ্লেষক সিনা তুসি বলেন, ট্রাম্প অত্যন্ত বড় বড় লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি একটি যুদ্ধবিরতিতে রাজি হতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ হোয়াইট হাউস ইরানের সামরিক সক্ষমতা হ্রাসের যে দাবি করেছিল, বাস্তবতা তার চেয়ে অনেক ভিন্ন ছিল।

জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক অধ্যাপক রবার্ট লিটওয়াক ট্রাম্পের এই পিছু হটাকে একটি 'লেনদেনমূলক চুক্তিতে' বাধ্য হওয়া হিসেবে দেখছেন।

দক্ষিণ লেবাননের মারজায়ুন থেকে দেখা যাচ্ছে ইসরায়েলি হামলার পর তাইবেহ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। ২২ মার্চ, ২০২৫। ছবি: রয়টার্স

তিনি দ্য গার্ডিয়ানকে বলেন, 'যেহেতু শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের মতো কোনো ফলাফল অর্জন সম্ভব হয়নি, তাই ট্রাম্প বাধ্য হয়ে এমন একটি চুক্তিতে যাচ্ছেন যা মূলত ওবামা আমলের জেসিপিওএ চুক্তিরই একটি ভিন্ন রূপ।'

সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যানিয়েল বি শাপিরো নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেন, এই চুক্তিটি ওবামা আমলের চুক্তির চেয়েও খারাপ হতে পারে।

তিনি বলেন, 'ইরান খুব ভালো করেই জানে কীভাবে আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে হয় এবং পথিমধ্যে সুবিধা আদায় করে নিতে হয়। এই চুক্তিতে হয়তো আগের চেয়েও খারাপ শর্ত থাকবে।'

ফাউন্ডেশন ফর ডিফেন্স অব ডেমোক্রেসিসের প্রধান নির্বাহী মার্ক দুবোভিৎস অবশ্য এই চুক্তির কট্টর সমালোচক।

তার মতে, ইসলামিক প্রজাতন্ত্রকে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়। বরং ইরানের জনগণকে সমর্থন দিয়ে এই শাসনতন্ত্রের পতন ঘটানোই একমাত্র পথ।

জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ওয়ালি নাসর বলেন, ইরানের নীতি-নির্ধারকরা শাসনতন্ত্র টিকিয়ে রাখাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

তিনি বলেন, 'ইরান ট্রাম্পকে বিশ্বাস করে না। তাদের কৌশল হলো 'বিশ্বাস করো, কিন্তু যাচাই করো। তারা ধীরে ধীরে অবরোধ প্রত্যাহার এবং অন্যান্য প্রতিশ্রুতি রক্ষার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে তারপর পারমাণবিক ইস্যু নিয়ে আলোচনায় বসবে।'

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, এই চুক্তিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছে ইসরায়েল। যুদ্ধের অংশীদার হলেও এই শান্তি চুক্তির প্রক্রিয়ায় ইসরায়েলকে রাখা হয়নি।

রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউট ইন্টারন্যাশনালের জ্যেষ্ঠ ফেলো এইচ এ হেলিয়ার বলেন, 'ইসরায়েলের প্রায় সমগ্র রাজনৈতিক মহল এই পরিস্থিতি নিয়ে অখুশি। ওয়াশিংটন এবং তেল আবিবের মধ্যে আমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে প্রচুর উত্তেজনা দেখতে পাব।'

সার্বিক বিশ্লেষণে এটি স্পষ্ট যে, ১৩ জন মার্কিন সেনাসদস্য এবং হাজারো ইরানি নাগরিকের প্রাণহানির পর এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রকে আগের অবস্থানেই ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রাথমিক লক্ষ্যগুলোর প্রায় কোনোটিই অর্জন করতে পারেননি। ট্রাম্প হয়তো মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে একটি যুদ্ধবিরতি টেনে নিজের ভাবমূর্তি রক্ষার চেষ্টা করছেন এবং নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে আব্রাহাম অ্যাকর্ডস স্বাক্ষরের মতো অবাস্তব শর্ত জুড়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু একটি স্থায়ী শান্তি বা ইরানের পারমাণবিক হুমকির চূড়ান্ত সমাধান এই চুক্তির মাধ্যমে আদৌ সম্ভব কি না, তা আগামী ৬০ দিনের জটিল আলোচনার পরই পরিষ্কার হবে।

সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে যে সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়নি, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে সেই কূটনীতির পথেই হাঁটতে হচ্ছে।

ট্রাম্প যেভাবে নেতানিয়াহুর সবচেয়ে

১৬ পৃষ্ঠার পর

ঘোষণা দেন, সরকার উৎখাতের অভিযান 'নিজেদের ও সৃজনশীল উপায়ে' চালিয়ে যাওয়া হবে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট, যিনি ভবিষ্যতে নেতানিয়াহুর উত্তরসূরি হতে পারেন, তিনি সাংবাদিক ও লেখক পিয়ার্স মরগানকে বলেন: 'ইরানের সরকারকে বলতে চাই, আমি হব তোমাদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন।'

নেতানিয়াহুর এই কৌশলগত ব্যর্থতার পরও ইসরায়েলের আঞ্চলিক কৌশলের কিছু অংশ টিকে আছে। এর মধ্যে রয়েছে গাজা, দক্ষিণ লেবানন ও সিরিয়ার দখল করা ভূখণ্ড, আবুধাবির সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক নিরাপত্তা চুক্তি এবং সোমালিল্যান্ডকে কে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার। এই প্রকল্প আবারও চালু করা সম্ভব। কিন্তু নেতানিয়াহু যা হারিয়েছেন তা হলো বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের সমর্থন। আর শিগগিরই এমন আরেকজন প্রেসিডেন্ট আসার সম্ভাবনা কম।

বিষাক্ত জোট

গাজা যুদ্ধের সময় ইসরায়েলের চালানো গণহত্যা যদি পশ্চিমা বিশ্বে ইসরায়েলকে শান্তিকামী গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে দেখার ধারণা ভেঙে দিয়ে থাকে, তবে ইরানের ওপর হামলা ওয়াশিংটনে সামরিক মিত্র হিসেবে ইসরায়েলের বিশ্বাসযোগ্যতাকেও বড় ধাক্কা দিয়েছে। মতামত জরিপে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনি রাজনৈতিক প্রচারণার ভাষাতেও এসেছে বড় পরিবর্তন। শক্তিশালী ইসরায়েলপন্থী লবিং গ্রুপ আইপ্যাক এখন ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ক্রমেই বিতর্কিত হয়ে উঠছে। কম সংখ্যক নতুন রাজনীতিক এখন ইসরায়েলের অর্থ নিতে আগ্রহী। রিপাবলিকানদের মধ্যেও এই ধারণা ছড়িয়ে পড়ছে যে ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করে, যা আগে শুধু ইহুদিবিদ্বেষী ষড়যন্ত্রতত্ত্ব হিসেবে দেখা হতো।

এই পরিস্থিতি বুঝতে পেরে ইসরায়েলি লবি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সামরিক ও গোয়েন্দা জোটকে আইনের মাধ্যমে আরও স্থায়ী করার চেষ্টা করছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আইনত ইসরায়েলের 'গুণগত সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব' নিশ্চিত করতে হয়। এখন ইসরায়েলি লবি কংগ্রেসে এমন দুটি নতুন ব্যবস্থা যুক্ত করতে চাইছে, যা মার্কিন নীতিনির্ধারণে ইসরায়েলকে অগ্রাধিকার দেবে।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে মার্কিন কংগ্রেসে পাস হওয়া ন্যাশনাল ডিফেন্স অথরাইজেশন অ্যাক্টে এমন একটি ধারা যোগ করা, যা মার্কিন সরকারের সব বিভাগে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সমন্বয়ের জন্য একটি নির্বাহী কাঠামো তৈরি করবে। আরেকটি আইন ইনটেলিজেন্স অথরাইজেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে ইসরায়েল ও যেসব আরব দেশ তার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে, তাদের মধ্যে ব্যাপক গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

তৃতীয় কৌশল হলো এমন অস্ত্র ও প্রযুক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা তৈরি করা, যা মার্কিন কংগ্রেকে পাশ কাটিয়ে করা যাবে।

এসবই মূলত এমন একটি সামরিক সম্পর্ককে স্থায়ীভাবে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা, যা এখন যুক্তরাষ্ট্রের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানউভয়ের কাছেই নজরদারি ও প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

হেরে যাওয়ার টিকিট

আবারও দেখা গেল, ইসরায়েলকে সমর্থন করা এখন এক ধরনের চাপ প্রয়োগের রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, যেসব বিষয় মূলত অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিতর্কের মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়ার কথা, সেখানে সামরিক অভিযানের যুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। ইসরায়েলকে সমর্থনের রাজনৈতিক দায় যত বাড়ছে, আমেরিকাকে নিজের পাশে রাখতে ইসরায়েলের জবরদস্তির প্রয়োজনও তত বাড়ছে। কিন্তু যেভাবেই দেখা হোক, ইসরায়েল এখন 'হেরে যাওয়ার টিকিটে' উঠে বসেছে।

ইরান এই চুক্তির মাধ্যমে একটি বড় আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে এবং তার কৌশলগত সক্ষমতা আরও বেড়েছে। তারা তাদের পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি ধরে রাখতে পেরেছে, যদিও উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের একটি অংশ ছাড়তে হয়েছে। যেহেতু ধারাবাহিকভাবে আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরানের কখনোই পারমাণবিক বোমা তৈরির কর্মসূচি ছিল না এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন বারাক ওবামার আমলে করা পারমাণবিক চুক্তি থেকে সরে যান, তার পরেই ইরান উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুত শুরু করে। তাই এটি ইরানের জন্য বড় কোনো ছাড় নয়।

ট্রাম্প হয়তো বারবার দাবি করবেন যে তিনিই তেহরানকে পারমাণবিক বোমা অর্জন করা থেকে থামিয়েছেন। কিন্তু ট্রাম্প বা মোসাদ কেউই কখনো ইরানের পারমাণবিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে থামাতে পারবে না। প্রতি বছর যে সংখ্যক পারমাণবিক বিশেষজ্ঞ ইরান তৈরি করছে, তা এমন এক শক্তি, যাকে আর 'বোতলে ভরা জ্বীনের' মতো আটকে রাখা সম্ভব নয়। ইরান তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডারও ধরে রেখেছে, যা প্রতিরোধের ক্ষমতা হিসেবে কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী ও নির্ভুল বোমা হামলাও এই সক্ষমতাকে ধ্বংস করতে পারেনি।

ইরানের আঞ্চলিক অ-রাষ্ট্রীয় মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক এখন সম্ভবত আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী। যুদ্ধ এই জোটকে আরও কার্যকর যুদ্ধ ইউনিটে পরিণত করেছে, যারা সমন্বিতভাবে ইসরায়েল ও উপসাগরীয় দেশগুলোর বিরুদ্ধে হামলা চালাতে সক্ষম। নিরস্ত্রীকরণ এখনো যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্ন। কিন্তু লেবাননের ক্ষেত্রে তা বাস্তবতা থেকে ততটাই দূরে, যতটা দূরে ইরান নিয়ে ট্রাম্পের ধারণা ছিল।

ইরান দেখিয়েছে, তাদের মিত্ররা কেবল ক্ষমতা প্রদর্শনের হাতিয়ার নয়, যাদের তেহরানের নির্দেশে চালু বা বন্ধ করা যায়, বরং ইরান তাদের মিত্রদের রক্ষায় সত্যিই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইরান ও হিজবুল্লাহর সম্পর্ক পারস্পরিক। এই সপ্তাহে দক্ষিণ বৈরুতের দাহিয়া এলাকায়, যা হিজবুল্লাহর ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত, সেখানে বড় করে লেখা 'ধন্যবাদ' বার্তাসহ আলী খামেনির পোস্টার টানানো হয়েছে ।

উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর অনিশ্চয়তা

সব নজর এখন গাজায়

যদি ট্রাম্প নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন অথবা ইসরায়েল আবার হামলা চালায়, তাহলে ইরান খুব সহজেই হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিশ্বের তেল, গ্যাস ও জ্বালানি পরিবহনের এই গুরুত্বপূর্ণ পথের নিয়ন্ত্রক হিসেবে ইরান তার মূল্য আদায় করবেই। অনেক কিছু নির্ভর করবে ইরান কীভাবে তার প্রতিবেশীদের ওপর এই শক্তি প্রয়োগ করে। তাদের জন্য ভালো হবে যদি তারা ইসরায়েলের মতো 'বিজয়ীই সব পাবে' নীতি অনুসরণ না করে।

হতাশ নেতানিয়াহু আঞ্চলিক ক্ষমতা হারানোর ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরও তীব্র করতে পারেন। ফিলিস্তিনের জনগণ ইতিমধ্যেই ভয়াবহ বর্ণবাদী আচরণের শিকার। যেখানে ইসরায়েলি সেনারা ইচ্ছামতো চেকপয়েন্টে তাদের হত্যা করছে। ফলে নেতানিয়াহু তার ভূমি খালি করার প্রকল্প আরও নির্মমভাবে এগিয়ে নিতে পারেন।

ইসরায়েল এখন ফিলিস্তিনিদের ধারাবাহিক হত্যাকারীতে পরিণত হয়েছে এবং যত বেশি হত্যা করছে, তত বেশি হত্যার চক্রে আটকে যাচ্ছে। ট্রাম্প কিংবা ব্যঙ্গাত্মকভাবে নাম দেওয়া তথাকথিত 'বোর্ড অব পিস' কেউই নেতানিয়াহুকে গাজা উপত্যকার আরও বড় অংশ দখল করা থেকে থামাতে পারবে না।

হামাস যেমন নিরস্ত্র হবে না, তেমনি হিজবুল্লাহ বা ইরানও হবে না। এমনকি ইসরায়েল পুরো গাজা পুনর্দখল করলেও মূল সমস্যা একই থাকবে। গাজা দেখিয়ে দিয়েছে, তাদের সামাজিক বন্ধন এতটাই শক্তিশালী যে নজিরবিহীন দমন-পীড়নও তা ভাঙতে পারেনি। গাজা ভেঙে পড়বে না। প্রতিটি পরিবার এখন তাদের দাফন না হওয়া স্বজনদের কবরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা এই ভূমি ছাড়বে না।

যদি নেতানিয়াহু আবার গাজায় হামলা শুরু করেন, তাহলে বিশ্ব জনমত আবারও বিস্ফোরিত হবে। ইসরায়েলের অর্থনীতি বৈশ্বিক ব্যবসায়িক বয়কট মোকাবিলার মতো অবস্থায় নেই।

মধ্যপ্রাচ্য সত্যিই বদলে গেছে। কিন্তু নেতানিয়াহু যেমন চেয়েছিলেন, তেমনভাবে নয়। ইরানের ওপর হামলা গত ২৫ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো ইসরায়েল ও তার প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বড় কৌশলগত বিভাজন তৈরি করেছে। এর ফলে ইরানের 'সফট পাওয়ার' বেড়েছে। ফিলিস্তিন, লেবানন এবং পুরো অঞ্চলে প্রতিরোধের মনোভাব আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী হয়েছে, যদিও সিরিয়া আর ইরানের বলয়ে নেই।

অনন্ত যুদ্ধ ও সম্প্রসারণবাদী মতাদর্শ নিয়ে ইসরায়েল খুব দ্রুতই একা নিজের সামরিক শক্তির সীমায় পৌঁছে যাবে। তখন পিছু হটা অনিবার্য হবেড় সিরিয়ায় যেমন, শেষ পর্যন্ত লেবাননেও তেমন। এমন একটি প্রকল্পে যাত্রা শুরু করাটাই হয়তো শেষ পর্যন্ত ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় কৌশলগত ভুল হিসেবে প্রমাণিত হবে।

ডেভিড হার্স্ট মিডলইস্ট আইয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক।

মিডলইস্ট আই থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে অনূদিত এবং কিছুটা সংক্ষেপিত।

স্বপ্নের গন্তব্যে
পরিবারকে নিয়ে
উড়ে চলুন
JFK ⇋ DHAKA
ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
www.digitaltraveltour.com
BOOK NOW 718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102

নীরব ঘাতক সম্পর্কে

২১ পৃষ্ঠার পর

অন্য কোনো শারীরিক কার্যক্রম উপকারী।
৩. স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস
বেশি শাকসবজি ও ফল
পরিমিত মাছ ও প্রোটিন
কম চিনি ও কোমল পানীয়
কম প্রক্রিয়াজাত খাবার
অতিরিক্ত ভাত ও মিষ্টি নিয়ন্ত্রণ
৪. ডায়াবেটিস ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ
এসব রোগ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বর্তমানে ফ্যাটি লিভারের জন্য নতুন কিছু ওষুধ নিয়ে আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়েছে। তবে সবার জন্য ওষুধ প্রয়োজন হয় না। রোগের অবস্থা অনুযায়ী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
বাংলাদেশিদের জন্য বিশেষ বার্তা
বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি। আমাদের খাদ্যাভ্যাস, কম শারীরিক পরিশ্রম এবং দ্রুত নগরায়নের কারণে এই রোগ বাড়ছে।
তাই যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, অতিরিক্ত ওজন, উচ্চ কোলেস্টেরল বা পারিবারিক ইতিহাস আছে, তাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা উচিত।
শেষ কথা
ফ্যাটি লিভার একটি নীরব রোগ, কিন্তু এর পরিণতি নীরব নয়। সচেতনতা, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং সময়মতো রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে আমরা এই ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য সমস্যার মোকাবিলা করতে পারি।

প্রবাসীদের পাসপোর্ট ফি

৫৬ পৃষ্ঠার পর

প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ২০২৬ সালের ৪ জুন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশে বর্তমানে সক্রিয় পাসপোর্টধারীর সংখ্যা ২ কোটি ৫৪ লাখ ৩৩ হাজার ৬৩ জন।
অভিবাসী কর্মীদের জন্য পাসপোর্টসেবা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট ফি কমানোর বিষয়ে পাসপোর্ট অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত একটি প্রস্তাব বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনাধীন রয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য পাসপোর্টসেবা আরও সহজলভ্য করতে সরকার ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।চ
সেবা আরও আধুনিক ও গতিশীল করার বিষয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ওবিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের পাসপোর্টের আবেদন সহজ করতে বিভিন্ন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনগুলোতে মোবাইল এনরোলমেন্ট কিট (এমইকে)-এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, ওবাংলাদেশ মিশনগুলোতে আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের পাসপোর্টসেবা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
বিদেশে অবস্থিত দূতাবাস ও মিশনগুলোতে পাসপোর্ট দ্রুত পৌঁছে দিতে সরকারের নতুন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সরকার আন্তর্জাতিক কুরিয়ার প্রতিষ্ঠান ফেডএক্সের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশের মিশনগুলোতে পাসপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে।

বিশ্ব অর্থনীতিকে স্থায়ীভাবে

৫ পৃষ্ঠার পর

বিমান হামলা শুরুর আগে বিশ্ব অর্থনীতি ঠিক যে অবস্থায় ছিল, এই চুক্তির পর সবকিছু আবার ঠিক সেখান থেকেই শুরু হবে-এমনটা আর আশা করা যাচ্ছে না।
এই যুদ্ধ বিশ্বজুড়ে এমন কিছু পরিবর্তনের সূচনা করেছে, যা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন হবে।
পুনর্গঠিত হচ্ছে বৈশ্বিক জ্বালানি ব্যবস্থা
মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল ও গ্যাস সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং জ্বালানির দাম আকাশচুম্বী হওয়ার কারণে বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্যে এক বড় পরিবর্তন আসছে। পারস্য উপসাগর থেকে শুরু করে আমেরিকার জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশগুলো বাজারে নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে বা বাড়াতে মরিয়া হয়ে উঠেছে; অন্যদিকে আমদানিকারক দেশগুলো তাদের জ্বালানি নির্ভরতা কমাতে এবং নিজস্ব সরবরাহ সুরক্ষিত করতে হিমশিম খাচ্ছে। এর ফলে জ্বালানি বাজার পরিবর্তিত হচ্ছে, জ্বালানির মিশ্রণ (এনার্জি মিক্স) বদলে যাচ্ছে এবং এই খাতের মূল খেলোয়াড়দের মধ্যেও পরিবর্তন আসছে। আমদানি করা জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল এশিয়া, ইউরোপ এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের দেশগুলোর চরম নাজুক পরিস্থিতি-বিকল্প জ্বালানি খোঁজার প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করেছে। কোনো কোনো দেশে, যেমন দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানে, এর ফলে কয়লার মতো পরিবেশ দূষণকারী জ্বালানির ব্যবহার সাময়িকভাবে বেড়েছে।
তবে দীর্ঘমেয়াদে, মাত্র চার বছরের ব্যবধানে দ্বিতীয়বারের মতো আসা এই জ্বালানি ধাক্কা- দেশে দেশে সৌর ও বায়ুবিদ্যুতের মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানির পাশাপাশি পারমাণবিক শক্তির দিকে যাওয়ার রূপান্তর প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করবে।
লন্ডন-ভিত্তিক জ্বালানি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এম্বার-এর বিশেষজ্ঞ ড্যান ওয়াল্টার বলেন, ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের সময়ের তুলনায় বর্তমানে বৈদ্যুতিক ব্যাটারির প্রযুক্তি এবং কার্যকারিতার ব্যাপক উন্নয়ন-এই রূপান্তরকে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত করে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বের অনেক জায়গাতেই বৈদ্যুতিক গাড়ি (ইভি) এখন সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে চলে আসছে। এছাড়া, গত এপ্রিল মাসে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশ্বব্যাপী গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে বায়ু ও সৌরশক্তি থেকে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। ওয়াল্টার বলেন, "এটি একটি মস্ত বড় পরিবর্তন। পাঁচ বছর আগেও যে খাত প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লড়াই করছিল, এখন তা স্পষ্টতই অনেক বেশি সস্তা হয়ে উঠেছে।চ তিনি আরও জানান, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ এখন অনেক বেশি নিরাপদ ও লাভজনক হয়ে উঠেছে, যেখানে আগে বিনিয়োগের টাকা ফেরত পেতে ৩০ বছর লাগত, এখন তা প্রায় দুই বছরের মধ্যেই উঠে আসছে। জালানি উৎপাদনকারী দেশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও বদল আসছে। এই যুদ্ধ সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) এবং সৌদি আরবের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে আমিরাত তেল উৎপাদনকারীদের জোট ওপেক প্লাস ত্যাগ করেছে। জোট থেকে আমিরাতের এই বেরিয়ে যাওয়ার আসল প্রভাব এই অঞ্চলে তেলের উৎপাদন পুনরায় পুরোদমে শুরু হলেই কেবল টের পাওয়া যাবে। তবে তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন ওপেক দুর্বল হয়ে পড়লে, তা জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।
আমিরাতে সঙ্গে এই বিভক্তি সৌদি আরবকে রাশিয়ার আরও কাছাকাছি যেতে উৎসাহিত করেছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চলতি মাসে সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত একটি অর্থনৈতিক ফোরামে সৌদি কর্মকর্তাদের গেস্ট অব অনার বা সম্মানিত অতিথি হিসেবে আপ্যায়ন করেছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অপরিশোধিত তেল ও গ্যাস উৎপাদনকারী দেশ রাশিয়া-ইরান যুদ্ধের কারণে অন্যান্য দিক থেকেও লাভবান ও শক্তিশালী হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন সাময়িকভাবে রাশিয়ার ওপর আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে, যার ফলে ধুঁকতে থাকা নিজস্ব অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে তেল রপ্তানি থেকে বড় অংকের মুনাফা করার সুযোগ পেয়েছে মস্কো। আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পাড়ে, বিশ্ব যখন বিকল্প জ্বালানি সরবরাহকারী খুঁজছে-তখন ব্রাজিল, ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা এবং গায়ানা তাদের তেল উৎপাদন সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে চলেছে।
সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী চীন
এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘ সময় ধরে জ্বালানি নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং এর বৈচিত্র্যকরণের এই ধারা অব্যাহত থাকবে। আর নবায়নযোগ্য জ্বালানির এই সম্ভাব্য জোয়ার থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে চীন।
উইন্ড টারবাইন (বায়ুকল), হাই-ভোল্টেজ ক্যাবল, ট্রান্সফরমার, সোলার প্যানেল, ব্যাটারি এবং জ্বালানি প্রবাহ ব্যবস্থাপনার সফটওয়্যারসহ যাবতীয় আধুনিক প্রযুক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে চীন বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বহুগুণ এগিয়ে রয়েছে।
অন্যান্য দেশের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চীনের এই ক্রমবর্ধমান ভূমিকা, দেশটির কৌশলগত প্রভাব এবং বৈশ্বিক গুরুত্বকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।
বৈশ্বিক জ্বালানি খাতের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান উড ম্যাকেঞ্জি-র বিশ্লেষকদের চূড়ান্ত মূল্যায়ন হলো, "চীন এই পরিস্থিতিতে একচেটিয়া বিজয়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে।চ
নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পগুলো বন্ধ করার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের আগ্রাসী তৎপরতা-এমনকি উইন্ড ফার্ম বা বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র বাতিলের জন্য কোম্পানিগুলোকে অর্থ দেওয়ার মতো ঘটনা-ইঙ্গিত করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মূলত এই বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে এবং তাদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীর (চীন) হাতে শিল্প ও প্রযুক্তির একচ্ছত্র সুবিধা ছেড়ে দিচ্ছে।
অর্থনৈতিক এই সুবিধার পাশাপাশি ভূরাজনৈতিক সুবিধাও চীনের অবস্থানকে আরও মজবুত করেছে। এই যুদ্ধ ইউরোপের দীর্ঘদিনের মিত্রদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের দূরত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, যা চীনকে আন্তর্জাতিক নেতা হিসেবে নিজের ভূমিকা আরও বড় করার একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে।
আস্থার পুনরুদ্ধার করা কঠিন হবে
পারস্য উপসাগর থেকে তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অন্যান্য মালামাল পরিবহনের একমাত্র সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালী দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজগুলো আর কখনোই আগের মতো অবাধে চলাচল করতে পারবে কি না, তা নিয়েও গভীর সংশয় রয়েছে।
আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও-ইরান এই সংকীর্ণ জলপথ দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলোর ওপর ফি বা টোল আরোপের জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে। এমনকি এই নতুন ফি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর না হলেও, ইরান বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা যখন খুশি তখন বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যাহত করতে পারে, যা এই রুটে ঝুঁকি এবং খরচ উভয়ই বাড়িয়ে দিচ্ছে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে সবাই হেরেছে

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল সামরিকভাবে কিছু কৌশলগত ও অপারেশনাল সাফল্য অর্জন করলেও, যুদ্ধ শুরুর সময় ঘোষিত রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি।

ইরানের সরকারের পতন ঘটেনি এবং তেহরান আরও কঠোর ভাবমূর্তি ধারণ করেছে। একইসঙ্গে হরমুজ প্রণালি বন্ধ করার মাধ্যমে তারা একটি নতুন ও শক্তিশালী দর-কষাকষির হাতিয়ারও খুঁজে পেয়েছে।

এদিকে, একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র আবারও মধ্যপ্রাচ্যের ব্যয়বহুল সংঘাতে জড়িয়ে পড়ায় মিত্রদের কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল হয়েছে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সামরিক সক্ষমতাও কমেছে।

অন্যদিকে সৌদি আরব ও অন্যান্য আরব উপসাগরীয় দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে ইসরায়েলের প্রচেষ্টা আরও পিছিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। পাশাপাশি যুদ্ধ-পরবর্তী আঞ্চলিক ব্যবস্থায় ইরানের হুমকি দূর করতেও তারা ব্যর্থ হয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, যুদ্ধটিকে শুধু যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের পরাজয় হিসেবে দেখলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা আড়াল হয়ে যায়। বাস্তবে এই সংঘাতে জড়িত প্রায় সব পক্ষই কোনো না কোনোভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছে। যুদ্ধের ফলে কেউই তাদের প্রত্যাশিত কৌশলগত অবস্থান অর্জন করতে পারেনি।

একই সঙ্গে এই যুদ্ধ কোনো পক্ষকে সুস্পষ্ট বিজয় এনে দিতে পারেনি কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীল নতুন আঞ্চলিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। বরং এটি আঞ্চলিক বিভাজন ও নিরাপত্তাহীনতা বাড়িয়েছে এবং ইরান, আরব উপসাগরীয় দেশগুলো, রাশিয়া ও চীনসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রধান শক্তির জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত ক্ষতির কারণ হয়েছে।

একই সঙ্গে যুদ্ধটি প্রমাণ করেছে যে, বৈশ্বিক অস্থিরতার নতুন বাস্তবতায় কোনো দেশই ক্ষতির বাইরে থাকতে পারবে না।

ইরান হয়তো সরকার পতন এড়াতে পেরেছে, তবে তাদের ভবিষ্যৎ বিকল্পগুলো সংকুচিত হয়ে পড়েছে। টিকে থাকার মূল্য হিসেবে মিত্রদের কাছে দেশটির অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়েছে, অর্থনৈতিক ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়েছে এবং জাতীয় পুনরুদ্ধারের পথও সংকুচিত হয়েছে।

চীন ও রাশিয়া ইরানকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি। এতে প্রমাণ হয়েছে যে ইরানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রকৃত সামরিক বা রাজনৈতিক জোটের মতো নয়; বরং তা মূলত পারস্পরিক স্বার্থনির্ভর। যুদ্ধের পর ইরানকে এসব অংশীদারের ওপর আরও বেশি নির্ভর করতে হবে, তবে তা করতে হবে আগের চেয়ে দুর্বল অবস্থান থেকে এবং কম দর-কষাকষির সক্ষমতা নিয়ে।

যুদ্ধের অর্থনৈতিক ক্ষতি ইরানের জন্য অস্তিত্বের সংকটে পরিণত হতে পারে। যুদ্ধের ফলে দেশটির মুদ্রা রিয়ালের দরপতন আরও ত্বরান্বিত হয়েছে, মূল্যস্ফীতি বেড়েছে এবং ইস্পাত কারখানা, জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও বিদ্যুৎ অবকাঠামোসহ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প স্থাপনাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সংঘাত চলাকালে ১০ লাখের বেশি মানুষ চাকরি হারিয়েছে-এমন অনুমান সঠিক হলে, এটি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে অর্থনৈতিকভাবে অস্থিতিশীলকারী ঘটনাগুলোর একটি হয়ে উঠতে পারে। যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে এসে ইরানকে সামরিক সক্ষমতা পুনর্গঠন এবং জনগণের গভীর অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার মধ্যে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

বিশ্লেষকদের মতে, যুদ্ধের ফলে ইরানের সামরিক-নিরাপত্তা অভিজাত গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা আরও কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এতে স্বল্পমেয়াদে সরকারের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী হলেও দীর্ঘমেয়াদে জনঅসন্তোষ, অর্থনৈতিক সংস্কার ও রাজনৈতিক অভিযোজনের সক্ষমতা কমে যেতে পারে।

আরব উপসাগরীয় দেশগুলোর জন্যও যুদ্ধটি বড় ধাক্কা হয়ে এসেছে। কারণ এই যুদ্ধ আরব উপসাগরীয় দেশগুলোর সবচেয়ে বড় কিছু আশঙ্কাকেও বাস্তবে পরিণত করেছে। উপসাগরীয় নেতারা ইরানের সঙ্গে বড় ধরনের যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ তারা জানতেন যে সংঘাতের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, অথচ এর প্রভাব অধিকাংশই তাদের ভোগ করতে হবে।

ইরানের হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়াও সুস্পষ্ট দেখিয়েছে যে ভৌগোলিক অবস্থান উপসাগরীয় অর্থনৈতিক মডেলের একটি মৌলিক দুর্বলতা।

দশকের পর দশক ধরে উপসাগরীয় দেশগুলো নিজেদের বৈশ্বিক অর্থনীতি, লজিস্টিকস, পর্যটন ও প্রযুক্তির কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে তারা বৈশ্বিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অবকাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেও নিজেদের অবস্থান গড়ে তুলতে চেয়েছে।

কিন্তু যুদ্ধটি তাদের স্থিতিশীলতার ভাবমূর্তি ভেঙে দিয়েছে এবং ইরানি হামলার প্রতি তাদের দুর্বলতা আবারও সামনে এনেছে। যদিও এই যুদ্ধ তাদের জন্য জ্বালানি আয়ের ওপর নির্ভরতা কমানোর প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরালো করেছে, একই সঙ্গে তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনাকেও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।

এ ছাড়া এই সংঘাত উপসাগরীয় দেশগুলো ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আস্থার ঘাটতি আরও বাড়িয়েছে। যুদ্ধটি যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ছত্রছায়ার সীমাবদ্ধতা সামনে এনেছে এবং ওয়াশিংটন যে তাদের নিরাপত্তা উদ্বেগকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি-এ নিয়েও হতাশা বাড়িয়েছে।

আরব উপসাগরীয় দেশগুলো দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বাস করেছে যে যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে প্রতিরোধ করতে এবং প্রয়োজনে ঘায়েল করতে সাহায্য করবে। তবে এই যুদ্ধ দেখিয়েছে, তেহরানের সঙ্গে সংঘাতের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি থেকে তাদের রক্ষা করার সক্ষমতা ওয়াশিংটনের নেই। ফলে এসব দেশকে এখন অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য আনার পরিকল্পনার পাশাপাশি, নিজেদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়াতেও বিনিয়োগ করতে হবে।

রাশিয়ার অবস্থানও প্রথমে যতটা সুবিধাজনক মনে হয়েছিল, বাস্তবে ততটা নয়। তেলের দাম বৃদ্ধি এবং সীমিত নিষেধাজ্ঞা শিথিলতার কারণে মস্কো স্বল্পমেয়াদে কিছু সুবিধা পেয়েছে। তবে এই যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে রুশ প্রভাব দুর্বল হওয়ার প্রবণতা আরও ত্বরান্বিত হয়েছে।

একই সঙ্গে ইরানে মোতায়েন রুশ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার মুখে কার্যকর প্রমাণিত হয়নি।

ইরান যুদ্ধ শুধু যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল বা ইরানের জন্য নয়, রাশিয়া ও চীনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে বলে বিশ্লেষকদের মত। যুদ্ধের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে দুই দেশের প্রভাব ও অবস্থানের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সামনে এসেছে।

সংঘাত চলাকালে ইউক্রেন আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের সক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ নেয়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ড্রোন প্রতিরক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপসাগরীয় দেশগুলো এবং সিরিয়ার সঙ্গে অংশীদারত্ব চুক্তি সই করেছেন। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার কৌশলগত অবস্থান আরও দুর্বল হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে ইরান ও আরব উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে রাশিয়ার সক্ষমতাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। ইরানের প্রতি মস্কোর সমর্থন, বিশেষ করে ৭ এপ্রিল জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে হরমুজ প্রণালি পুনরায় চালুর প্রস্তাবে ভেটো দেওয়ার সিদ্ধান্ত, উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে।

এই যুদ্ধ রাশিয়ার কূটনৈতিক প্রভাবের সীমাবদ্ধতাও প্রকাশ করেছে। সংঘাতের ফল নির্ধারণে মস্কো উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। ফলে তেলের দাম বৃদ্ধি ও সীমিত নিষেধাজ্ঞা শিথিলতার মতো স্বল্পমেয়াদি অর্থনৈতিক সুবিধা পেলেও মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার কৌশলগত অবস্থান ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।

চীনের স্বল্পমেয়াদি অর্জনও একইভাবে দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জকে আড়াল করছে। সংঘাত চলাকালে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় বেশি স্থিতিশীল ও সংযত শক্তি হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করে বেইজিং কিছু সুবিধা পেয়েছে। ইরানে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ব্যবহারের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক প্রস্তুতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় চীনের তুলনামূলক অবস্থানও কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে।

তবে চীনও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। দীর্ঘমেয়াদে চীনের জন্যও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অংশ হিসেবে ইরানে চীনের শত শত কোটি ডলারের বিনিয়োগ ঝুঁকির মুখে পড়েছে। একই সঙ্গে আরব উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে চীনের সম্পর্কেও চাপ তৈরি হয়েছে। বেইজিং ইরানকে হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলতে রাজি করাতে পারেনি। পাশাপাশি রাশিয়ার সঙ্গে মিলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে।

এতে তেহরানের ওপর চীনের প্রভাবের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে এবং উপসাগরীয় আরব নেতাদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে সবাই হেরেছে

৩৬ পৃষ্ঠার পর

তার মতে, কংগ্রেসের উচিত বিলিয়নেয়ারদের ওপর আরও কার্যকরভাবে কর আরোপের উপায় নিয়ে ভাবা এবং অতিধনীরা যাতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর অনৈতিক প্রভাব খাটাতে না পারে তা নিশ্চিত করা।

তবে প্রগতিশীল অর্থনীতিবিদদের অনেকে যুক্তি দেন, ইলন মাস্কের মতো বিপুল পরিমাণ সম্পদের পাহাড় স্বভাবগতভাবেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ব্যবস্থাকে বিকৃত বা কলুষিত করে। এটি অতিধনীদের সরকারি নিয়ন্ত্রণ, কর ফাঁকি এবং জবাবদিহিতা এড়ানোর অনেক সুযোগ তৈরি করে দেয়। বৈষম্য নিয়ে গবেষণাকারী ফরাসি পণ্ডিত গ্যাব্রিয়েল জুকম্যান বলেন, "এটি বাজারকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা, এটি প্রতিযোগীদের কিনে নেওয়ার ক্ষমতা এবং এটি নীতিনির্ধারণকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। আপনি যদি একটি সুশৃঙ্খল ও কার্যকর বাজার অর্থনীতি চান, তবে সমাজের একদম শীর্ষস্তরে চরম সম্পদের সাথে ক্ষমতার এমন অতি-কেন্দ্রীকরণ মোটেও শুভ লক্ষণ নয়। এটি বাজারকে বিকৃত করে, এটি গণতন্ত্রকেও ধ্বংস করে।চ

এআই বুদবুদ ও ভবিষ্যৎ সংকট

এআই-এর এই জোয়ার বা জোয়ারের উন্মাদনা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কিছু বিশ্লেষক সন্দিহান যে স্পেসএক্স এবং অন্যান্য কোম্পানিগুলো তাদের আকাশচুম্বী বাজার মূল্যায়নের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার মতো মুনাফা অর্জন করতে পারবে কি না। যদি এই সংশয়বাদীদের ধারণাই সত্যি হয়, তবে শেয়ারের দাম নাটকীয়ভাবে কমে যেতে পারে এবং ইলন মাস্কের এই ট্রিলিয়নেয়ারের মর্যাদাও হয়তো স্বল্পস্থায়ী প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের পতন সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের জন্যও মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এআই-সংক্রান্ত বিনিয়োগগুলো এই অস্থির সময়ে মার্কিন অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে বড় সাহায্য করেছে; মজুরি বৃদ্ধি যখন থমকে গেছে, তখন শেয়ার বাজারের এই চাঙ্গা ভাব সাধারণ মানুষের খরচ করার ক্ষমতা ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। এআই-এর এই বুদবুদ যদি ফেটে যায়, তাহলে ডেটা সেন্টারের ওয়্যারিং করা ইলেকট্রিশিয়ান থেকে শুরু করে অভিজাত রেস্তোরাঁয় ধনী বিনিয়োগকারীদের সেবা দেওয়া ওয়েটার-সব স্তরের লাখ লাখ মার্কিনীর চাকরি ঝুঁকিতে পড়বে। একই সাথে এর ফলে অবসরকালীন অ্যাকাউন্ট এবং কলেজ সেভিং প্ল্যানে থাকা সাধারণ মানুষের লাখো কোটি ডলারের কাগুজে সম্পদ (অর্থাৎ তাদের ধারণ করা বন্ড বা শেয়ারমূল্য) এক নিমেষেই কর্পূরের মতো উড়ে যাবে। এই ঘটনা এআই প্রযুক্তিকে সাধারণ কর্মীদের জন্য এক ধরনের ক্যাচ-২২ বা উভয়সংকটময় পরিস্থিতিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে: এই প্রযুক্তি যদি অর্থনীতি পুনর্গঠনে সফল হয়, তবে কর্মীরা চাকরি হারাতে পারে; আর যদি এটি তার প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়, তবে সাধারণ মানুষের অবসর জীবনের সঞ্চয় ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে।

সংগঠনের বিরুদ্ধে চলমান মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত

৫২ পৃষ্ঠার পর

কেউ গ্রেফতার ও হন। মামলাররেকর্ড (ঈজ - ০১৩২৪৫-২৫ কঘ) অনুযায়ী বার্গলারি, থার্ড ডিগ্রী, এটেম্পটেড বার্গলারি - থার্ড ডিগ্রী, ক্রিমিনাল মিসছেফ -ফোর্থ ডিগ্রীএবং ক্রিমিনাল ট্রেসপাস এর বিষয় উল্লেখ করা হয়। যদিওগ্রেফতারকৃতদের কেউ কেউ তাদেরকে মাদক মামলা দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। উপরোক্ত ক্রিমিনাল মামলার ফলশ্রুতিতে কারোরকারোর বিরুদ্ধে অর্ডার অফ প্রটেকশনও জারি করা হয়।

অনাদায়ী ভাড়া আদায়ের মামলা -

আপনারা অনেকেই অবগত আছেনচট্টগ্রাম ভবনের একটি অন্যতম আয়ের উৎস হলো এই ভবনের ছয়টিএপার্টমেন্টের ভাড়া। এই ভবনের এই আয়ের উৎস নানা সময়ে নানামহল তসরুফ করেছেন , বিশেষ করে বিবাদমান দুই দলের পক্ষ এবংবিপক্ষ নিয়ে কতিপয় অসাধু ভাড়াটিয়া সুযোগ গ্রহণ করে আসে এবংএবার ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মাকসুদ - মাসুদ প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরা দুজন প্রার্থী চট্টগ্রাম ভবনের ভাড়াটিয়া,- নির্বাচনের পর থেকে নিয়েআজ অবধি এই দুইজন এবং তাঁদের যোগসাজশে অন্য আরো এক জন ভাড়াটিয়া কোনো ভাড়া পরিশোধ করেনি। ভাড়া আদায় করতে গেলেতারা বলেছেন, তারা নাকি অন্য পক্ষকে ভাড়া দিয়েছেন। নানা চেষ্টাতদবির করার পর ও যখন তারা ভাড়া পরিশোধ করেননি তখনউপায়ান্তর না দেখে ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির পরামর্শের ভিত্তিতেল্যান্ডলর্ড এবং টেনান্ট কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। এখানে উল্লেখ্যযে, চট্টগ্রাম সমিতির ভাড়া আদায়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট ম্যানেজমেন্টকোম্পানিকে চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছে অন্তর্বতীকালীন কমিটির সময়ে, পরবর্তীতে বর্তমান সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব মহম্মদ আবুতাহের এবং মহম্মদ আরিফুল ইসলাম চট্টগ্রাম সমিতির পক্ষে পুরানোচুক্তি নবায়ন করেন। আজ অবধি এই তিনজন ভাড়াটিয়ার কাছেচট্টগ্রাম সমিতির পাওনা ভাড়ার পরিমান ৮৯৭৭১১.২০ (সাতানব্বইহাজার সত্য এগারো ডলার বিশ সেন্টস)। বর্তমানে এই অনাদায়ীভাড়ার মামলাটি ট্রায়াল এর জন্য অপেক্ষমাণ রয়েছে। আমরা বিশ্বাসকরি, অচিরেই যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই তিনজন ভাড়াটেকেআমরা উচ্ছেদ কোর্টে সমর্থ হবো এবং অনাদায়ী অর্থ যুক্তরাষ্ট্রেরপ্রচলিত আইন অনুযায়ী ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হবো।
ল্যান্ডলর্ড এবং টেনান্ট কোর্টের মামলা # ৩২৪৭৬৮/২৫

নির্বাচন কমিশন, অন্তর্বতীকালীন কমিটি, বর্তমান কার্যকরী কমিটি এবংইউনাইটেড ইলেকশন সার্ভিসের বিরুদ্ধে সিভিল মামলা -

নির্বাচনীপ্রচার কালে চট্টগ্রামবাসীর কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, সম্পূর্ণঅন্যায়ভাবে পরাজিত মাকসুদ- মাসুদ প্যানেলের সদস্য এবং তাঁদেরকিছু সহযোগী বর্তমান কার্যকরী কমিটি, ইলেকশন কমিশন , নির্বাচনপরিচালনাকারী সংস্থা ইউনাইটেড ইলেকশন সার্ভিস এর বিরুদ্ধে একটিসিভিল মামলা দায়ের করে। মামলার বিবরণীতে তারা নিজেদেরচট্টগ্রাম সমিতির মালিক দাবি করে আদালতের কাছে বিচার চান। আসলে এর পেছনে অন্য কাহিনী লুকায়িত আছে বলে কেউ কেউধারণা করছেন। অন্যথায় আজ অবধি তাদের দায়ের করা এই মামলাআলোর মুখ দেখেনি , চট্টগ্রামবাসীদের এবং সংশ্লিষ্ট মহলকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই মামলা দায়ের করা হয়। বর্তমানে এই মামলার শুনানিরতারিখ নির্ধারিত হয়েছে ২০২৭ সালের গ্রীষ্মকালীন সময়ে। এই মামলারঅজুহাত দেখিয়ে তারা চট্টগ্রামবাসীর সামনে তাদের অস্তিত্ব ধরে রাখতেচায়। ইতিমধ্যেই তাদের এই গোপন আশার গুড়ে বালি পড়েছে !!!
সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা এই মামলার নম্বর #৫৩৫১৪৬/২০২৪।

চট্টগ্রাম সমিতির বর্তমান কার্যক্রম - নভেম্বর,২০২৪ এ দায়িত্ব গ্রহণের পরথেকে আজ অবধি চট্টগ্রামবাসীর অব্যাহত সহযোগিতায় তাহের-আরিফ এর নেতৃত্বে বর্তমান কার্যকরী কমিটি ব্যাপক কর্মযজ্ঞ সম্পাদনকরেছেন। দীর্ঘদিনের অচলায়তন ভেঙে যোগ্য এবং সৎ মানুষদেরসমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড এবং উপদেষ্টা পরিষদ গঠন , বৃহৎ আঙ্গিকে ইফতারমাহফিল, প্রথম বারের মতন কুইন্স এ বড় আঙ্গিকে ইফতার মাহফিল , প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোক সমাগমে বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কেপিকনিক, পবিত্র ঈদ এ মিলাদুন্নবী সাঃ উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল এবংচাটগাইয়া মেজবান , দুইটি বৃহৎ পরিসরে পহেলা বৈশাখ উদযাপন, বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের এর দ্বিতীয়বারেরমতন নির্বাচিত কাউন্সিলওমেন শাহানা হানিফ কে সংবর্ধনা প্রদান, বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন ইত্যাদি।
এছাড়া ও যেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই জনকল্যাণমুখী সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিতহয়েছিল সেই অন্যতম প্রধান কাজ - মৃতের দাফন / সৎকার। দায়িত্বগ্রহণের পর থেকে আজ অবধি সাতজনকে বিনামূল্যে কবরস্থ করা হয়েছেনিউজার্সির মার্লবোরো মুসলিম সিমেট্রিতে। এছাড়া ও অন্য দুইজনকেআর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে। আল্লাদের সকলের দোয়াতে এবংসহযোগিতায় আমরা আরো কিছু কবর ক্রয়ের ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছি এবং এই বিষয়টিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য একটিশক্তিশালী উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান -

চট্টগ্রাম সমিতির বর্তমান নেতৃত্ব দুর্নীতিএবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে এবং এই অবস্থানঅব্যাহত থাকব। চট্টগ্রামবাসীর হকের অর্থ, লাশ দাফনের অর্থ যারামেরে দিয়েছেন- তাদের কোনো ভাবেই রেহাই দেয়া হবে না, বিচারেরমুখোমুখি করা হবে এবং হয়েছে। যেই অর্থে চট্টগ্রামবাসীর কল্যাণ হবারকথা ছিলো, সেই অর্থ ব্যক্তিবিশেষের পকেটস্থ হয়েছে, যে অর্থেচট্টগ্রামবাসীর লাশ দাফন হবার কথা ছিলো, সেই অর্থে ব্যক্তিবিশেষভোগ বিলাস করেছে। ২০২১ সালে অন্তবর্তীকালীন কমিটি গঠনের পূর্বেভুয়া নির্বাচন দিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে প্রায় ৩৫০০০ হাজার ডলার। নয়শো সদস্য প্রদর্শন করে নির্বাচনের প্রহসন করে ঁঅনেস্ট ব্যালটঢ কে২৫ হাজার ডলার পরিশোধ করেছে বলে দাবি করলে ও সদস্য ফিস্তির অর্থকোথায় জমা হয়েছে তার হদিশ এখনো তৎকালীন নেতৃবৃন্দ দিতেপারেননি। চুরি করতে করতে এই অসৎ গোষ্ঠীটি চুরি বিদ্যায় ব্যাপককুখ্যাতি অর্জন করেছে।
মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে, হারা শশীর হারাহাসি, অন্ধকারেই ফিরে আসে। আকাশ যখন মেঘে আচ্ছন্ন হয়, সূর্য বাচাঁদের আলো তখন ঠিকমতো পৃথিবীতে পৌছায় না। ফলে দিনের বেলায়সূর্য দেখা যায় না, রাতের বেলায় চাঁদ দেখা যায় না। কিন্তু এমন ঘটনাখুবই সাময়িক। দিনের অধিকাংশ সময়ে সূর্য দেখা যায়। একইভাবেমেঘও চাঁদকে বেশিক্ষণ আড়াল করে রাখতে পারে না। পূর্ণিমার রাতেচাঁদের হাসি তাই সবারই দেখার সুযোগ হয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে মেঘেরআড়াল যেমন সত্য, মেঘহীন আকাশও সত্য।
মেঘহীন আকাশের মতন চট্টগ্রাম সমিতির আকাশে ও আমরা ঝলমলেপূর্ণিমার চাঁদের হাঁসি ফোটাবো, সকল অন্ধকার অমানিশাকে হটিয়েদিয়ে, কালো অপশক্তি এবং হায়েনাদের বিতাড়িত করে সুস্থ মনের, সুন্দরমননের মানুষদের নিয়ে গড়ে তুলবো এক অন্যন্য সাধারণ চট্টগ্রামসমিতি।
সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মো: আবু তাহের বলেছেন, মিডিয়ার মাধ্যমে চট্টগ্রামবাসীকে প্রকৃত চিত্র জানাতে এবং দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের যে শক্ত অবস্থান তা অব্যাহত থ াকবে- এই আশ্বাস দিতেই এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বাদীপক্ষ যদি মামলা উঠিয়ে নেয়, তবে আমরা সুষ্ঠুভাবে ও নিয়মতান্তিকভাবে আমাদের পরবর্তী কার্যকরী কমিটি গঠনের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করব এবং বিজয়ী চট্টগ্রাম সমিতির নেতৃবৃন্দকে বরণ করে নিয়ে আমরা চলে যাব। তবে মামলার কারণে যদি ইলেকশান দেয়া সম্ভব না হয় তবে তাহলে আমাদের আরো কিছুদিন দায়িত্ব চালিয়ে যেতে বাধ্য হতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয় আসলে এই মামলার পিছনে অন্য কাহিনী লুকায়িত আছে বলে আমরা মনে করি। অন্যথ ায় আজ অবধি তাদের দায়ের করাই মামলা আলোর মুখ দেখেনি। বর্তমান কমিটির প্রেসিডেন্ট মো: আবু তাহের বলেছেন, পরাজিত প্যানেলের সদস্যরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মামলা করেছে। এই মামলার অজুহাত দেখিয়ে তারা চট্টগ্রামবাসীর সামনে তাদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে চায়।
চট্টগ্রামবাসী ও সংশ্লিষ্ট মহলকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। আসলে মামলার অজুহাত দেখে তারা চট্টগ্রামবাসীর সামনে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চায়।
মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মো: আব্দুর রহিম, সাবেক সভাপতি মো: হানিফ, সাবেক সভাপতি মনিরুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদ রিজভী, মো: সেলিম, ট্রাষ্ট্রি বোর্ডের কো-চেয়ারম্যান কামাল হোসেন মিঠু, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ শফিক, অফিস সম্পাদক- ইমরুল চৌধুরী, উপদেষ্টা- মতিউর রহমান চৌধুরী, এনাম আহমেদ শাহাবুদ্দিন চৌধুরী লিটন. আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, নাসির উদ্দিন প্রমুখ।
সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ আরো অভিযোগ করে বলেন,আমাদের সমিতির নিজস্ব ভবনের ৩ জন ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। গত নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীদের কেউ কেউ ভবনের ৩ জন ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে নগদ অর্থ নিয়ে যাচ্ছে। ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে সমিতির পাওনার পরিমাণ ৯৭৭১১.২০ ডলার। আমরা ল্যান্ডলর্ড এবং ট্যানেল কোর্টে আইনের আশ্রয় নিয়েছি এবং আশা করছি আগামী মাসে আদালতের রায় আমাদের পক্ষে আসবে। অনাদায়ী অর্থ আদায় এবং সেই ৩জন ভাড়াটিয়াকে কোর্টের মাধ্যমে উচ্ছেদ করতে সম্ভব হবো।
লিখিত বক্তব্যের পর উপস্থিত নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ট্রাষ্ট্রী বোর্ডের কো-চেয়ারম্যান কামাল হোসেন মিঠু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদ রিজভী প্রমুখ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।
সংবাদ সম্মেলনে বর্তমান নেতৃত্ব দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতির ঘোষণা দিয়ে দাবি করে, অতীতে সংগঠনের অর্থ আত্মসাৎ এবং অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। তাদের অভিযোগ, ২০২১ সালে অর্ন্তবর্তীকালীন কমিটি গঠনের আগে অনুষ্ঠিত একটি নির্বাচনে অনিয়মের মাধ্যমে প্রায় ৩৫ হাজার ডলার আত্মসাৎ করা হয় এবং বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছ হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি।
শেষে বক্তারা বলেন, চট্টগ্রাম সমিতিকে বিভক্তি, অপপ্রচার ও ব্যক্তিস্বার্থের রাজনীতি থেকে মুক্ত রেখে ঐক্যবদ্ধ, স্বচ্ছ ও জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে তারা কাজ করে যাচ্ছেন। চট্টগ্রামবাসীর সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে সংগঠনটি আরও শক্তিশালী হবে বলেও তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালনকারী প্রয়াত কর্মকর্তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

মজুরি কমছে, বাড়ছে বৈষম্য: মার্কিন নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের নেপথ্যে যে কারণ

৬ পৃষ্ঠার পর

মার্কিন নাগরিকের সামগ্রিক চিত্রটি কিছুটা ভিন্ন ও জটিল। আমেরিকার অর্ধেকেরও বেশি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে (অবসরকালীন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে) পুঁজিবাজারের সাথে যুক্ত, যার অর্থ হলো শেয়ারের রেকর্ড সৃষ্টিকারী মূল্যবৃদ্ধি থেকে তারা অন্তত কিছুটা হলেও উপকৃত হয়েছেন। ফেডারেল রিজার্ভের তথ্য দেখাচ্ছে, গত এক দশকে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর সম্পদ ধনীদের তুলনায় ধীরগতিতে বাড়লেও, তা একেবারে স্থবির ছিল না, বরং বেড়েছে।
তা সত্ত্বেও, অধিকাংশ মার্কিন নাগরিকের কাছেসম্পদ হলো একটি অস্পষ্ট ধারণা, যা কেবল তাদের থাকার বাড়ি এবং এমন অবসরকালীন ব্যাংক হিসাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ-যা তারা যতদিন সম্ভব না ছুঁয়ে রেখে দিতে চান। দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো তাদের নিয়মিত আয়। অথচ গত কয়েক দশক ধরে শ্রমিকদের পকেটে যাওয়া জাতীয় আয়ের অংশ ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মার্কিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে (কোয়ার্টার) এটি ইতিহাসের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছে। বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি শ্রমিক বা কর্মী শ্রেণির বেতনের বড় একটি অংশ গ্রাস করছে। ইরানের সাথে যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে সম্প্রতি জ্বালানির দামের আকস্মিক উল্লম্ফন-মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হারকে গত তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করার পর দেখা যায়, শ্রমিকদের ঘণ্টার ভিত্তির মজুরি টানা তিন মাস ধরে কমেছে, যা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম বছরে অর্জিত সমস্ত অগ্রগতিকে মুছে দিয়েছে। জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার সাথে সাথে ভোক্তাদের আত্মবিশ্বাসের সূচকও নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে।
অবশ্য ইরানের একটি টেকসই যুদ্ধবিরতির আশায়, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে তেলের দাম কিছুটা কমেছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান যদি কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে পারে এবং পারস্য উপসাগর থেকে হরমুজ প্রণালী হয়ে বিপুল সংখ্যায় তেলবাহী ট্যাংকার চলাচল শুরু করে, তবে এই দাম আরও কমতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।
কিন্তু বছরের পর বছর ধরে একটার পর একটা অর্থনৈতিক ধাক্কা খাওয়ার পর কেবল জ্বালানি তেলের দাম কমলেই মার্কিনীদের গভীর উদ্বেগ দূর হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রথমে কোভিড-১৯ মহামারী অর্থনীতির বড় অংশকে অচল করে দিয়েছিল এবং সাময়িকভাবে হলেও কোটি কোটি মার্কিনীকে বেকারত্বের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। এরপর মূল্যস্ফীতি চার দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। তারপর থেকে উচ্চ সুদের হার, শুল্কের বোঝা এবং বারবার মন্দার আশঙ্কা সহ্য করতে হচ্ছে মার্কিন নাগরিকদের।
বামপন্থী থিংক ট্যাংক রুজভেল্ট ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট এলিজাবেথ উইলকিন্স বলেন, ঁপ্রথমে কোভিড, তারপর মূল্যস্ফীতি এবং এর সাথে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার অনুভূতি কেমন ছিল তা যদি আপনি ভাবেন, তবে এসব পরিস্থিতি পার করার পর আপনার মনে এই প্রশ্ন আসাই স্বাভাবিক যেএমন পরিস্থিতিতে আমি কীভাবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করবচ
হার্ভার্ডের অর্থনীতিবিদ স্ট্যান্টচেভা গবেষণায় পেয়েছেন যে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির ধাক্কা ভোক্তাদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটি কেবল তাদের বাজেটের ওপর চাপের কারণেই নয়, বরং এটি তাদের কাছে চরম অন্যায় বলে মনে হয়-কারণ ধনীরা খুব সহজেই বাড়তি দামের সাথে মানিয়ে নিতে পারে, অন্যদিকে কম আয়ের পরিবারগুলোকে টিকে থাকার জন্য মারাত্মক সংগ্রাম করতে হয়। ঁএটি সমাজে একটি বড় ধরনের অসমতা এবং অবিচারের ধারণার জন্ম দেয়,চ তিনি বলেন।

এআই-এর জয়যাত্রা বনাম চাকরি সংকট

এখন মার্কিন নাগরিকেরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়েও এক নতুন হুমকির মুখোমুখি হচ্ছেন, যা হোয়াইট কলার বা দাপ্তরিক চাকরিগুলোর পুরো একটি বড় অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে বলে প্রযুক্তিখাতের শীর্ষ নেতারা সতর্ক করছেন। অনেক অর্থনীতিবিদ অবশ্য এসব ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে সন্দিহান, তবে জনমত জরিপগুলো দেখাচ্ছে যে বহু কর্মী তাদের কর্মজীবনের ওপর এই প্রযুক্তির প্রভাব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত। এছাড়া বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি, পানি সরবরাহ ও বায়ুর মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাবের কথা উল্লেখ করে, দেশটির বিভিন্ন প্রান্তের ভোটাররা তাদের এলাকায় এআই ডেটা সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। এই ধরনের উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে, এআই-এর জয়যাত্রার সাথে সাথে সম্পদের যে অভূতপূর্ব পাহাড় গড়ে উঠছে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে অসন্তোষ দানা বাঁধাটা মোটেও আশ্চর্যজনক নয়। এই প্রযুক্তির সাথে যুক্ত কোম্পানিগুলোই মূলত সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারে শেয়ারদরের ব্যাপক উত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছে। শুক্রবার স্পেসএক্স-এর আত্মপ্রকাশ ছিল এআই কোম্পানিগুলোর বিশাল আইপিও বা প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের প্রথম ধাপ। স্পেসএক্স মূলত রকেট এবং স্যাটেলাইটের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত হলেও, তাদের নিজস্ব একটি এআই ল্যাব রয়েছে এবং তারা এআই অবকাঠামো খাতে বিপুল বিনিয়োগ করেছে।
ইলন মাস্ককে ট্রিলিয়নেয়ার বানানোর পাশাপাশি, এই স্পেসএক্স-এর আইপিও একাই আরও হাজার হাজার নতুন মিলিওনেয়ার এবং বেশ কয়েকজন বিলিয়নেয়ার তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের শীর্ষ উপদেষ্টা এবং কলম্বিয়া বিজনেস স্কুলের অর্থনীতিবিদ গ্লেন হাববার্ড বলেন, ঁবর্তমানে সুপার-রিচ বা অতিধনী প্রযুক্তি মোগলদের অনেকেই এই বলে পরিস্থিতি নিজেদের বিপক্ষে নিয়ে যাচ্ছেন যেআমার উদ্ভাবন আপনাদের জীবনকে ধ্বংস বা ওলটপালট করে দেবেএ তাই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে একটি তীব্র প্রতিক্রিয়া বা ব্যাকল্যাশের আশঙ্কা করা মোটেও অমূলক নয় ।চ হাববার্ড আরও বলেন, বিলিয়নেয়ার বা এমনকি ট্রিলিয়নেয়ারদের অস্তিত্ব নিয়ে তার নীতিগত কোনো সমস্যা নেই, যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষ দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি বা রাজনৈতিক সুবিধার পরিবর্তে নিজস্ব উদ্যোক্তা মানসিকতা এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে ধনী হচ্ছে। তবে তিনি মনে করেন নীতিনির্ধারকদের উচিত জনগণের এই মনোভাবকে গুরুত্বের সাথে নেওয়া।

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি

৫ পৃষ্ঠার পর

ফজলুল হক মিলন তার প্রশ্নে জানতে চান, নতুন রপ্তারি বাজার ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে কুটনৈতিক কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে কি না?

জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি, ব্যবসায়িক যোগাযোগ বাড়ানো, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সম্মেলন আয়োজনের তথ্য তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্প্রতি এগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ (এআরটি) সই হয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন তুলা ব্যবহার করে উৎপাদিত তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে শূন্য শুল্ক সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। চুক্তিটি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ, জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার এবং বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিন দিন আগে গত ৯ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই চুক্তি করে। এই চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা, জ্বালানি পণ্য, সয়াবিন, গম, উড়োজাহাজসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে বলে ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন।

চুক্তি অনুযায়ী, এতে বাংলাদেশকে মানতে হবে ১৩১টি শর্ত। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এতে বাংলাদেশ রাজস্ব হারাবে। আমেরিকা থেকে বেশি দরে পণ্য কিনতে হবে। মার্কিন অনুমতি নিয়ে নীতি ঠিক করতে হবে এবং বাধ্যতামূলক ভাবে অসংখ্য শর্ত পালন করতে হবে।

চুক্তি পছন্দ না হলে এবং ইরান ভালো

৭ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার এই চুক্তিটি মূলত যুদ্ধ অবসানের একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আলোচনা শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই যুদ্ধে এ পর্যন্ত ৭ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই ইরান ও লেবাননের নাগরিক।

চুক্তিকে জি-৭ নেতাদের সমর্থন

জি-৭ এর নেতারা এক বিবৃতিতে বলেন, অঞ্চল এবং এর বাইরে ইরানের সৃষ্ট হুমকি মোকাবিলা করতে এবং তারা যাতে কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা আলোচনার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি।

এই সম্মেলন ট্রাম্পকে তার মিত্র দেশ ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি এবং জাপানের কাছে ইরানের সাথে হওয়া চুক্তির বিষয়টি তুলে ধরার একটি সুযোগ করে দিয়েছে। এই দেশগুলো ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং অন্যান্য বিষয়ে ওয়াশিংটনের উদ্বেগের অংশীদার হলেও তারা ট্রাম্পের যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে কখনোই সমর্থন করেননি। তারা বরং চিন্তিত, একটি পরাশক্তির আক্রমণ প্রতিহত করে এবং হরমুজ প্রণালির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে তেহরান এখন দরকষাকষিতে অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে গেছে।

নেতারা জানিয়েছেন, তারা এই চুক্তি বাস্তবায়নে অবদান রাখতে প্রস্তুত। হরমুজ প্রণালি আবার খুলে দেওয়া হলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নেতৃত্বাধীন একটি জোট সেখানে নৌ-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

চলতি সপ্তাহে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই সমঝোতা স্মারকটি-যা এখনো জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি-গত এপ্রিলে ঘোষিত যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও ৬০ দিন বাড়িয়েছে, যাতে একটি স্থায়ী শান্তি চুক্তির বিষয়ে আলোচনা চালানো যায়।

তবে যুদ্ধের শুরুতে ট্রাম্প যেসব লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তার খুব সামান্যই তিনি অর্জন করতে পেরেছেন বলে মনে হচ্ছে। ইরানের ধর্মতান্ত্রিক সরকার এখনো বহাল রয়েছে, উচ্চ মাত্রার সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুদ তারা হস্তান্তর করেনি, তাদের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা ধ্বংস করা যায়নি এবং লেবাননে হিজবুল্লাহর মতো ইসরায়েল-বিরোধী মিলিশিয়াদের প্রতি তারা সমর্থন বন্ধ করেনি।

ট্রাম্প বলছেন, চুক্তিতে উল্লেখ আছে ইরান কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না-যা মূলত ১৯৭০-এর দশক থেকেই ইরানের আনুষ্ঠানিক অবস্থান। মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, পরবর্তী আলোচনাগুলোর মাধ্যমে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুদ সরিয়ে নেওয়া বা ধ্বংস করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

তবে নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে এমন সব শর্তে যুদ্ধ শেষ করা ট্রাম্পকে তার নিজের রিপাবলিকান পার্টির কট্টরপন্থীদের সমালোচনার মুখে ফেলতে পারে।

লেবাননে কি যুদ্ধ থামবে?

যুদ্ধবিরতি নিয়ে সবচাইতে বড় প্রশ্নগুলোর একটি হলো লেবাননের ভাগ্য। গত মার্চ মাসে ইসরায়েল দেশটিতে আক্রমণ চালিয়েছিল ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহকে নির্মূল করতে। কারণ ইরানের ওপর মার্কিন-ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে হিজবুল্লাহ সীমান্ত দিয়ে রকেট হামলা চালিয়েছিল।

ইসরায়েলি বাহিনী এখনো দক্ষিণ লেবাননের একটি বিশাল অংশ দখল করে রেখেছে, যেখান থেকে ১০ লাখেরও বেশি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। অন্যদিকে হিজবুল্লাহ এখনো অপরাজিত রয়ে গেছে।

ইরান বলছে, যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুযায়ী লেবাননেও শত্রুতা বন্ধ করতে হবে এবং একটি স্থায়ী চুক্তির জন্য অবশ্যই ইসরায়েলি বাহিনীকে প্রত্যাহার করতে হবে। তবে ইসরায়েল-যাদেরকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের এই শান্তি আলোচনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে-জানিয়েছে তারা সেনা প্রত্যাহার করবে না এবং প্রয়োজনে সামরিক শক্তি ব্যবহারের অধিকার রাখে।

এই পরিস্থিতি ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি ফাটল তৈরি করেছে। ট্রাম্প ইতিমধ্যে তার যুদ্ধকালীন মিত্র ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রকাশ্য সমালোচনা করেছেন।

জি-৭ নেতারা তাদের বিবৃতিতে লেবাননে একটি তৎক্ষণাৎ জোরালো যুদ্ধবিরতি এবং হিজবুল্লাহর নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে হরমুজ প্রণালি আবার খুলে যাওয়ার সম্ভাবনায় বুধবার বিশ্ববাজারে তেলের দাম আবারও কমেছে। ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচারের দাম প্রতি ব্যারেল ৮০ ডলারের নিচে নেমে গেছে, যা যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান সংঘাত শুরুর পর সর্বনিম্ন পর্যায়।

ইরানে এখন আরও 'যৌক্তিক নেতৃত্ব'

৭ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে অস্বাভাবিকভাবে সমালোচনামূলক মন্তব্য করে ইসরায়েলকে ভর্ৎসনা করেন। এসময়ই তিনি ইরানের নেতৃত্ব সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন।

মঙ্গলবার ট্রাম্প বলেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুয়ের সঙ্গে তার চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে, তবে ইসরায়েলি নেতাকে লেবাননের বিষয়ে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।

শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামিদ আল থানির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের আগে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ইসরায়েল অত্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং এতে অনেক মানুষ নিহত হচ্ছে।

তিনি বলেন, কাউকে খুঁজছেন বলে প্রতিবার একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবন ধ্বংস করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ ওই সব ভবনে অনেক মানুষ থাকে-এবং তারা সবাই হিজবুল্লাহ নয়।

তিনি আরও বলেন, আমি ইসরায়েলকে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে হিজবুল্লাহকে মোকাবিলার দায়িত্ব সিরিয়ার কাছে ছেড়ে দিতে। কারণ সত্যি বলতে, আমার মনে হয় তারা এ কাজ আরও ভালোভাবে করতে পারত।

রোববার বৈরুতে ইসরায়েলের একটি হামলা ইরানের সঙ্গে চলমান সূক্ষ্ম আলোচনাকে ভেস্তে দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি করলে ট্রাম্প ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান।

তিনি তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে লিখেছিলেন যে হামলাটি ঘটা উচিত ছিল না, বিশেষ করে এমন একটি বিশেষ দিনে, যখন আমরা ইরানের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তির এতটা কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।

মঙ্গলবার তিনি বলেন, ইরানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের দুই ঘণ্টা আগে বৈরুতে ইসরায়েলের হামলা তার ভালো লাগেনি।

তিনি বলেন, আমি তাদের সেটা জানিয়েছি। আমার এটি ভালো লাগেনি, একেবারেই ভালো লাগেনি।

ইসরায়েল যদি লেবাননে আরও হামলা চালায়, তবুও যুক্তরাষ্ট্র ইরান চুক্তি টিকে থাকতে পারবে কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, পারবে।

তিনি বলেন, আমি এটিকে একটি ছোটখাটো যুদ্ধ হিসেবে দেখি।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504

OPEN 6 Days (M-S)

Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
IRS e-file
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
উচ্চ আয়ের সুযোগ
কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তি হলেও

৭ পৃষ্ঠার পর

থেকে বিশ্ববাজারগামী তেল ও গ্যাসের চালান যুদ্ধ-পূর্ববর্তী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে কয়েক মাস সময় লেগে যেতে পারে।

সাড়ে তিন মাস আগে হরমুজ প্রণালী বন্ধ হওয়ার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো দৈনিক ১ কোটি (১০ মিলিয়ন) ব্যারেলেরও বেশি খনিজ তেল উত্তোলন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। উৎপাদকদের জন্য তেলকূপগুলো থেকে আগের মতো পূর্ণ মাত্রায় উত্তোলন শুরু করতেও কয়েক মাস সময় লাগবে। অন্যদিকে, আগামী শুক্রবার প্রত্যাশা অনুযায়ী হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া হলেও এর বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক কেমন, তা এখনও অস্পষ্ট।

যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ওসেন্টার অন গ্লোবাল এনার্জি পলিসি-র সিনিয়র ফেলো ড্যানিয়েল স্টার্নফ গত রোববার বার্তাসংস্থা এপি-কে বলেন, "আমরা ঠিক জানি না (হরমুজ ও উন্মুক্ত বলতে আসলে কী বোঝানো হচ্ছে বা সেখানে আটকে থাকা জ্বালানি কত দ্রুত খালাস বা সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।চ

সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) মতো কিছু উৎপাদক দেশ ইরাকের মতো দেশের তুলনায় দ্রুত উৎপাদন স্বাভাবিক করতে পারবে। যুদ্ধ চলাকালে ইরাককে তাদের উৎপাদনের একটি বিশাল অংশ হ্রাস করতে হয়েছিল, কারণ দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় তেলক্ষেত্রগুলো থেকে বসরা হয়ে অপরিশোধিত তেল বাইরে পাঠানো বা রপ্তানির কোনো বিকল্প পথ ছিল না।

আন্তর্জাতিক জ্বালানি গবেষণা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান উড ম্যাকেঞ্জি-র রিফাইনিং, কেমিক্যালস এবং অয়েল মার্কেটস বিষয়ের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যালান গেল্ডার বলেন, "ইরাকের মতো দেশগুলো অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। কারণ তাদের দীর্ঘ সময় ধরে অনেক বড় আকারের উৎপাদন বন্ধ রাখতে হয়েছে এবং তাদের তেলক্ষেত্রগুলোর বৈশিষ্ট্যও বেশ জটিল।চ

এই বিশেষজ্ঞ এপি-কে আরও বলেন, "তাদের আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পুরো এক বছর সময় লেগে যেতে পারে।চ

গত মে মাসের শেষে উড ম্যাকেঞ্জির বিশ্লেষকরা বলেছিলেন, তেলক্ষেত্র পরিচালনাকারীরা (অপারেটর) যদি একটি পরিমাপিত ও নিয়ন্ত্রিত উপায়ে উৎপাদন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত তেলক্ষেত্রগুলো তিন মাসের মধ্যে আগের উৎপাদনের ৭০ শতাংশ এবং ছয় মাসের মধ্যে ৯০ শতাংশে ফিরে যেতে পারে। তবে জ্বালানি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটির মতে, অবশিষ্ট প্রায় ১০ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন পূর্বাবস্থায় ফেরাতে উল্লেখযোগ্যভাবে দীর্ঘ সময় লাগবে।

স্যাক্সো ব্যাংকের কমোডিটি স্ট্র্যাটেজির প্রধান ওলে হ্যানসেনের মতে, "সরবরাহ শৃঙ্খল কত দ্রুত স্বাভাবিক হচ্ছে এবং রপ্তানি প্রবাহ কতটা পুনরুদ্ধার হচ্ছে, তা বাজারে ভূরাজনৈতিক ঝুঁকির কারণে তৈরি হওয়া বাড়তি দামের (রিস্ক প্রিমিয়াম) স্থায়িত্ব নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।চ

ইতোমধ্যে বেশ কিছু শিপিং বা নৌ-পরিবহন কোম্পানি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আগামী শুক্রবার চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত হওয়ার আগে তারা হরমুজ প্রণালী পার হওয়ার কোনো চেষ্টা করবে না। এমনকি যেসব জাহাজের মালিকরা এই প্রণালী পার হতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যও বিমা (ইন্সুরেন্স) নিশ্চিত করা এবং অন্যান্য ব্যবহারিক জটিলতা দূর করতে গিয়ে পুনরুদ্ধারের এই প্রক্রিয়া আরও বিলম্বিত হতে পারে। এক কথায়, বাস্তবতা হচ্ছে- হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার এই সমঝোতা ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার যুদ্ধের অবসান যদি ঘটাতেও পারে, তবু তেল ও গ্যাস শিল্পের জন্য এটি হবে মূলত এক দীর্ঘ ও জটিল পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার শুরু মাত্র।

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে

৭ পৃষ্ঠার পর

ইরানের অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে ওসন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে অর্থায়ন বন্ধ করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জেডি ভ্যান্স বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ওতারা (ইরান) পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করার বিষয়ে একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প, জেডি ভ্যান্স এবং ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবফ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এই চুক্তিতে সই করেছেন।

ট্রাম্প এটিকে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী দলিল হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, আগামী শুক্রবার জেনেভায় আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের পর খুব শিগগিরই চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হবে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, বুধবারের মধ্যেই এই চুক্তির আরও কিছু বিস্তারিত তথ্য সামনে আসতে পারে।

এই চুক্তির মাধ্যমে বর্তমান যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও ৬০ দিন বাড়ানো হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে উভয় পক্ষ একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছাতে বিভিন্ন কারিগরি ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবে। মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এই বড় ধরনের অগ্রগতিকে ও লেবাননসহ সকল ফ্রন্টে সামরিক অভিযান অবিলম্বে এবং স্থায়ীভাবে বন্ধের একটি পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

মার্কিন কর্মকর্তারা স্পষ্ট করেছেন, লেবানন এই যুদ্ধবিরতির কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হলেও সেখান থেকে ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহার করার বিষয়টি চুক্তির কোনো শর্ত নয়। তাদের মতে, ইসরায়েল তার আত্মরক্ষার অধিকার বজায় রাখবে।

এদিকে সোমবার সন্ধ্যায় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছেন, ইসরায়েলি বাহিনী লেবানন, সিরিয়া এবং গাজার নিরাপত্তা অঞ্চলগুলোতে ও যতদিন প্রয়োজন অবস্থান করবে। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, চুক্তি হোক বা না হোক-ইরানকে কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে দেওয়া হবে না।

ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি রোববারই ইরানি বন্দরগুলোর ওপর থেকে মার্কিন নৌ-অবরোধ অবিলম্বে প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন। একই সাথে তিনি জানান, প্রাথমিক চুক্তি সই হওয়ার পর থেকেই কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়া হবে।

সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প দাবি করেন, ও হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেলের জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে।

ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সামরিক অভিযান বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, তেহরানে কাতারি মধ্যস্থতাকারীদের সাথে টানা ও ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টার দীর্ঘ আলোচনার পর এই প্রাথমিক সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

এদিকে, ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমগুলো এই চুক্তিকে তেহরানের বড় ও বিজয় হিসেবে তুলে ধরছে। ইরানের শীর্ষ সামরিক কমান্ড ও খাতাম আল-আনবিয়া কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর এক বিবৃতিতে বলেছে, তেহরান এবং তার আঞ্চলিক মিত্ররা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে বুঝিয়ে দিয়েছে ও পরাজয় মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথ ছিল না।

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
C&A CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

বারী হোম কেয়ার

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET
BARI PARTY HALL
BARI RESTAURANT
BARI HOME CARE
BARI &BARI
BARI CHARITY FOUNDATION
BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

ইরান চুক্তি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনে তীব্র

৭ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে। আলোচনা সম্পর্কে অবগত তিন কর্মকর্তার বরাতে এ তথ্য জানা গেছে। শুধু সিআইএ পরিচালকই নন, ট্রাম্পের শীর্ষ টিমের আরও অনেকেই এই চুক্তি নিয়ে গভীর সংশয় প্রকাশ করেছেন। সূত্রের তথ্যমতে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হ্যাগসেথ গত রবিবার ঘোষিত এই সমঝোতা স্মারক নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং প্রশ্ন তুলেছেন। অন্যদিকে, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং দুই বিশেষ মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনার এই চুক্তির পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছেন।

রবিবারের ঘোষণার আগে ট্রাম্প এবং তার উপদেষ্টাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকগুলোতে ট্রাম্প প্রশাসন বিভিন্ন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সংগ্রহ করা অত্যন্ত সংবেদনশীল তথ্য নিয়ে আলোচনা করে। গোয়েন্দা তথ্যে দেখা গেছে, ইরানি কর্মকর্তারা নিজেদের মধ্যে চুক্তিটি নিয়ে যেভাবে আলোচনা করছেন, তা মধ্যস্থতাকারী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দেওয়া তাদের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে একেবারেই মিলছে না।

র‍্যাটক্লিফ ও রুবিও জানান, এই গোয়েন্দা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তাদের চরম সন্দেহ রয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ধরনের পারমাণবিক পদক্ষেপের দাবি জানাচ্ছে, ইরান শেষ পর্যন্ত তা মানবে কি না। একটি সূত্র জানিয়েছেগোয়েন্দা তথ্য স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, ইরানের আসল উদ্দেশ্য চুক্তির অধীনে তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা বলেন, ওপ্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেকোনো বিষয়ে সব ধরনের মতামত শোনেন-তবে সবাই বোঝেন যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কেবল তারই।

তিনি আরও বলেন,এই সমঝোতা স্মারকটি ট্রাম্প প্রশাসনের সেইসব আপসহীন নীতি বা রেডলাইন পূরণ করে, যার মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে ইরান কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না, তারা অতিরিক্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম

নিজেদের কাছে রাখতে পারবে না এবং বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহকে জিম্মি করতে পারবে না। ট্রাম্প কেবল একটিভাল্পে চূড়ান্ত চুক্তিতেই সম্মত হবেন বলে ওই কর্মকর্তা যোগ করেন। এ বিষয়ে সিআইএ এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং পেন্টাগন কোনো সাড়া দেয়নি।

রবিবার সই হওয়া সমঝোতা স্মারকের পারমাণবিক শর্তগুলো মূলত আগামী ৬০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত ও বিস্তারিত চুক্তিতে পৌঁছানোর ওপর নির্ভর করছে। পারমাণবিক চুক্তির পরবর্তী ধাপ নিয়ে আলোচনা করতে আগামী শুক্রবার ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স, উইটকফ এবং কুশনারের ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ-বাগের গালিবফ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি এবং পাকিস্তানি ও কাতারি মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে।

১৪ দফার এই প্রাথমিক চুক্তির পূর্ণাঙ্গ পাঠ এখনো প্রকাশ করা হয়নি। তবে একটি সূত্র দাবি করেছে, ইরান এই চুক্তির মাধ্যমে দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা পাচ্ছে-যদি না তারা শেষ পর্যন্ত মার্কিন উদ্দেশ্য পূরণকারী একটি পারমাণবিক চুক্তিতে সই করতে সম্মত হয়।

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, বর্তমান আলোচনার সময়জুড়ে ইরান তাদের পারমাণবিক কর্মসূচির বর্তমান অবস্থা (স্ট্যাটাস কু) বজায় রাখবে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে না এবং মধ্যপ্রাচ্যে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করবে না। চূড়ান্ত চুক্তি সম্পন্ন হলে, ৩০ দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধকালীন মোতায়েন করা সেনা প্রত্যাহার করবে এবং নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ইরানের ওপর থেকে সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে।

তবে মার্কিন সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম উদ্বেগ প্রকাশ করে সংবাদমাধ্যম এক্সিওস-কে বলেনচুক্তিটি নিয়ে ইরানের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মার্কিন আলোচনা দলের দাবির মধ্যে অমিল দেখে আমি কিছুটা শঙ্কিত। তিনি অবিলম্বে এই নথিটি প্রকাশের দাবি জানান।

পারমাণবিক বিষয়টি শর্তসাপেক্ষ হলেও, হরমুজ প্রণালি দ্রুত উন্মুক্ত করার কথা বলা হয়েছে এই সমঝোতায়। চুক্তি অনুযায়ী,ইরান তার সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে পরবর্তী ৬০ দিনের জন্য কোনো ধরনের ফি ছাড়া বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা করবে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তাদের নৌ-অবরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেবে। এছাড়া ওমান এবং পারস্য উপসাগরীয় অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় এই প্রণালির ভবিষ্যৎ নৌ-পরিষেবা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পরিচালনার জন্য সংলাপ চালাবে ইরান। অবশ্য ৬০ দিন পর ট্রানজিট ফি আদায়ের ইঙ্গিত দিয়েছে ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম।

পাশাপাশি, এই চুক্তির সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়গুলোর একটি ছিল ইরানের আটকে থাকা বা ফ্রিজ করা তহবিল ও সম্পদ অবমুক্ত করা। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, চুক্তি পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র এই তহবিল ব্যবহারের সম্পূর্ণ সুযোগ করে দেবে। মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, এটি একদফাকাজের ওপর ভিত্তি করে অর্থ প্রদান (পে ফর পারফরম্যান্স) মডেল হবে। অর্থাৎ, ইরান ইতিবাচক মনোভাব দেখালে কিছু তহবিল পর্যায়ক্রমে অবমুক্ত করা হতে পারে।

চুক্তিতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, ইরানেরপুনর্গঠন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি ৩০০ বিলিয়ন ডলারের যৌথ তহবিল গঠনের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা চূড়ান্ত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে চুক্তির সমর্থকেরা যুক্তি দিচ্ছেন, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তাব এবং এটি তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন ইরান তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পূর্ণ বন্ধ করবে এবং তাদের দেশে বড় ধরনের অভ্যন্তরীণ সংস্কার নিয়ে আসবে।

চুক্তি বহাল থাকলে ইরানের জন্য

৬ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি চুক্তির ওপর। এছাড়া যুদ্ধবিরতি আরও ৬০ দিন বাড়ানো, হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া এবং পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে অতিরিক্ত আলোচনার পরই এটি কার্যকর হবে।

তিনি আরও বলেন, এই তহবিল কোনো সরকারের অর্থ থেকে আসবে না। বরং ৯ কোটি জনসংখ্যার এবং বিপুল জ্বালানি সম্পদসমৃদ্ধ দেশটিতে বিনিয়োগে আগ্রহী কোম্পানিগুলোর জন্য এটি গঠন করা হবে। তহবিলটির কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা কেমন হবে, তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নয়।

ওই ব্যক্তি বলেন,ইউরোপের অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এশিয়ার অনেক প্রতিষ্ঠান-দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানসহ-এবং আমেরিকান কোম্পানি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোরও আগ্রহ রয়েছে। যদি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়, তাহলে এই তহবিলের পরিমাণ হবে অত্যন্ত বড় এবং এর প্রভাবও হবে ব্যাপক। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স সিবিএস নিউজকে বলেন, ৩০০ বিলিয়ন ডলারের পুনর্গঠন তহবিল এমন একটি বিষয়,যার সুযোগ ইরান পেতে পারে... যতক্ষণ তারা তাদের দায়বদ্ধতার অংশটি যথাযথ ভাবে পালন করে। ইরানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র যে আর্থিক প্রণোদনার প্রস্তাব দিয়েছে, তার পরিমাণ আলোচনায় একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে উঠেছে। এটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য রাজনৈতিকভাবেও অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি ইস্যু, কারণ তিনি চান না যে তাকে ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে পুরস্কৃত করছেন বলে মনে করা হোক। বারাক ওবামার প্রশাসন ২০১৫ সালে ইরানের সঙ্গে বিশ্বশক্তিগুলোর যৌথ পারমাণবিক চুক্তিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন ট্রাম্প। ওই চুক্তির মাধ্যমে ইরানকে ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা শিথিলের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। ট্রাম্প অভিযোগ করেছিলেন, এর মাধ্যমে তেহরানেনগদ অর্থভর্তি প্যালেট পাঠানো হয়েছিল। সমঝোতা স্মারকের সমালোচকেরা বলেছেন, বর্তমানে যে আর্থিক প্রণোদনাগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তার পরিমাণ ওবামা আমলের চুক্তিতে সম্মত সুবিধার তুলনায় অনেক বেশি।

সোমবার এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বলেন, ট্রাম্প, ভ্যান্স এবং ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাকের গালিবাফ দূরবর্তী পদ্ধতিতে নথিতে স্বাক্ষর করার পর থেকে ইরানের কাছেশূন্য ডলার গেছে। আলোচনার সঙ্গে পরিচিত ওই ব্যক্তি বলেন, সমঝোতা স্মারকের শর্ত অনুযায়ী যেকোনো নিষেধাজ্ঞা শিথিলকরণ-বিদেশে আটকে থাকা ইরানি সম্পদ মুক্ত করাসহ-ধাপে ধাপে কার্যকর হবে এবং তা পারমাণবিক আলোচনা ও চূড়ান্ত সমঝোতার অগ্রগতির ওপর নির্ভর করবে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুর্টিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো **Inspection** নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ইরান ফ্রন্টে ট্রাম্পের কাছে অপমানিত হয়ে পুরো মধ্যপ্রাচ্য জ্বালিয়ে দিতে

৬ পৃষ্ঠার পর

সন্ধ্যায়, অর্থাৎ যে রাতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা শুরু করে, সেদিন ইসরায়েলিদের উদ্দেশে রেকর্ড করা এক বার্তায় নেতানিয়াহু বলেছিলেন“এই অভিযানের উদ্দেশ্য হলো ইরানের আয়াতুল্লাহ শাসনের হুমকি চিরতরে শেষ করা। যত দিন প্রয়োজন, এই অভিযান চলবে... এখন যদি আমরা তাদের না থামাই, তবে তারা অজেয় হয়ে উঠবে। তাদের আলোচকেরা আমাদের আমেরিকান বন্ধুদের সঙ্গে প্রতারণাপূর্ণ ও নিষ্ফল আলোচনা করে শুধু সময় কেনার চেষ্টা করছে”

আজ, ঠিক ১৫ সপ্তাহ পর, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান যুদ্ধ শেষ করার জন্য একটি সমঝোতা স্মারকে (এমওইউ) একমত হয়েছে। হোয়াইট হাউসে নেতানিয়াহুর সবচেয়ে কাছের“বন্ধু” ডোনাল্ড ট্রাম্প তেহরানের সেই“প্রতারণাপূর্ণ ও নিষ্ফল” আলোচনার ফাঁদে পা দিয়েছেন, আর“আয়াতুল্লাহ শাসন গুঁড়িয়ে দেওয়ার” স্বপ্নও যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

ইসরায়েলের জন্য বিপর্যয়কর চুক্তি?

ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এই চুক্তিটি যে একটা চরম বিপর্যয় হতে যাচ্ছে, তা বোঝার জন্য কোনো পোড়খাওয়া কূটনীতিক বা রাজনৈতিক বিশ্লেষক হওয়ার দরকার নেই। শুধু চোখ-কান খোলা রাখলেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

আপাতদৃষ্টিতে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির মতো জটিল ইস্যুগুলো আগামী ৬০ দিনের আলোচনার জন্য তুলে রাখা হয়েছে। আর তেহরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং আঞ্চলিক প্রক্সি নেটওয়ার্কের (ছায়াগোষ্ঠী) বিষয়টি আলোচনার টেবিল থেকেই পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে।

নেতানিয়াহুর জন্য এটি বহুমাত্রিক এক ব্যর্থতা। ইসরায়েলের প্রতি ইরানের হুমকি পুরোপুরি নির্মূল করতে কয়েক দশক ধরে তিনি যে চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন, গত এক বছরের যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথ হামলাকে তারই চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে ধরা হয়েছিল।

কিন্তু এখন যে চুক্তি হয়েছে, তা সেই লক্ষ্য থেকে যোজন যোজন দূরে। উল্টো মনে হচ্ছে, বছরের পর বছর নিষেধাজ্ঞায় থাকা ইরান এই চুক্তির ফলে তাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার সুযোগ পাবে এবং সেই অর্থ দিয়ে নিজেদের ক্ষেপণাস্ত্র ও প্রক্সিদের আরও শক্তিশালী করে তুলবে। সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী, ইরান নিজেই নিজেদের মাটিতে উচ্চ মাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মাত্রা কমাবে-এই প্রস্তাবটি কূটনৈতিক ভাষায় বলতে গেলে একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ট্রাম্পের সঙ্গে নেতানিয়াহুর সম্পর্কের আসল রূপ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে নেতানিয়াহু যে“অসাধারণ সম্পর্কের” বড়াই করতেন, এই সংকটময় মুহূর্তে তার আসল রূপও সবার সামনে চলে এসেছে। ইসরায়েলকে এই আলোচনা থেকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বাধ্য করেছেন ইসরায়েলকে শুধু দর্শকের ভূমিকায় থাকতে।

ট্রাম্প এখন এমন এক যুদ্ধে ক্লান্ত, যা থেকে দ্রুত কোনো ফায়দা মিলছে না, অথচ অর্থনৈতিক খরচ হু হু করে বাড়ছে। তিনি নেতানিয়াহুর“শক্তির মাধ্যমে সব সমাধান” করার নীতিতেও বিরক্ত। এ ছাড়া ট্রাম্প তার নিজ দল ও প্রশাসনের ভেতরে থাকা ইসরায়েলবিরোধীদের চাপেও ক্লান্ত।

রোববার বৈরুতে হামলার পর ট্রাম্প নেতানিয়াহুর ওপর চরম ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন যে তিনি“ভীষণ বিরক্ত”। ট্রাম্প এ-ও বলেন যে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর“কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই”

ট্রাম্প যখন তার“মাগা” সমর্থকদের খুশি করতে ইরান যুদ্ধ গুটিয়ে আনার চেষ্টা করছেন, তখন নেতানিয়াহুর হাতে“নাদা” (কিছুই নেই)। গত তিন বছরে ইসরায়েল জাতীয় সুরক্ষায় যে সুবিধাগুলো অর্জন করেছিল, তা এখন প্রায় সবই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে।

নতুন মধ্যপ্রাচ্যের স্বপ্ন বনাম বাস্তবতা

নেতানিয়াহু বারবার ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তার শাসনামলে ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা বদলে দেবে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর তিনি এই দাবি আরও জোরেশোরে করতে থাকেন। গাজায় যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চলছে, তা হয়তো তার সেই দাবিরই সবচেয়ে নির্মম ও নিষ্ঠুর প্রমাণ।

তবে নেতানিয়াহু শুধু আয়াতুল্লাহ, হামাস বা হিজবুল্লাহকে নির্মূল করার কথাই বলেননি; তিনি চেয়েছিলেন ইসরায়েল এই অঞ্চলের প্রধান শক্তি হয়ে উঠুক এবং কাছের ও দূরের সব প্রতিবেশী তাদের তোয়াজ করুক। একটি ভিন্ন মধ্যপ্রাচ্য কেমন হতে পারত, তার কিছু ঝলক দেখা গেছে। যদিও তা ঠিক নেতানিয়াহু যেমনটা চেয়েছিলেন তেমন নয়। আসাদ-পরবর্তী সিরিয়া এবং নাসরুল্লাহ-পরবর্তী লেবানন ইসরায়েলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে; বিশেষ করে বৈরুত থেকে নজিরবিহীন কিছু প্রস্তাবও এসেছে। কিন্তু নেতানিয়াহুর জবাব ছিল একটাই-আরও বোমা, কূটনীতি নয়।

ট্রাম্পের সেই অদ্ভুত প্রস্তাব-আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে যোগ দিতে বাধ্য করে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার একটি বড় অংশের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ধারণাটি-খুব একটা ধোপে টেকেনি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে ইসরায়েলের অংশীদারত্ব গভীর হলেও, ইরান চুক্তির ক্ষেত্রে তারা কতটা একসঙ্গে হাঁটবে তা এখনো অস্পষ্ট। আর ফিলিস্তিন ইস্যুর সমাধান ছাড়া সৌদি আরব যে একচুলও নড়বে না, তা নিশ্চিত।

গত দেড় বছরে বেশ কয়েকবার মনে হয়েছিল ইসরায়েল এই অঞ্চলের ক্ষমতার ভারসাম্যে একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে-বিশেষ করে যখন হামাস, হিজবুল্লাহ এবং হুথিরা সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় ছিল। কিন্তু নিজের অহংকার, ইচ্ছাকৃত কূটনৈতিক অবজ্ঞা এবং জোটের কট্টর মিত্রদের ভয়ে নেতানিয়াহু জয়ের মুখ থেকে পরাজয় ছিনিয়ে এনেছেন।

নেতানিয়াহুর জন্য সবচেয়ে খারাপ খবর হলো-প্রতিটি ইসরায়েলি নাগরিক এখন নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন যে“পূর্ণাঙ্গ বিজয়” এবং “নতুন মধ্যপ্রাচ্যের” যে গালভরা প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী দিয়েছিলেন, বাস্তবতা তার চেয়ে কতটা দূরে। আর ইরানের সঙ্গে মার্কিনিদের এই চুক্তি সেই পার্থক্যকে এমনভাবে সামনে আনবে, যা অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকবে না।

ভোটের রাজনীতি এবং বিপদের শঙ্কা

আসন্ন নির্বাচনে যারা মূল নির্ধারক হতে পারেন, সেই মধ্য-ডানপন্থী ভোটাররা কী ভাববেন? যাদের বলা হয়েছিল যে ইরানি শাসকগোষ্ঠী হলো“বর্বর”, যারা“আমাদের সীমানা ভেঙে সমাজ ধ্বংস করতে আসছে”, যারা ১৯৩০-এর দশকের জার্মানির প্রতিচ্ছবি-সেই তারাই এখন দেখছে, ইসরায়েলকে এমন একটি চুক্তি মেনে নিতে হচ্ছে, যা মূলত তোষণনীতির সমতুল্য।

দুঃখজনক বিষয় হলো, নেতানিয়াহুর নির্বাচনী সম্ভাবনার জন্য যা খারাপ, তা শেষ পর্যন্ত পুরো মধ্যপ্রাচ্যের জন্যই ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। কারণ নির্বাচনে জিততে তিনি আরও চরমপন্থার পথ বেছে নেবেন। রোববার বৈরুতের দাহিয়েহতে তিনি যে বোমাবর্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা স্পষ্টতই ইরানের সঙ্গে চুক্তির প্রক্রিয়াকে জটিল করার এবং তার কট্টর ডানপন্থী মিত্রদের আরও ধ্বংসযজ্ঞের দাবি মেটানোর একটি চেষ্টা ছিল।

নির্বাচনের এই মৌসুমে নেতানিয়াহুর কাছে সবকিছুই যেন বিক্রির জন্য প্রস্তুত-বিচারব্যবস্থা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণ এবং ফিলিস্তিনি ও লেবানিজদের জীবন। তার এই জোটের দাবি মেটাতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী (আইডিএফ) এখন যেকোনো কিছুই করতে প্রস্তুত: নেতানিয়াহু যদি ইরান ও লেবাননে বাধার মুখে পড়েন, তবে তিনি আবার গাজার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

গত ১৯ মার্চ ইরান যুদ্ধ নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, চেঙ্গিস খানের চেয়ে যিশুখ্রিষ্টের“কোনো বাড়তি সুবিধা ছিল না”। তার ওই মন্তব্য বিশ্বজুড়ে চরম বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল।

একই সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ-ও বলেছিলেন,“নেতাদের কাজ হলো দাঁড়িয়ে মানুষকে সত্য কথা বলা, পরিস্থিতি যতই অস্বস্তিকর হোক না কেন”

যে মুহূর্তে কথাগুলো তার মুখ থেকে বেরিয়েছিল, তখন থেকেই এটা পরিষ্কার যে নেতানিয়াহুর সেই সত্যের পথে হাঁটার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু নিজের চরম ব্যর্থতাকে জয় হিসেবে দেখানোর এই সব কূটকৌশলের মধ্যেও, ওই একটি মুহূর্তেই হয়তো নেতানিয়াহু সত্যি কথাটা বলেছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তিতে ৩০০ বিলিয়ন

৬ পৃষ্ঠার পর

চুক্তির অধীনে ইরানের ওপর থেকে মার্কিন নৌ-অবরোধ তুলে নেওয়া হবে এবং বিশ্ববাজারে তেল ও গ্যাস সরবরাহের প্রধান পথ হরমুজ প্রণালি আবারও খুলে দেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, নতুন এই তহবিলটি একটি বেসরকারি বিনিয়োগ তহবিল। এটি পুনর্গঠন বা ক্ষতিপূরণ কর্মসূচি নয় এবং এতে কোনো সরকারি অর্থ বা অনুদান থাকবে না। যুক্তরাষ্ট্র, উপসাগরীয় আরব দেশগুলো, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। প্রতিশ্রুত বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে- জ্বালানি, সরবরাহ ব্যবস্থা, উৎপাদন শিল্প এবং পরিবহন খাত।

রয়টার্সকে একজন ঊর্ধ্বতন ইরানি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তেহরান শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ৪০০ বিলিয়ন ডলার দাবি করেছিল। তবে ওয়াশিংটন স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, তারা এ ধরনের কোনো ক্ষতিপূরণ দেবে না।

এরপরই“রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড” বা“পুনর্গঠন ও উন্নয়ন তহবিল” গঠনের ধারণা সামনে আসে।

ইরানি ওই কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী, এ তহবিলে আঞ্চলিক দেশগুলো বিভিন্ন উপায়ে অবদান রাখবে। এর মধ্যে রয়েছে- ঋণ নিশ্চিত করা, যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনাগুলোর পুনর্গঠনে সরাসরি অর্থায়ন করা। এসব স্থাপনার মধ্যে রয়েছে- মোবারাকেহ স্টিল কমপ্লেক্স, বিভিন্ন শোধনাগার, বিমানবন্দর এবং সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য অবকাঠামো।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতি হওয়া সত্ত্বেও গত চার দশকে ইরানে উল্লেখযোগ্য বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ খুব কমই এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার ধারাবাহিক চাপের কারণে দেশটি বৈশ্বিক পুঁজি বাজার থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন ছিল।

ইরানের কাছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত এবং চতুর্থ বৃহত্তম তেলভান্ডার রয়েছে। এছাড়া ৯ কোটি ২০ লাখের বেশি তরুণ ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, পেট্রোকেমিক্যাল, খনিজ, পর্যটন ও কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে বিপুল অপ্রয়োগিত সম্ভাবনা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, এই বিনিয়োগ তহবিল যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং বিদেশে জব্দ থাকা ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্পদ ছাড় করার সমান্তরাল আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। দুটি সম্পূর্ণ পৃথক আর্থিক ব্যবস্থা, যেগুলোর উদ্দেশ্য ও সময়সীমাও আলাদা।

চূড়ান্ত ও গ্রহণযোগ্য চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তহবিলটি কার্যকর হবে না। চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে পরবর্তী ৬০ দিনের জন্য পুরো প্রক্রিয়ার কাঠামো নির্ধারণ করা হবে।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং তহবিল-সংক্রান্ত আলোচনায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনকারী পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি।

অন্যদিকে হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্র সোমবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সিবিএসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের দিকে ইঙ্গিত করেন। সেখানে ভ্যান্স বলেন, ওয়াশিংটনের সঙ্গে চুক্তির শর্ত মেনে চললে ইরান উপসাগরীয় দেশগুলোর সমর্থনপুষ্ট ৩০০ বিলিয়ন ডলারের পুনর্গঠন তহবিলে প্রবেশাধিকার পেতে পারে।

তিনি বলেন, এর জন্য ইরানকে তার পারমাণবিক কর্মসূচি ত্যাগ করতে হবে, সমৃদ্ধ পারমাণবিক উপাদানের মজুত সরিয়ে ফেলতে হবে এবং কঠোর তদারকি ও নজরদারি ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, তহবিলটি কীভাবে পরিচালিত হবে বা কারা এর দায়িত্বে থাকবে-সে বিষয়ে এখনো কিছু জানানো হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় এখনো চূড়ান্ত করা বাকি রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয়নি।

চীনের সঙ্গে উত্তেজনা এড়াতে

৬ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের একটি আন্তসংস্থা কমিটি ডিপসিক, সিএক্সএমটি এবং অন্যান্য কোম্পানিকে বাণিজ্য বিভাগের এনটিটি বা কালো তালিকায় যুক্ত করার অনুমোদন দিয়েছিল। এই খবরটি এবারই প্রথম প্রকাশ্যে এল। একই সঙ্গে রয়টার্স জানিয়েছে, বিপুলসংখ্যক কোম্পানি এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে স্বল্প খরচের এআই মডেল বাজারে এনে প্রযুক্তি বিশ্বে রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছিল ডিপসিক। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা গত বছর রয়টার্সকে জানিয়েছিলেন, ডিপসিক চীনের সামরিক ও গোয়েন্দা কার্যক্রমে সহায়তা করেছে। তিনি আরও দাবি করেন, এই স্টার্টআপটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু“শেল কোম্পানি” ব্যবহার করে অবৈধভাবে উন্নত মার্কিন চিপের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করেছিল।

এ বছর আরেক এআই প্রতিষ্ঠান অ্যানথ্রপিক জানিয়েছে, ডিপসিক ও আরও দুটি চীনা এআই ল্যাব তাদের“ক্লড এআই” প্ল্যাটফর্ম থেকে অবৈধভাবে তথ্য ও সক্ষমতা চুরি করে নিজেদের মডেল উন্নত করার চেষ্টা করেছে। ওপেনএআই-ও মার্কিন আইনপ্রণেতাদের সতর্ক করেছে যে ডিপসিক তাদের মডেলকেও লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে।

অন্যদিকে চীনের শীর্ষ মেমোরি চিপ নির্মাতা চ্যাংক্সিন মেমোরি টেকনোলজিস-কে বাইডেন প্রশাসনের সময় মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর একটি“চীনা সামরিক কোম্পানি” হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। রয়টার্স ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এক বছরেরও বেশি সময় আগে বাণিজ্য বিভাগ কোম্পানিটিকে তাদের কালো তালিকায় রাখার কথা বিবেচনা করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী, এই কালো তালিকায় থাকা কোনো কোম্পানির কাছে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের লাইসেন্স ছাড়া কোনো পণ্য, সফটওয়্যার বা প্রযুক্তি রপ্তানি করতে পারে না।

এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য ডিপসিক ও সিএক্সএমটির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের সাড়া পাওয়া যায়নি।

কালো তালিকার বিষয়টি দেখভাল করে বাণিজ্য বিভাগের“ব্যুরো অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড সিকিউরিটি” (বিআইএস)। গত বছর থেকে কেন এই তালিকা হালনাগাদ করা হয়নি বা ডিপসিক ও সিএক্সএমটি নিয়ে তাদের অবস্থান কী, সে বিষয়ে তারা সরাসরি কোনো উত্তর দেয়নি। তবে এক বিবৃতিতে বিআইএস জানিয়েছে,“খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা গোষ্ঠীগুলোকে মোকাবিলা করতে আমরা প্রতিদিন এনটিটি লিস্টসহ অনেক ধরনের নীতি ও এনফোর্সমেন্ট টুল ব্যবহার করছি”

প্রযুক্তি, বাণিজ্য ও জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে চরম উত্তেজনা চলছে। ওয়াশিংটন শুল্ক ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বেইজিংকে চাপে রাখার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে চীনও প্রতিরক্ষা, গাড়ি ও চিপ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অত্যন্ত জরুরি বিরল খনিজ বা রেয়ার আর্থের ওপর নিজেদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে।

ওয়াশিংটনভিত্তিক সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন গবেষক ফিলিপ লাক জানান, গত অক্টোবরের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের এনটিটি লিস্টে নতুন কোনো নাম যুক্ত করেনি। গত এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে এটিই সবচেয়ে দীর্ঘ বিরতি।

লাক বলেন,“এই কালো তালিকাটি অনেকটা “হোয়্যাক-অ্যা-মোলচ গেমের মতো। আপনাকে সব সময় সজাগ থাকতে হবে এবং একের পর এক আঘাত করতে হবে” তিনি সতর্ক করে বলেন, নতুন নাম যুক্ত না করায় মার্কিন প্রযুক্তি হয়তো এমন শত্রুদের হাতে পৌঁছাচ্ছে, যারা এগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতে পারে।

সাবেক বাণিজ্য কর্মকর্তা কেভিন কুরল্যান্ড বলেন,“অক্টোবর থেকে যুক্তরাষ্ট্র কোনো কোম্পানিকে কালো তালিকাভুক্ত করেনি। এটি প্রমাণ করে যে জাতীয় নিরাপত্তার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চেয়ে এখন বাণিজ্য নীতি বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে”

সিদ্ধান্তহীনতায় ট্রাম্প প্রশাসন?

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে বাণিজ্য বিভাগের শিল্প ও নিরাপত্তা বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেফরি কেসলার যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা এড়াতেই এসব চীনা কোম্পানিকে কালো তালিকাভুক্ত করা থেকে বিরত রয়েছেন।

এই তালিকা হালনাগাদ না করার বিষয়টি ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে ব্যুরো অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড সিকিউরিটির একটি বড় সমস্যার দিকেই ইঙ্গিত করে। আর তা হলো-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কমানো সম্ভব, এমন হুমকিগুলো মোকাবিলা করতে নতুন নিয়ম জারি বা ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অক্ষমতা।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

NYS Department of Health LHCSAs

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

বিএসএফের হাতে বাংলাদেশি হত্যা

৯ পৃষ্ঠার পর

নাগরিকদের হত্যা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুস্পষ্ট উদাহরণ। আজ বুধবার (১৭ জুন) জাতীয় সংসদে সরকারি দলীয় সংসদ সদস্য নিলুফার চৌধুরী মণির (সংরক্ষিত আসন-১০)- এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এসময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,সীমান্তে বিএসএফের প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের ঘটনায় বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে এবং কূটনৈতিক ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে জবাবদিহি ও ক্ষতিপূরণের দাবি অব্যাহত রেখেছে।

তিনি বলেন,সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও বিএসএফ প্রধানদের বৈঠকে এ বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করেছে বাংলাদেশ। সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন,সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত বাংলাদেশিদের পরিবারের জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা বা আনুষ্ঠানিক চুক্তি নেই।

তিনি বলেন, আত্মরক্ষার অজুহাতে বিএসএফের প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়ে বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বারবার কঠোর আপত্তি জানিয়েছে।

এই আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ এসব ঘটনার ক্ষতিপূরণ ও জবাবদিহির বিষয়ে পরোক্ষভাবে চাপ অব্যাহত রেখেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

দুই দেশের সীমান্ত হত্যাকাণ্ড নিয়ে আলোচনার অগ্রগতি তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ধারাবাহিক কূটনৈতিক ও কৌশলগত প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয় পক্ষ থেকে কিছু ইতিবাচক অঙ্গীকার পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশের চাপের মুখে বিএসএফ একাধিকবার প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার না করে বরং সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অপ্রাণঘাতী পদ্ধতি ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সীমান্তে মৃত্যু কমাতে এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সীমান্ত এলাকায় রাতের যৌথ টহল বৃদ্ধি করা হয়েছে, যাতে নজরদারি বাড়ে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধ করা যায়।

মন্ত্রী সংসদকে আরও জানান, কোম্পানি ও ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের মাধ্যমে সীমান্তে যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার তাৎক্ষণিক সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন,সীমান্তে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলেই সংশ্লিষ্ট কমান্ডারদের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে দ্রুত ফ্ল্যাগ মিটিং আহ্বান করা হয়, যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায় এবং উত্তেজনা না বাড়ে।

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্তে নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগকে অগ্রহণযোগ্য বলে আসছে এবং সীমান্তে হত্যা শূন্য নীতি গ্রহণের জন্য ভারতকে বারবার আহ্বান জানিয়ে আসছে।

এদিন সংসদে সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আবদুল মালিকের এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) ৩৬টি পুশ-ইন চেষ্টা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ব্যর্থ করেছে।

তিনি বলেন,২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে ২০২৬ সালের ১৭ জুন পর্যন্ত সময়ে বিএসএফ মোট ২ হাজার ৩৬৯ জনকে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে। এদের মধ্যে ২ হাজার ১৭৫ জনকে স্থানীয় থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে, ১১ জনকে বিএসএফের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে এবং ১৮৩ জনকে সীমান্তেই প্রতিহত করে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন,২০২৫ সালের মে থেকে নভেম্বরের মধ্যে সীমান্তে অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে আরও ২ হাজার ৮৬০ জনকে গ্রহণ করা হয় এবং পরে তাদের স্থানীয় থানার কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ধর্ষণের কোনো ছোট-বড় বা ভিন্ন

৯ পৃষ্ঠার পর

পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ মন্তব্য করেন।

শফিকুল ইসলাম সম্পূরক বাজেটের ছাঁটাই প্রস্তাবে আলোচনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেন,১৪ জুন সংসদে ৩০০ বিধিতে এক বিবৃতি দেওয়া হলো। কিন্তু বিবৃতি দেওয়া দরকার ছিল হাতিয়ায় সরকারি কর্মকর্তার ধর্ষণের বিষয়ে।

উল্লেখ্য, ১৪ জুন জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধিতে সাবেক আইজিপি বেনজির আহমেদের দুবাইয়ে গ্রেপ্তারের খবর জানান। ওই সময়ে তিনি ছাত্র শিবিরের বহিস্কৃত সহকারি আন্তর্জাতিক সম্পাদক জিসান মিয়া প্রধানের নিখোঁজ ও তার উদ্ধার, আত্মগোপন, প্রেম, ভ্রূণ হত্যার মামলার বিষয়ে তথ্য তুলে ধরেন।

আজ শফিকুল ইসলামের বক্তব্যের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,ধর্ষণের কোনো ছোট কিংবা বড় ডেফিনেশন বা সংজ্ঞা আইনিভাবে হতে পারে না। ধর্ষণের ক্ষেত্রে একটির বিচার চাওয়া হবে, আর অন্যটির বিচার চাওয়া হবে না এমন দ্বিচারিতা চলতে পারে না, কারণ সব ধর্ষণই সমান অপরাধ।

তিনি বলেন,একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দলের নেতা জামায়াতে ইসলামীর আমির সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের স্ট্যাটাসে বলেছিলেন ঘটনার ১৯ ঘণ্টা পার হওয়ার পরও সরকারের উদ্ধার তৎপরতা নেই। গতকাল তারই ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম। পরেতো অনেক কথা হলো। কিন্তু আমাকে ব্যাখ্যা দিতে দেওয়া হয় নাই।

বিরোধীদলের বক্তব্য ও ডিবেট নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে মন্ত্রী প্রশ্ন তুলে বলেন,তারা আসলে ধর্ষণের পক্ষে কথা বলছেন নাকি বিপক্ষে কথা বলছেন, তা স্পষ্ট নয়। আইনে যেমন উচ্চ দুর্নীতি বা নিম্ন দুর্নীতি বলে আলাদা কিছু নেই, দুর্নীতি মানেই দুর্নীতি; ঠিক তেমনি ধর্ষণের ক্ষেত্রেও কোনো ছোট-বড় ভেদ নেই, সব অপরাধই সমান এবং সবক্ষেত্রেই সমানভাবে বিচার নিশ্চিত করা হবে।

‘যৌক্তিক’ ও ‘গঠনমূলক’ বিরোধী

৯ পৃষ্ঠার পর

বিরোধী দলের চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম, বিরোধী দলের উপনেতা আবদুল্লাহ মোহাম্মাদ তাহেরসহ জামায়াতে ইসলামীর অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, অতীতে বাংলাদেশে দুই ধরনের বিরোধী দল দেখা গেছে। এক ধরনের বিরোধী দল ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন, আরেক ধরনের বিরোধী দল সংসদে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দীর্ঘ সময় সংসদ বর্জন করত। জামায়াত এ দুই ধারার কোনোটিই অনুসরণ করবে না।

তিনি বলেন,আমরা বগলদাবা বিরোধী দল হব না, আবার এমন আচরণও করব না যাতে জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়।

তিনি আরও বলেন, সংসদে তাদের অবস্থান প্রথম দিন থেকেই স্পষ্ট-উই উইল বি রিজনেবল অ্যান্ড লজিক্যাল। জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়েই তারা সংসদে কথা বলবেন।

বিরোধী দলীয় নেতা জানান, সংসদে এখন পর্যন্ত তারা গণভোটের ফলাফল বাস্তবায়ন, ব্যাংকিং খাতের সংকট, প্রবাসীদের সমস্যা এবং সীমান্তে পুশ-ইন্স ইস্যুসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নোটিশ দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানে একটি সংসদীয় টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হলেও সরকার এ বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি।

সীমান্তে পুশ-ইন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিষয়টিকে সংবেদনশীল উল্লেখ করে নোটিশ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানানো হলেও তার দলের সংসদ সদস্য তা প্রত্যাখ্যান করতে চাননি। সংসদের পক্ষ থেকে একবার আলোচনার জন্য নির্ধারণ করা হলেও পরে তা প্রত্যাহার করে কার্যসূচি ঠিক করা হয়েছে।

জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে বিষয়টি সংসদে আলোচনার দাবি জানান তিনি।

বাজেট অধিবেশন প্রসঙ্গে ডা. শফিকুর রহমান সম্পূরক বাজেট উপস্থাপনের সময় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

তিনি বলেন, ‘কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী মার্চে সম্পূরক বাজেট আনার কথা থাকলেও জুনের মাঝামাঝি সময়ে তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

এতে জবাবদিহি দুর্বল হয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি অভিযোগ করেন, অর্থবছরের শেষ দিকে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ তড়িঘড়ি করে ব্যয়ের ফলে অপচয় ও অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বর্ষাকালে উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নেরও সমালোচনা করে তিনি বলেন, এ সময় কাজের মান নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

অর্থবছর জুলাই-জুনের পরিবর্তে জানুয়ারি-ডিসেম্বর করার প্রস্তাব দিয়ে বিরোধী দলীয় নেতা বলেন, এতে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অধিক কার্যকারিতা আসবে।

সংসদীয় আচরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,ব্যক্তিগত আক্রমণ, দলীয় চরিত্রহনন বা অযথা প্রশংসা-স্তুতিতে সংসদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আমরা এখানে কারো প্রশংসা করতে আসিনি, জনগণের পক্ষে কথা বলতে এসেছি।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সংসদকে মিলমিশের সংসদ আখ্যা দেওয়ার ধারণা নাকচ করে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, যৌক্তিক বিষয়ে সমর্থন দেওয়া এবং প্রয়োজন হলে সরকারের সমালোচনা করাই একটি কার্যকর সংসদীয় বিরোধী দলের দায়িত্ব। কোনো বিষয়ে মতামত উপেক্ষা করা হলে তারা ওয়াকআউট করতে পারেন, তবে দীর্ঘমেয়াদে সংসদ বর্জনের পথে যাবেন না।

সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি বলেন, জামায়াত সংবিধান সংশোধনের চেয়ে সংস্কারের পক্ষে। সংস্কারের জন্য কোনো কমিটি গঠনের প্রস্তাব এলে দলটি তা বিবেচনা করবে।

প্রতিশোধ নয়, দেশ গড়ায় মনোযোগ

৯ পৃষ্ঠার পর

হলে বলবেন। কিন্তু ভুলটাকে যদি পত্রিকার কাটতি বাড়ানো বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেন, তাহলে সেটা উভয়ের জন্যই ক্ষতি বয়ে আনবে।

বিএনপির তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন-এ প্রসঙ্গে তারেক রহমান বলেন,সরকার গঠনের আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। আমরা দলীয় অবস্থান থেকে ব্যবস্থা নিয়েছি। এখন আমরা সরকারে আছি। এখন এ ধরনের ঘটনা ঘটলে দুটি ব্যবস্থা নিচ্ছি। এক, দলীয় অবস্থান থেকে ব্যবস্থা নিচ্ছি। দুই, আইন অনুযায়ী যা হওয়া উচিত, তা করার চেষ্টা করছি।

ফ্যাসিবাদী শাসনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন,তৎকালীন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কোনো একটি জায়গা ঘিরে ফেলেছে এবং আমাদের কোনো সক্রিয় নেতা বা কর্মীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। সে সময়ে সাংবাদিকদের কারণে আমাদের অনেক নেতা বা সক্রিয় কর্মী গ্রেপ্তার হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। আপনারা সহযোগিতা করেছেন। আগে বা এত বছর আমাদের এভাবে সামনাসামনি বসার সুযোগ হয়নি। আজ এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে বসার সুযোগ হয়েছে। আমার দলের নেতা-কর্মীদের বিপদের সময় সহযোগিতা করার জন্য, তাদের ওপর হওয়া অত্যাচার-নির্যাতনের কাহিনি শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তুলে ধরার জন্য এবং তাদের পাশাপাশি থেকে একই কষ্ট ভোগ করার জন্য আমি আমার অবস্থান থেকে, দলের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই।এ সময় দেশের যুবসমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকের ভয়াল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে দেশব্যাপী খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতার ওপর বিশেষ জোর দেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন,আমাদের তরুণ প্রজন্মের সামনে এখন একটি বড় সমস্যা হলো মাদক। বিশ্বব্যাপী কমবেশি থাকলেও আমাদের এখানে এর প্রকোপ আশঙ্কাজনক। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কতজনকে ধরব, কতজনকে চিকিৎসা দেব বা কাউন্সেলিং করব? আমাদের তো সক্ষমতা ও সম্পদের একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই এই সমস্যার সমাধানে আমাদের বিকল্প পথ খুঁজতে হবে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীদের শারীরিক ও মানসিক যে বিপুল শক্তি থাকে, তা ইতিবাচক খাতে ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হবে। আর এর অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো খেলাধুলা ও সংস্কৃতি। অথচ ঢাকা শহরসহ সারা দেশেই এখন খেলার মাঠের তীব্র সংকট। তরুণদের এই শক্তিকে কাজে লাগাতে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন,আমরা ইতোমধ্যে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা চালু করেছি। সম্প্রতি শেষ হওয়া একটি শিক্ষা বিভাগীয় ইভেন্টে সারা দেশের প্রায় ২২ লাখ ছেলে-মেয়ে অংশ নিয়েছে। দল-মত নির্বিশেষে সব পরিবারের সন্তানরা এখানে যুক্ত হয়েছে। অথচ দুঃখের বিষয়, এত বড় একটি আয়োজন আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যমগুলোতে সেভাবে গুরুত্ব পায়নি।

এ সময় কেবল খেলাধুলা নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তরুণদের মেধা বিকাশের জন্য জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে উদ্ভাবনী মেলা বা সায়েন্স ফেয়ার আয়োজনের ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি। তিনি বলেন,বছরের নির্দিষ্ট কিছু দিন (যেমন ১৬ ডিসেম্বর বা ২১ ফেব্রুয়ারি) ছাড়া কেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সারা বছর সাংস্কৃতিক বা বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয় না? যুবসমাজকে সুস্থ ধারায় ফেরাতে এই চর্চাগুলো সারা বছর চালু রাখতে হবে। তরুণদের নৈতিক অবক্ষয় রোধ এবং সামাজিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার ওপর তাগিদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন,আজকাল দেখা যায়, একটি জীবন্ত প্রাণীকে পিটিয়ে মারা হচ্ছে এবং ১০ জন মিলে তা মোবাইলে রেকর্ড করছে। এগুলো অস্বাভাবিক মানসিকতা। স্কুল পর্যায় থেকেই আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা বাড়াতে হবে। তথ্য মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সভায় প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনৈতিক সংস্কার, গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ এবং সরকারের প্রস্তাবিত ফ্যামিলি কার্ড ও ফার্মার্স কার্ড-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

আ.লীগের মতো বর্তমান সরকারও দুদককে শক্তিশালী করার ব্যাপারে

৯ পৃষ্ঠার পর

রাজনীতিবিদদের নাম, দুই নম্বরে আছে আমলাদের নাম। কোনো রাজনীতিবিদ যখন পেশা হিসেবে লেখেন রাজনীতি, তখন আমি সঙ্গত কারণেই খুব অবাক হই। রাজনীতিবিদরা বেতন পান বা রাজনীতি করলে পয়সা উৎপাদন হয়, এটা সম্ভবত বাংলাদেশের মতন দেশেই সম্ভব।চ

বিগত সরকারের আমলের বিভিন্ন দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, আমরা বিগত সরকারের আমলে ছাগলকাণ্ড দেখেছি, বালিশ দুর্নীতি দেখেছি, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সময় যে ভয়াবহ দুর্নীতি হয়েছে সেটাও দেখেছি। আমরা দেখেছি একজন পিয়ন কী করে ৪০০ কোটি টাকার মালিক হয় এবং হেলিকপ্টার ছাড়া চলাফেরা করতে পারে না বলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন। আমরা ব্যাংক থেকে লক্ষ কোটি টাকার লোপাট দেখেছি, ভুয়া কোম্পানির নামে অর্থ আত্মসাৎ, ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখেছি ওভার ইনভয়েসিং, আন্ডার ইনভয়েসিং, হুন্ডি, ভুয়া রপ্তানি বিল মারফত টাকা কীভাবে দেশের বাইরে পাচার হয়েছে। আমরা দেখেছি মেগা প্রজেক্ট-মেগা দুর্নীতি। আমরা দেখেছি নিয়োগ, পদোন্নতি এবং সরকারি কেনাকাটায় অনিয়ম। স্বাস্থ্য খাতে মিঠু সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্যের কথাও কমবেশি আমরা জানি।চ বর্তমান সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রুমিন ফারহানা বলেন, আর সে কারণেই আমাদের আশা ছিল যে ৫ই আগস্টের পরে যখন নতুন বাংলাদেশের কথা হচ্ছে, তখন দুদককে নখদন্তহীন বাঘ থেকে আমরা একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারব। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল, অধ্যাদেশ তৈরি করেছিল-দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১০০-র ওপর অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয়েছে, কিন্তু দুর্নীতি দমন কমিশন সংশোধন অধ্যাদেশ আইন করা হয় নাই।চ

তিনি করেন, সরকারের নিয়তটা কী, তা এই দুর্নীতি দমন কমিশনকে নখদন্তহীন করে রাখবার যে সংস্কৃতি-সেখান থেকে বের না হওয়ার উদাহরণ দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যায়। এই সরকার আসলে দুর্নীতি দমন করার ব্যাপারে কতটুকু আন্তরিক? দুদককে শক্তিশালী করা হলে কেন সরকারগুলো ভয় পায়, কিছু কিছু আমরা বুঝি। সরকারে সরাসরি যুক্ত থাকে রাজনীতিবিদরা এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকে আমলারা। সেই কারণেই দুর্নীতি দমন কমিশন যদি শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন রাজনীতিবিদ এবং আমলাদের জন্য খুব ভালো খবর সেটা নয়। সে কারণেই ঠিক যেভাবে একটার পর একটা ভুয়া নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করে নাই, একইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি অভ্যুত্থান পরবর্তী সরকারও দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে মোটেও আন্তরিক নয়।চ

কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাবের আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, এমনকি দুর্নীতি দমন কমিশনের তিনজন সদস্য কারা কারা হবেন, এটাও সরকার ঠিক করে দেবে।

যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই বাঙালি মুসলমানদের জোরপূর্বক বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে ভারত: হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

৯ পৃষ্ঠার পর

যারা দেখেছেন কীভাবে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী রাতের আঁধারে দল বেঁধে লোকজনকে সীমান্তে নিয়ে আসছে এবং কাঁটাতারের বেড়া কেটে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিজিবি প্রবেশ করতে না দেওয়ায় অবশেষে বিএসএফ সেসব মানুষকে ভারতের অভ্যন্তরে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে গত ৫ জুন বিএসএফ শিশুসহ ১০ জনকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করার চেষ্টা করলে সীমান্তে দীর্ঘ ৭৫ ঘণ্টার এক মুখোমুখি অবস্থান তৈরি হয়। ৩৫ বছর বয়সী স্থানীয় বাসিন্দা রুবেল হোসেন সেদিনের ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন,ওদলটি বাংলাদেশ সীমানার প্রায় ৫০ ফুট ভেতরে চলে এসেছিল। তিনি আরও বলেন, ওস্থানীয় বাসিন্দারা বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সতর্ক করে এবং বাহিনী পৌঁছানোর পর দলটি পিছু হটে নো ম্যানস ল্যান্ডের একটি বাঁধে অবস্থান নেয়।

রুবেল হোসেন জানান, প্রথম রাতে ওই আটকে পড়া দলটিকে প্রচণ্ড বজ্রপাত ও ভারী বৃষ্টির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। বিএসএফের পক্ষ থেকে কেবল দ্বিতীয় দিনে তাদের কিছু শুকনো খাবার দেওয়া হয়। রুবেল বলেন, ওআমি যা দেখেছি তা বিএসএফ ও বিজিবির ব্যাপক মোতায়েনের কারণে যুদ্ধের মতো মুখোমুখি অবস্থান বলে মনে হয়েছিল। তিনি আরও যোগ করেন,ওসীমান্তে একাধিক পতাকা বৈঠক ব্যর্থ হয়, পরে বিএসএফ শেষ পর্যন্ত দলটিকে ভারতীয় ভূখণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

একইভাবে ৬ জুন ভোরে ভারতের সীমান্তরক্ষীরা দুটি বাঙালি মুসলিম পরিবারের তিন পুরুষ, দুই নারী এবং এক শিশুসহ ছয়জন সদস্যকে বাংলাদেশের তেতুলবাড়িয়া সীমান্তের দিকে ঠেলে দেয়। বিজিবি তাদের অনুপ্রবেশে বাধা দিলেও বিএসএফ তাদের ভারতে ফিরে যেতে দেয়নি। খোলা আকাশের নিচে এক রাত কাটানোর পর অবশেষে বিএসএফ তাদের ফিরিয়ে নেয়।

এছাড়া ৮ জুন ঠাকুরগাঁও জেলার সীমান্তেওজিরো লাইনে প্রায় ৪৮ ঘণ্টা ধরে আটকে থাকার পর গর্ভবতী নারী ও শিশুসহ ১১ জনকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয় বিএসএফ।

পশ্চিমবঙ্গে গত মার্চের নির্বাচনের ঠিক আগে ভারতের

নির্বাচন কমিশন তড়িঘড়ি করে এবং চরম বিতর্কের মধ্য দিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধন করে। সেখান থেকে প্রায় ৯০ লাখের বেশি মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়, যা পরবর্তীতে আটক ও বহিষ্কারের আশঙ্কার জন্ম দেয়। এর আগে ২০১৯ সালে আসাম রাজ্যে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের এক ত্রুটিপূর্ণ ও বৈষম্যমূলক প্রক্রিয়ার (এনআরসি) কারণে ১৯ লাখের বেশি মানুষ রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে। আসামের হাজার হাজার বাংলাভাষী বাসিন্দাকে ডিটেনশন সেন্টারে (আটক কেন্দ্র) বন্দি

ঠেলে দিই। এখন আসামে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে যে বেশ কয়েকজন অবৈধ বাংলাদেশি নিজ থেকেই ফিরে যেতে শুরু করেছে।

বাংলাদেশের পঞ্চগড় সদরের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য হাসিবুর ইসলাম জানান, পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে আসা একটি পরিবারের সঙ্গে তার কথা হয়েছে, যাদের কাছে ভারতের বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্রওআধার কার্ড ছিল। কিন্তু সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় পুলিশ তাদের আটক করে সীমান্তরক্ষীদের হাতে তুলে দেয় এবং বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। হাসিবুর ইসলাম বলেন,ওপরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক সদস্য চারবার ভোট দিয়েছেন। তিনি আরও যোগ করেন,ওএ বছর তাদের কেউই ভোট দিতে পারেননি-ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। সীমান্তে তিন দিন আটকে থাকার পর অবশেষে পরিবারটিকে ভারতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

ভারতীয় কর্মকর্তাদের দাবি, অসংখ্য বাংলাদেশি অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছেন এবং তারা তাদের স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফিরে যেতে সহায়তা করছেন। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, তবে ভারতের উচিত নয় কাউকে জোরপূর্বক বা ভয় দেখিয়ে বহিষ্কার করা। এমনকি কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে, পুশব্যাকের সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা তাদের কাছ থেকে নথিপত্র, টাকা-পয়সা এবং ব্যক্তিগত জিনিসপত্র কেড়ে নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে শত শত কথিত অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীকে ডিটেনশন সেন্টারে আটকে রেখেছে। আটককৃতদের বেশিরভাগই মুসলিম হলেও কিছু হিন্দুও রয়েছেন। ভারতের একজন সমাজকর্মী জানান,ওপশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় ডিটেনশন সেন্টারগুলোতে আনুমানিক ৪০০ মানুষ বন্দি রয়েছেন। তিনি আরও জানান, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার পর এদের অনেককে আটক করা হয়েছে এবং এই তালিকা থেকে নাম বাদ পড়াই এখন গ্রেপ্তার, বন্দি এবং বহিষ্কারের প্রধান কারণে পরিণত হয়েছে, যা মানুষের মনে গভীর ভীতি সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে তারা আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া অবৈধভাবে কাউকে পুশব্যাক করা মেনে নেবে না।

ইসলামী ব্যাংক থেকে টাকা

৯ পৃষ্ঠার পর

অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে তিনি বলেন, 'যারা টাকা তুলে নিচ্ছেন, তারা নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগের কারণে তা করছেন না; বরং মনে হচ্ছে তারা ইসলামী ব্যাংককে বিপদের মুখে ফেলতে চাইছেন। এর পেছনে কারও হাত, কোনো শক্তির হাত আছে। আসলে তারা ব্যাংকটিকে ব্যর্থ করে দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা উসুল করতে চাচ্ছে।'

এর আগে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ৬৮ বিধির আওতায় বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াত আমির শফিকুর রহমান জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশ আকারে বিষয়টি উত্থাপন করেন।

সেখানে তিনি ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় অযৌক্তিক, অবৈধ ও অপ্রত্যাশিত হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবি জানান।

ওই নোটিশের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহকদের একাংশের বিক্ষোভের ফলে আমানত উত্তোলনের হার হঠাৎ বেড়ে গেছে। এতে দেশের বৃহত্তম শরিয়াভিত্তিক ব্যাংকটি বাড়তি চাপের মুখে পড়েছে।

মো. খুরশীদ আলমকে ইসলামী ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নিয়োগের বিরুদ্ধে গত ১ জুন থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভের পর সাত দিনের মধ্যে ব্যাংকটি ৪ হাজার ২৪০ কোটি টাকার আমানত হারায়। সচেতন গ্রাহক ফোরামের ব্যানারে অনুষ্ঠিত ওই বিক্ষোভের কারণে কয়েকটি শাখার কার্যক্রমও ব্যাহত হয়।

অর্থমন্ত্রী জানান, ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান নিয়োগে কোনো অনিয়ম পাওয়া যায়নি বলে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের তদন্তে স্পষ্টভাবে জানিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, 'বিশ্বের কোথাও শুধু চেয়ারম্যান নিয়োগের কারণে গ্রাহকরা ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নেন না।'

'গ্রাহকরা দেখেন তারা সঠিকভাবে সুদ পাচ্ছেন কি না, তাদের টাকা ফেরত পাবেন কি না এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর তাদের আস্থা আছে কি না। চেয়ারম্যান নিয়োগের কারণে গ্রাহকরা টাকা তুলে নিচ্ছেন-এমন নজির বিশ্বের কোথাও নেই,' বলেন অর্থমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, 'এই ব্যাংকটিকে ঘিরে যে সুবিধাবাদী রাজনীতিতে অর্থায়নের যে প্রক্রিয়া চলছে এটা শুধু ব্যাংকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, রাজনীতির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আমি বিশ্বাস করি আমাদের এই ইকোসিস্টেম থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।'

ইসলামী ব্যাংক নির্বাচনের আগে একটি দলকে ১১ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, 'স্বৈরাচারের লোকজন যখন ব্যাংকটি দখল করেছিল, তখন কি গ্রাহকরা অর্থ উত্তোলন করেছিল? করেনি। কারণ ব্যাংকের গ্রাহকের সঙ্গে চেয়ারম্যান নিয়োগ সম্পর্কিত কোনো বিষয় নয়।'

'এটি শুধু ইসলামী ব্যাংকেই সীমিত নয়। রামিসা হত্যাসহ প্রতিটি পরিস্থিতিতেই এক ধরনের মবোক্রেসি সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কিছু ঘটলেই মবোক্রেসি বা উচ্ছৃঙ্খলা শুরু হয়। এটি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরির একটি প্রক্রিয়ার অংশ,' বলেন আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

মন্ত্রী আরও বলেন, 'দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশ ব্যাংকে এমন একজন গভর্নর এসেছেন, যিনি সঠিক কাঠামোর মধ্যে থেকে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। তবে কিছু মানুষ তাকে "ঋণগ্রস্ত" আখ্যা দিয়ে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করছে। যা সঠিক কাজটা গ্রহণ করতে না চাওয়ার মানসিকতার প্রতিফলন।

তিনি বলেন, 'যারা ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছেন এবং ব্যাংকের ভেতরে-বাইরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন, তাদের সঙ্গে আজকের এই প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে হয়।'

বিএনপি আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে আপস করবে না বলেও মন্তব্য করেন অর্থমন্ত্রী।

ইরান চুক্তির আওতায় হরমুজ প্রণালি

৭ পৃষ্ঠার পর

জানান, তার ধারণা এটি (চুক্তি)ওনির্ধারিত সময়েই সম্পন্ন হবে।

তিনি বলেন,ওইরান এটি (চুক্তি) করতে চায়। কারণ তাদেরও স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে ফিরতে হবে।

এ পর্যন্ত চুক্তির খসড়া প্রকাশ করা হয়নি কেন-এ প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, তিনি প্রথমেওএকটি আনুষ্ঠানিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে চান।

চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ট্রাম্প বলেন,ওইরান কখনোই পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক হবে না, এতে এটাই বলা হয়েছে... আমি যা চেয়েছিলাম, তার ৯৯ দশমিক ৯ শতাংশই এতে রয়েছে।

তিনি বলেছেন, হরমুজ প্রণালিওটোলমুক্তভাবে উন্মুক্ত করা হবে এবং ৬০ দিনের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরও এই ব্যবস্থা বহাল থাকবে।

ট্রাম্প জানান, তিনি একটি সংবাদ সম্মেলন করে চুক্তির নথিওপ্রতিটি শব্দ পড়ে শোনাবেন।

তিনি বলেন,ওকারণ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নথি।

ব্রাজিল না আর্জেন্টিনা? এই উন্মাদনা

১৮ পৃষ্ঠার পর

অবশ্যই সীমা থাকা জরুরি। খেলা নিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ, অপমান বা সহিংসতা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা দিয়ে পুরো সংস্কৃতিকে বিচার করাও ঠিক হবে না। কারণ বাস্তবে দেখা যায়, বাংলাদেশের বেশিরভাগ ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা সমর্থকই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আনন্দের অংশ হিসেবেই দেখেন।

আসলে বিষয়টি পতাকা বা দলের চেয়েও বড়। এটি মানুষের একসঙ্গে আনন্দ করার ক্ষমতার প্রতিফলন। এমন একটি দেশে, যেখানে প্রতিদিনের বাস্তবতা প্রায়ই ক্লান্তিকর, সেখানে এক মাসের জন্য হলেও যদি মানুষ ফুটবল নিয়ে উত্তেজিত হয়, বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করে, বাড়ির ছাদে পতাকা ওড়ায়, রাতে খেলা দেখে এবং কিছুক্ষণ দৈনন্দিন উদ্বেগ ভুলে থাকতে পারে, তাহলে সেটিকে খারাপ চোখে দেখার কারণ নেই।

সব বিনোদন যে অর্থ উপার্জন করবে, সমাজ বদলে দেবে বা বড় কোনো উদ্দেশ্য পূরণ করবে, এমন নয়। কিছু বিনোদনের কাজ শুধু মানুষকে হাসানো। ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনাকে ঘিরে বাংলাদেশের উন্মাদনাও অনেকটা তেমন।

যে দেশে প্রতিদিন অসংখ্য নেতিবাচক খবর আমাদের মনকে ভারী করে তোলে, সেখানে ফুটবল নিয়ে এই নির্মল উন্মাদনা হয়তো আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানুষ এখনো হাসতে পারে, মজা করতে পারে, বন্ধুত্বপূর্ণভাবে তর্ক করতে পারে। আর সেটাও কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

কখনো কখনো একটি দেশের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য বড় কোনো রাজনৈতিক সমাবেশ নয়, বরং ছাদের ওপর উড়তে থাকা একটি ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার পতাকা, যার নিচে দাঁড়িয়ে কয়েকজন বন্ধু প্রাণ খুলে হাসছে। সেই হাসির মূল্যও কম নয়।

লেখক: মো. আব্বাস বর্তমানে কাজ করছেন কর্পোরেট কমিউনিকেশনে।

আমরা ইরানের প্রচুর অর্থ নিয়েছি

৫ পৃষ্ঠার পর

টাকাটা আমাদের ফেরত দিতেই হবে। বুঝতেই পারছেন, যদি ফেরত না দিই, ভবিষ্যতে আর কেউ কখনও ডলারে বিনিয়োগ করবে না।চ

আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে একটি ১৪ দফার সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এই চুক্তির অন্যতম শর্ত হলোড়লেবাননসহ সব ফ্রন্টে সামরিক অভিযানের অবসান ও হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়া। একইসঙ্গে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের শর্তে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে নতুন করে আলোচনারও মঞ্চ প্রস্তুত করেছে এই চুক্তি।

চুক্তি অনুযায়ী, আঞ্চলিক মিত্রদের সঙ্গে মিলে আমেরিকা একটি ওসুনির্দিষ্ট ও পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রণীত পরিকল্পনা করবে। এর লক্ষ্য, ইরানের পুনর্গঠন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অন্তত ৩০০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠন।

এ প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন,ওআমরা নিজে থেকে কোনো টাকা দেব না। ওরা যদি ভালোভাবে চলে, তবেই এই প্রশ্ন উঠবে। ওরা সব শর্ত মেনে চললে, কেউ যদি ওদের ওখানে বিনিয়োগ করতে চায়, তাহলে বিনিয়োগ করতে পারবে...ওদের জন্য এই ৩০০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল থাকছে ঠিকইতবে শর্ত হচ্ছে, ওদের ঠিক পথে চলতে হবে।

তিনি আরও বলেন,ওআরেকটা কথা মনে রাখবেন, আমরা যখন "বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারেরচ কথা বলছি, ওদের কিন্তু ইতিমধ্যেই এক ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতি হয়ে গেছে।

ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, ওওরা ঠিকঠাক আচরণ করা শুরু করলেই দ্রুত নতুন কিছু ঘটবে।

আমেরিকার প্রকাশ করা ১৪ দফার সমঝোতা স্মারকে বলা হয়েছে, চূড়ান্ত চুক্তির অংশ হিসেবে একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে ইরানের ওপর থেকেওসব ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ওয়াশিংটন। এর মধ্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজোল্যুশন, আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) বোর্ড অভ গভর্নরসের রেজোল্যুশন এবং যুক্তরাষ্ট্রের একতরফাভাবে চাপানো সমস্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিষেধাজ্ঞাও বাতিল করার কথা বলা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা পেশায় এগিয়ে যাচ্ছেন দুই বাংলাদেশি তরুণী, প্রশংসায় ডা. এবিএম আতীকুজ্জামান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিচিত মুখ ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. এবিএম আতীকুজ্জামান সম্প্রতি তাঁর ফেসবুক পোস্টে দুই বাংলাদেশি তরুণ চিকিৎসক রাইসা ও জান্নাতের প্রশংসা করে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন।

ডা. আতীকুজ্জামান জানান, রাইসা ও জান্নাত সম্প্রতি তাঁর কর্মস্থলে ক্লিনিক্যাল রোটেশনে অংশ নিয়েছিলেন। এ সময় তাদের কর্মনিষ্ঠা, চিকিৎসা জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ এবং মানুষের জন্য কাজ করার আন্তরিক মানসিকতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

ফেসবুক পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, রাইসা সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। একজন মেধাবী ও লক্ষ্যনিষ্ঠ শিক্ষার্থী হিসেবে তিনি নিজেকে আরও দক্ষ চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি চষধহবঃধৎু ঐবধষঃয অপধফবসরধ-এর সহায়তায় পরিচালিত জড়ধফ ঃড় জবংরফবহপু প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত অন্যদিকে জান্নাত চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক সম্পন্ন করার পর জনস্বাস্থ্য ও বৈশ্বিক স্বাস্থ্য খাতে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় কাজ করে তিনি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়েও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন উদ্যোগে সম্পৃক্ত থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রাইমারি কেয়ার চিকিৎসক হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন।

ডা. আতীকুজ্জামান তাঁর ফেসবুক পোস্টে আরও বলেন, রাইসা ও জান্নাতের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি, মানবিক মূল্যবোধ এবং সমাজের জন্য কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন, তারা শুধু নিজেদের পেশাগত জীবনেই সফল হবেন না, বরং ভবিষ্যতে আরও অনেক তরুণ চিকিৎসকের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবেন।

প্রবাসে চিকিৎসা পেশায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলা এই দুই বাংলাদেশি তরুণীর অর্জন ও সম্ভাবনা ইতোমধ্যেই কমিউনিটির অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ডা. আতীকুজ্জামানের মতো একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের এমন প্রশংসা তাদের ভবিষ্যৎ পথচলায় নতুন অনুপ্রেরণা যোগাবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

যুক্তরাষ্ট্রে পরিবার

৫৬ পৃষ্ঠার পর

বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কাঠামোর ভিত্তি গড়ে ওঠে ১৯৬৫ সালের অভিবাসন আইন "ইমিগ্রেশন এন্ড ন্যাশনালিটি এক্ট" মাধ্যমে। এই আইনের ফলে পারিবারিক পুনর্মিলনকে অভিবাসনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এর ফলে প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক মানুষ গ্রিন কার্ড পান যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত আত্মীয়-স্বজনের স্পন্সরশিপের মাধ্যমে।

সমালোচকদের মতে, এই ব্যবস্থায় আবেদনকারীর শিক্ষা, পেশাগত দক্ষতা, ইংরেজি ভাষাজ্ঞান এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার বিষয়গুলো অনেক ক্ষেত্রে গৌণ হয়ে পড়ে।

অভিবাসন নীতিমালা সংস্কারের সমর্থকরা বলছেন, একটি দেশের অভিবাসন নীতির প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। তাদের মতে, পরিবার একত্রিত করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রত্যেক অভিবাসীর বিস্তৃত পরিবারকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসার দায়িত্ব রাষ্ট্রের নীতি কাঠামোর অংশ হওয়া উচিত নয়।

তারা আরও দাবি করেন, বর্তমানে চালু কিছু কর্মসূচি এই চাপ আরও বাড়াচ্ছে।

বিশেষ করে ডাইভার্সিটি ভিসা লটারির সমালোচনায় বলা হচ্ছে, প্রতি বছর প্রায় ৫৫ হাজার মানুষ শুধুমাত্র ভাগ্যের ভিত্তিতে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ পান, যেখানে দক্ষতা বা অর্থনৈতিক অবদান রাখার সক্ষমতার মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক নয়।

অভিবাসন নীতি বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে আসা অভিবাসীদের একটি বড় অংশকে নির্বাচিত করা হয়েছে পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে, দক্ষতা বা শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়। তাদের দাবি, এর ফলে নিম্নদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা ও সরকারি সেবার ওপর চাপ তৈরি হয়েছে।

অন্যদিকে অর্থনীতিবিদ ও অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, পরিবারভিত্তিক অভিবাসন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তারা উল্লেখ করেন, বহু সফল উদ্যোক্তা, চিকিৎসক, প্রকৌশলী এবং ব্যবসায়ী প্রথমে পরিবারভিত্তিক ভিসার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে এসে পরবর্তীতে দেশটির অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

তবুও মেরিটভিত্তিক অভিবাসনের পক্ষে আলোচনা ও চাপ ক্রমশ বাড়ছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় আবেদনকারীদের শিক্ষা, পেশাগত দক্ষতা, কাজের অভিজ্ঞতা, ইংরেজি ভাষাজ্ঞান, বয়স এবং সম্ভাব্য অর্থনৈতিক অবদানের ভিত্তিতে পয়েন্ট নির্ধারণের কথা বলা হচ্ছে। সর্বোচ্চ পয়েন্টপ্রাপ্ত আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অভিবাসনের সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। এই ধরনের পয়েন্টভিত্তিক ব্যবস্থা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে চালু রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর নীতিনির্ধারকরা দাবি করেন, এতে শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি আকর্ষণ করা সহজ হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদেই মেরিটভিত্তিক অভিবাসন ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দেন, আধুনিক অর্থনীতির জন্য উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ অভিবাসী প্রয়োজন, যারা দ্রুত শ্রমবাজারে যুক্ত হয়ে কর প্রদান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

প্রস্তাবিত সংস্কারের আওতায় নিম্নদক্ষ অভিবাসন সীমিত করা, ইংরেজি ভাষাজ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়া, আমেরিকান মূল্যবোধ ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার প্রদান এবং বিদেশি শ্রমিকের মাধ্যমে স্থানীয় কর্মীদের প্রতিস্থাপনের সুযোগ কমানোর বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠেছে। একই সঙ্গে আশ্রয়, শরণার্থী এবং অস্থায়ী সুরক্ষা কর্মসূচির সংস্কারের কথাও আলোচনায় রয়েছে। সমর্থকদের মতে, এসব কর্মসূচি মানবিক সংকটে থাকা ব্যক্তিদের জন্য সীমিত থাকা উচিত এবং অর্থনৈতিক অভিবাসনের বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়।

অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলো সতর্ক করে বলছে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে মানুষকে মূল্যায়ন করা যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক অভিবাসন নীতির মানবিক কাঠামোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি তার বৈচিত্র্য, পরিবারভিত্তিক সামাজিক কাঠামো এবং মানবিক মূল্যবোধের মধ্যেই নিহিত।

কংগ্রেস ভবিষ্যতে কোনো বড় অভিবাসন সংস্কার গ্রহণ করলে, সেখানে মূল বিতর্কের কেন্দ্রে থাকবে একটি মৌলিক প্রশ্নঃযুক্তরাষ্ট্র কি পরিবারভিত্তিক অভিবাসন কাঠামো বজায় রাখবে, নাকি মেরিটভিত্তিক ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে নতুন নীতি গঠন করবে।

এই সিদ্ধান্তই আগামী দশকে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা, শ্রমবাজার এবং অভিবাসন নীতির দিকনির্দেশনা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশ্বের প্রথম

৫৬ পৃষ্ঠার পর

প্রকৌশলী ও ব্যবসায়ী। পরিবারটি শিক্ষিত, স্বচ্ছল, উচ্চাভিলাষী হলেও ইলনের শৈশব রঙিন ছিল না।

সে ছিল বইপোকা। স্কুলের আড্ডার চেয়ে বইয়ের পাতায় তার আশ্রয় ছিল বেশি। বন্ধুরা যখন মাঠে ছুটত, সে ডুবে থাকত বিজ্ঞানকল্প, কম্পিউটার আর মহাকাশের গল্পে। শিশুকালেই তার ভেতরে তৈরি হয় এক অদ্ভুত অভ্যাস, কোনো জিনিস শুধু ব্যবহার করা নয়, জিনিসটি কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে হবে। পৃথিবীকে সে দেখত খুলে রাখা যন্ত্রের মতো।

মাত্র ১২ বছর বয়সে সে নিজেই একটি ভিডিও গেম বানায়। নাম দেয় ইষধংঃধৎ। পরে সেটি একটি কম্পিউটার ম্যাগাজিনে বিক্রি করে। অনেক শিশুর কাছে এটি হতো আনন্দের ঘটনা। ইলনের কাছে ছিল সংকেত। সে বুঝে গেল, মাথার ভেতরের অদৃশ্য ধারণাও একদিন বাস্তব জিনিসে পরিণত হতে পারে।

ব্যক্তিগত জীবনে সে সহজ পথ পায়নি। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ, স্কুলে একাকিত্ব, অপমান ও কঠিন সম্পর্ক তাঁর ভেতরে এক ধরনের কঠোরতা তৈরি করে। শৈশব তাঁকে কোমল করেনি, বরং ভেতরে জেদ জমিয়েছে। এই জেদই পরবর্তীতে তাঁর শক্তি হয়েছে, আবার অনেক বিতর্কের উৎসও হয়েছে।

ইলন মাস্ক দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়েন মূলত আমেরিকায় পৌঁছানোর পথ খুঁজতে। তাঁর মা কানাডিয়ান হওয়ায় কানাডার পাসপোর্ট পাওয়ার সুযোগ ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা, বর্ণবৈষম্যের রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং প্রযুক্তির বড় মঞ্চে পৌঁছানোর স্বপ্ন, সব মিলিয়ে কানাডা হয় তাঁর প্রথম সেতু।

কানাডায় এসে কোনো রাজকীয় জীবন তিনি পাননি। আত্মীয়ের বাড়ি, ছোটখাটো কাজ, অনিশ্চয়তা, শীত, অচেনা দেশ, সবকিছুর ভেতর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। পরে ছঁববহ'ং টহরাবৎংরঃু-তে পড়াশোনা, তারপর যুক্তরাষ্ট্রে টহরাবৎংরঃু ড়ভ চবহহুষাধহরধ। অর্থনীতি ও পদার্থবিজ্ঞান, দুই দিকেই তাঁর আগ্রহ। কারণ তাঁর কাছে অর্থনীতি ছিল পৃথিবীর চলার হিসাব, আর পদার্থবিজ্ঞান ছিল মহাবিশ্বের চলার নিয়ম।

১৯৯৫ সালে ইলন মাস্ক ঝঃধহভড়ৎফ টহরাবৎংরঃু-তে পিএইচডি করতে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র দুই দিন পরই তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তাঁর জায়গা ক্লাসরুমে নয়, ইন্টারনেটের নবীন দুনিয়ায়। তখনও ইন্টারনেট আজকের মতো সর্বব্যাপী হয়ে ওঠেনি। সবাই বুঝতে পারেনি, এই অদৃশ্য নেটওয়ার্ক একদিন দোকান, পত্রিকা, ব্যাংক, রাজনীতি, সম্পর্ক, সংবাদ, সবকিছু বদলে দেবে।

মাস্ক বুঝেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। অতঃপর ভাই কিম্বল মাস্ককে সঙ্গে নিয়ে তিনি শুরু করেন তরঢ়২। এটি সংবাদপত্র ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে অনলাইন ম্যাপ এবং ডিরেক্টরি সেবা দিত। আজ এটি সাধারণ মনে হলেও নব্বইয়ের দশকে ধারণাটি ছিল সময়ের চেয়ে এগিয়ে। মানুষ যখন কাগজের ফোনবুক ও মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে অভ্যস্ত, মাস্ক তখন পর্দায় পথ খোঁজার ভবিষ্যৎ দেখছিলেন।

১৯৯৯ সালে ঈড়সঢ়ধয় কোম্পানি তরঢ়২ কিনে নেয় ৩০৭ মিলিয়ন ডলারে। মাস্ক পান প্রায় ২২ মিলিয়ন ডলার। অনেকেই এত টাকা পেলে নিরাপদ জীবন বেছে নিতেন। মাস্ক করলেন উল্টো কাজ। তিনি ঝুঁকি আরও বাড়ালেন।

বিক্রির টাকা দিয়ে তিনি শুরু করলেন ঢ.পড়স। এটি ছিল অনলাইন ব্যাংকিংয়ের ধারণা। তখন মানুষ ইন্টারনেটে টাকা পাঠাতে ভয় পেত। মাস্ক ভাবলেন, টাকা কেন কাগজে থাকবে, ব্যাংকের কাউন্টারে থাকবে? টাকা তো তথ্যও হতে পারে। যদি মেইল পাঠানো যায়, টাকা পাঠানো যাবে না কেন?

ঢ.পড়স পরে ঈড়হভরহরঃু-এর সঙ্গে একীভূত হয়, এবং জন্ম নেয় চধুচধষ। সেখানে ক্ষমতার লড়াই, মতবিরোধ, পরিচালনা-সংকট, সবই ছিল। মাস্ক এক সময় সিইও পদ থেকেও সরে যান। কিন্তু চধুচধষ তাঁকে শুধু অর্থ দেয়নি, বড় ঝুঁকি নেওয়ার সাহসও দিয়েছে। ২০০২ সালে বইধু কোম্পানি চধুচধষ কিনে নেয় ১.৫ বিলিয়ন ডলারে। মাস্ক পান বিশাল অঙ্কের অর্থ।

২০০২ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ঝঢ়ধপবঢ। লক্ষ্য ছিল মহাকাশযাত্রাকে রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের বাইরে এনে বেসরকারি উদ্যোগের ভেতরে দাঁড় করানো। তাঁর বড় স্বপ্ন ছিল মানুষকে এক গ্রহে আটকে না রাখা। প্রথম দিকে ঝঢ়ধপবঢ ছিল হাসির খোরাক। রকেট বানানো কি কোনো তরুণ ইন্টারনেট উদ্যোক্তার কাজ? রাষ্ট্র ও মহাকাশ সংস্থাগুলো যেখানে দশকের পর দশক ধরে কাজ করছে, সেখানে বেসরকারি কোম্পানি এসে কী করবে?

ইলন মাস্কের ঋধষপড়হ ১ রকেটের প্রথম তিনটি উৎক্ষেপণ পরপর ব্যর্থ হয়। প্রতিটি ব্যর্থতা মানে ছিল কোটি কোটি ডলার পুড়ে যাওয়া। ঝঢ়ধপবঢ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে ছিল। চতুর্থ উৎক্ষেপণের সাফল্য তাই শুধু প্রযুক্তিগত বিজয় ছিল না, ছিল মাস্কের উদ্যোক্তা জীবনের মোড় ঘোরানো মুহূর্ত।

পরবর্তীতে ঘঅঝঅ-র সঙ্গে চুক্তি হয়। তারপর ঝঢ়ধপবঢ মহাকাশ ব্যবসার নিয়ম বদলে দেয়। রকেট একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া নয়, আবার ফিরিয়ে এনে ব্যবহার করা যায়, এই ধারণাই বদলে দেয় খরচের অঙ্ক। যে মহাকাশ একসময় প্রায় পুরোপুরি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল, মাস্ক সেখানে বেসরকারি ব্যবসার নতুন দরজা খুলে দেন।

ইলন মাস্ক ঞবংষধ প্রতিষ্ঠা করেননি। তবে তিনি ছিলেন কোম্পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক বিনিয়োগকারীদের একজন। পরে তিনিই ঞবংষধ-র মুখ হয়ে ওঠেন এবং ২০০৮ সালে সিইও হন। সেই সময় বৈদ্যুতিক গাড়ি নিয়ে দুনিয়ার বড় গাড়ি কোম্পানিগুলোর আগ্রহ সীমিত। অনেকের চোখে ইলেকট্রিক কার ছিল দুর্বল, ধীর, অপ্রয়োজনীয়। মাস্ক ঞবংষধ-কে শুধু গাড়ি কোম্পানি হিসেবে দেখেননি। তিনি দেখেছিলেন জ্বালানির রাজনীতির বিপরীতে এক প্রযুক্তিগত বিদ্রোহ। পেট্রোলের যুগ থেকে ব্যাটারির যুগে যাওয়ার সাহসী ঘোষণা।

ইলন মাস্কের ব্যবসার ধরন আলাদা। তিনি সাধারণত শুধু প্রচলিত লাভের অঙ্ক দেখে কোম্পানি শুরু করেন না। তিনি বড় সমস্যাকে সামনে রাখেন। রকেটের খরচ থেকে ঝঢ়ধপবঢ, পেট্রোলনির্ভর গাড়ির বিপরীতে ঞবংষধ, বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেটের স্বপ্ন থেকে ঝঃধৎষরহশ, মস্তিষ্ক ও কম্পিউটারের সংযোগ থেকে ঘবঁৎধষরহশ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ থেকে ীঅও। এই মানসিকতা তাঁকে সাহসী করেছে, একই সঙ্গে বেপরোয়া বলেও চিহ্নিত করেছে।

মাস্কের ব্যক্তিগত জীবনও তাঁর ব্যবসার মতোই আলোচিত। প্রথম স্ত্রী কানাডিয়ান লেখক ঔঁংঃরহব ডরষংড়হ। তাঁদের পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে, বিয়ে ২০০০ সালে, বিচ্ছেদ ২০০৮ সালে। এরপর ব্রিটিশ অভিনেত্রী ঞবধষঁষধয জরষবু-কে তিনি দুবার বিয়ে করেন এবং দুবারই বিচ্ছেদ ঘটে। কানাডিয়ান সংগীতশিল্পী এৎরসবং এবং ঘবঁৎধষরহশ নির্বাহী ঝযরাড়হ তরষরং-এর সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ও সন্তান নিয়ে বিশ্বমাধ্যমে আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তাঁর সন্তানসংখ্যা ১৪ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইলন মাস্ক বহুবার বলেছেন, জন্মহার কমে যাওয়া মানবসভ্যতার জন্য বড় ঝুঁকি। তাঁর সন্তানসংখ্যা নিয়ে আলোচনা তাই শুধু ব্যক্তিগত কৌতূহল নয়, তাঁর দর্শনের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে যায়।

২০২২ সালে ইলন মাস্ক ঞরিঃঃবৎ কিনে নেন এবং পরে নাম বদলে করেন ঢ। তাঁর লক্ষ্য ছিল এটিকে একটি "বাবঃুঃযরহম ধঢ়ঢ়" বানানো, যেখানে সামাজিক যোগাযোগ, সংবাদ, ভিডিও, মতামত ও পেমেন্ট এক জায়গায় থাকবে। কিন্তু অধিগ্রহণের পর কর্মী ছাঁটাই, কনটেন্ট নীতির বদল এবং রাজনৈতিক বিতর্ক ঢ-কে প্রযুক্তি-জগতের সবচেয়ে আলোচিত প্ল্যাটফর্মে পরিণত করে।

মাস্ক নিজেও এই প্ল্যাটফর্মের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যবহারকারীদের একজন। তাঁর একেকটি পোস্ট শেয়ারবাজার কাঁপাতে পারে, রাজনীতি উত্তপ্ত করতে পারে।

কেন দলে দলে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

ছাড়ার হিড়িক ও সরকারি লুকোচুরি

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া বেশ কঠিন। আমেরিকান্স ওভারসিজ নামক একটি সংস্থা ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে জানিয়েছে, ২০২৫ সালে রেকর্ড ৪ হাজার ৮৮৯ জন আমেরিকান নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন, যা ২০২০ সালের পর সর্বোচ্চ। সংস্থাটির সহ-প্রতিষ্ঠাতা দান ডুরলাখার জানান, এ বছর নাগরিকত্ব ত্যাগের আবেদন ১৫ শতাংশ বাড়তে পারে। বর্তমানে ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ৪০ হাজার মার্কিন নাগরিককে এ বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছে সংস্থাটি।

মূল কারণ যখন 'ট্যাক্স' ও 'ফ্যাটকা' আইন

নাগরিকত্ব ত্যাগের পেছনে রাজনৈতিক কারণের চেয়েও বড় ভূমিকা রাখছে অর্থনৈতিক কারণ। ফরেন অ্যাকাউন্ট ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স অ্যাক্ট বা ফ্যাটকা আইন অনুযায়ী, একজন নাগরিক পৃথিবীর যেখানেই বাস করুন বা আয় করুন না কেন, তাকে মার্কিন সরকারকে কর দিতেই হবে। পুরো বিশ্বে কেবল যুক্তরাষ্ট্র এবং পূর্ব আফ্রিকার ইরিত্রিয়ায় এমন নিয়ম চালু রয়েছে।

এই আইনের কারণে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন 'দুর্ঘটনাবশত আমেরিকান' হওয়া ব্যক্তিরা। এরা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে জন্ম নেওয়ার কারণে বা মার্কিন বাবা-মায়ের সূত্রে নাগরিকত্ব পেয়েছেন, কিন্তু কখনও যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেননি। প্যারিসভিত্তিক অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যাক্সিডেন্টাল আমেরিকান্স-এর সভাপতি ফ্যাবিয়েন লেহাগরে জানান, ইউরোপে এমন প্রায় ৩ লাখ মানুষ আছেন। ফ্যাটকা আইনের জটিলতার কারণে ইউরোপের ব্যাংকগুলো অনেক সময় এই মার্কিন ব্যক্তিদের অ্যাকাউন্ট খুলতে বা লোন দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে বেতন পাওয়া বা পেনশনের টাকা জমানোর মতো সাধারণ কাজও তাদের জন্য এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়।

পরিচয়ের দোলাচল ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকি

ট্যাক্স বা রাজনীতি ছাড়াও অনেকের ক্ষেত্রে কাজ করে পরিচয়ের এক অদ্ভুত দোলাচল। ইতালিতে বসবাসরত ৩৭ বছর বয়সী ক্যারোলাইন চিরিচেল্লা নিজের নীল পাসপোর্ট ত্যাগ করে পুরোপুরি ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাসপোর্ট আপন করে নেওয়ার প্রক্রিয়া খুঁজছেন। ক্যারোলাইন বলেন, দ্বৈত নাগরিক হলে ইতালিতে আপনাকে বড্ড বেশি আমেরিকান আর আমেরিকায় বড্ড বেশি ইতালিয়ান ভাবা হয়। এই দোলাচল কাটাতেই আমি নাগরিকত্ব ছাড়তে চাই। তবে নিউ ইয়র্কের ইমিগ্রেশন ল ফার্মের প্রধান ব্র্যাড বার্নস্টাইন সতর্ক করে দিয়ে বলেন, অনেকেই গভীর চিন্তা না করেই নাগরিকত্ব ছেড়ে দেন, যা পরবর্তীতে অনুশোচনার কারণ হতে পারে। নাগরিকত্ব ছাড়ার পর একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিদেশি নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হবে।

পরবর্তীতে কেবল বেড়ানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চাইলেও ভিসার প্রয়োজন হবে, যার কোনও গ্যারান্টি নেই। তাই সামান্য কিছু টাকা বাঁচানোর জন্য এমন দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।

তবে আমেরিকান্স ওভারসিজ-এর ডুরলাখার সবাইকে একটি কথাই মনে করিয়ে দেন যে, আমেরিকান নাগরিক হিসেবে আপনার কিন্তু এখনও একটি ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে। আর এই কারণেই আমি এখনও মার্কিন নাগরিকত্ব ধরে রেখেছি। সূত্র: সিএনএন

২০২৫ সালে সুইস

৫ পৃষ্ঠার পর

আর্থিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে, তাতে এই চিত্র উঠে এসেছে। এটি ইতিহাসে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে বাংলাদেশিদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জমার রেকর্ড।

এই উল্লম্ফনের ফলে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশি গ্রাহকদের মোট তহবিলের পরিমাণ এখন ২০২১ সালের সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড ৮৭ কোটি ১১ লাখ সুইস ফ্রাংকের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে।

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের এই আমানত বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হলো দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। ২০২৪ সালে যেখানে বাংলাদেশি ব্যাংকগুলোর জমার পরিমাণ ছিল ৫৭ কোটি ৬৬ লাখ সুইস ফ্রাঁ, ২০২৫ সালে তা ৪৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২ কোটি ২৭ লাখ ফ্রাঁ।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে জানান, সুইজারল্যান্ডে বাংলাদেশি ব্যাংকগুলোর এই তহবিলের পরিমাণ মূলত সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রমেরই অংশ, কোনো অবৈধ সম্পদ বা পাচার হওয়া অর্থ নয়।

তিনি বলেন, "ব্যাংকগুলো নিয়মিতভাবে বিভিন্ন দেশ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তহবিল জমা রাখেড়এটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে তারা কোথায় সবচেয়ে ভালো রিটার্ন বা মুনাফা পাচ্ছে তার ওপর। ব্যাংকগুলো ভালো বিনিয়োগের সুযোগ এবং রিটার্নের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তহবিল স্থানান্তর করে থাকে। ফলে কোনো নির্দিষ্ট বছরে সুইজারল্যান্ডে বেশি পরিমাণ অর্থ জমা থাকার মানে এই নয় যে সেখানে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে।চ

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫ সালে সুইস ব্যাংকে থাকা বাংলাদেশিদের মোট আমানতের ৯৮.৬ শতাংশই ছিল দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের তহবিল। এই হার ২০২৪ সালে ছিল ৯৭.৮ শতাংশ, যা ২০২৩ সালে ছিল ২০ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ৩৫ শতাংশ।

এর বিপরীতে, ব্যক্তিশ্রেণির গ্রাহকদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে জমার পরিমাণ প্রায় ১০ শতাংশ কমেছে। ২০২৪ সালে যা ছিল ১ কোটি ২৬ লাখ সুইস ফ্রাঁ, ২০২৫ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১৪ লাখ সুইস ফ্রাংকে।

তবে উল্লেখ্য, এগুলো কেবল সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের কাছে স্থানীয় ব্যাংকগুলোর আনুষ্ঠানিকভাবে রিপোর্ট করা তথ্য। এই পরিসংখ্যানে বাংলাদেশিদের বহুল আলোচিতকালো টাকা বা অবৈধ পথে পাচার হওয়া অর্থের কোনো হিসাব মেলানো সম্ভব নয়।

তথ্য আদান-প্রদান (এইওআই) চুক্তিতে এখনো নেই বাংলাদেশ

গ্রাহকের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য একসময় বিশ্বজুড়ে সমাদৃত সুইস ব্যাংকগুলো এখন কর ফাঁকি ও অর্থ পাচার রোধে স্বচ্ছতার নীতিতে হাঁটছে। এর অংশ হিসেবে ২০১৮ সাল থেকে তারা অটোমেটিক এক্সচেঞ্জ অব ইনফরমেশন (এইওআই) বা স্বয়ংক্রিয় তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা চালু করেছে। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কর কর্তৃপক্ষ যাচাই করতে পারে যে তাদের নাগরিকরা বিদেশে থাকা অ্যাকাউন্টের সঠিক ঘোষণা কর রিটার্নে দিয়েছে কি না।

এই ব্যবস্থার আওতায় গ্রাহকের নাম, ঠিকানা, রেসিডেন্স বা বসবাসের দেশ, কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন), অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স ও ক্যাপিটাল ইনকামের তথ্য আদান-প্রদান করা হয়। ২০২৫ সালে সুইজারল্যান্ডের ফেডারেল ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফটিএ) এই বৈশ্বিক মানদণ্ডের আওতায়, ১০১টি দেশের প্রায় ৩৪ লাখ আর্থিক অ্যাকাউন্টের তথ্য শেয়ার করেছে।

তবে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত ওইসিডি-র গ্লোবাল ফোরামের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখনো এই স্বয়ংক্রিয় তথ্য আদান-প্রদান (এইওআই) ব্যবস্থায় যুক্ত হওয়ার কোনো প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি করেনি। অথচ প্রতিবেশী দেশ ভারত ও পাকিস্তান অনেক আগেই এই তথ্য আদান-প্রদান প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ

সুইস ব্যাংকে আমানত রাখার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বরাবরের মতোই শীর্ষে রয়েছে ভারত। ২০২৫ সালে ভারতীয় নাগরিক ও ব্যাংকগুলোর জমার পরিমাণ ছিল ৩২০ কোটি সুইস ফ্রাঁ, যদিও তা আগের বছরের চেয়ে ৮ শতাংশ কমেছে।

বাংলাদেশ ৮৩ কোটি ৪২ লাখ সুইস ফ্রাঁ নিয়ে এই অঞ্চলে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে এবং ভারতের বিপরীতে বাংলাদেশের আমানত ৪১ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে, শতকরা হারের দিক থেকে সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি দেখেছে আফগানিস্তান (৪৮.২ শতাংশ), যদিও তাদের মোট জমার পরিমাণ মাত্র ৪৭ লাখ সুইস ফ্রাঁ।

সামগ্রিকভাবে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে মিশ্র প্রবণতা দেখা গেছে। ২০২৫ সালে এই অঞ্চলের চারটি দেশের (ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও ভুটান) আমানত সুইস ব্যাংক থেকে কমেছে; পক্ষান্তরে বাকি চারটি দেশের (বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও মালদ্বীপ) আমানত বেড়েছে।

ইরান চুক্তির পরও তেল

১২ পৃষ্ঠার পর

তবে এসব দাম এখনও যুদ্ধ শুরুর আগে ব্যারেলপ্রতি প্রায় ৭০ ডলারের যে পর্যায়ে তেল লেনদেন হচ্ছিল, তার তুলনায় অনেক বেশি।

ইভান্স বলেন, উচ্চমূল্যের চাপ কমতে শুরু করলে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা জাহাজগুলোকে প্রথমে প্রণালি অতিক্রম করে বের হতে হবে, এরপর নতুন তেলবাহী জাহাজগুলোকে সেখানে প্রবেশ করে তেল বোঝাই করতে হবে।

তিনি আরও বলেন,একটি জাহাজকে ভেতরে আনতে হলে আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে সেটিকে প্রবেশ করানো, তেল বোঝাই করা এবং নিরাপদে বের করে আনার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ নিরাপদ সময়সীমা রয়েছে।

তিনি ব্যাখ্যা করেন, তেলবাহী জাহাজগুলোও ধীরগতিতে চলাচল করে। হরমুজ প্রণালি থেকে দূরবর্তী দেশগুলোতে পৌঁছাতে, সেখানে অপরিশোধিত তেল শোধনাগারে সরবরাহ করতে, তা প্রক্রিয়াজাত করতে এবং পরে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে কয়েক মাস সময় লাগে।

এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের কিছু উৎপাদক সংরক্ষণাগারের জায়গা ফুরিয়ে যাওয়ায় ভূগর্ভ থেকে তেল উত্তোলন সাময়িকভাবে বন্ধ করেছিল, যাকে উৎপাদন স্থগিতকরণ বলা হয়। এসব কার্যক্রম পুনরায় চালু করাও ধীরগতির একটি প্রক্রিয়া হতে পারে।

বিশ্লেষণধর্মী প্রতিষ্ঠান উড ম্যাকেঞ্জির পরিশোধন, রাসায়নিক ও তেলবাজারবিষয়ক জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি অ্যালান গেল্ডার বলেন, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলো, যাদের কাছে হরমুজ প্রণালি ছাড়াও তেল পরিবহনের বিকল্প পাইপলাইন বা পথ রয়েছে, তারা সম্ভবত সবচেয়ে দ্রুত উৎপাদন পুনরায় শুরু করতে পারবে।

তিনি বলেন,কিন্তু ইরাকের মতো দেশগুলো অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে, কারণ তাদের উৎপাদন স্থগিতের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল এবং তাদের তেলক্ষেত্রগুলোও তুলনামূলকভাবে জটিল। ফলে আগের অবস্থায় ফিরতে তাদের প্রায় এক বছর সময় লাগতে পারে।

গেল্ডার বলেন, জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ, যার ফল পেতে সাধারণত কয়েক বছর সময় লাগে, প্রণালি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কার্যত থেমে গিয়েছিল। ফলে এই মূলধন বিনিয়োগ আবার সচল হতেও সময় লাগবে।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল এনার্জি পলিসি কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ফেলো ড্যানিয়েল স্টার্নঅফ বলেন, তেল উৎপাদন বন্ধ রাখা দেশগুলো নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত উৎপাদন পুনরায় শুরু করতে চাইবে না যে প্রণালিটি দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল ও নিরাপদ থাকবে এবং যুদ্ধবিরতি ৩০ বা ৬০ দিনের বেশি সময় ধরে কার্যকর থাকবে।

তিনি বলেন,প্রণালি খোলা থাকার অর্থ বাস্তবে কী, অথবা সেখানে আটকে থাকা পণ্য ও সরঞ্জাম কত দ্রুত সরিয়ে নেওয়া যাবে, সে বিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চিত নই।

রুশ অর্থনীতিতে

১৪ পৃষ্ঠার পর

তবে তারা যেভাবে চাচ্ছে, সেভাবে সফল হতে পারবে না।'

অন্যদিকে ইউক্রেনের সাফ কথা, রাশিয়া প্রতিদিন ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে তাদের একের পর এক শহর ও জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে। এর জবাবে রাশিয়ার মাটিতে এই হামলাগুলো সম্পূর্ণ ন্যায্য ও মোক্ষম প্রতিশোধ।

রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডের পাশাপাশি ২০১৪ সালে অবৈধভাবে দখল করা ক্রিম উপদ্বীপেও হামলা জোরদার করেছে ইউক্রেন। বিশেষ করে ক্রিমিয়ার সরবরাহ ব্যবস্থা এবং জ্বালানি তেলবাহী ট্রাকগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করায় উপদ্বীপটিতে স্মরণকালের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ ক্রিমিয়ায় চলমান এই তীব্র জ্বালানি সংকটের কথা স্বীকার করে বলেছেন, পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা 'ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ার' (আইএসডব্লিউ) তাদের বিশ্লেষণে জানিয়েছে, ইউক্রেনের দূরপাল্লার ও মধ্যপাল্লার হামলার মধ্যে একটি নিখুঁত সমন্বয় রয়েছে।

দূরপাল্লার হামলাগুলো রাশিয়ার জ্বালানি উৎপাদন ক্ষমতা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, আর মধ্যপাল্লার হামলাগুলো উৎপাদিত জ্বালানি পরিবহনের সক্ষমতাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

এদিকে যুদ্ধের ময়দান থেকে ইউক্রেনের সেনাপ্রধান ওলেক্সান্ডার সিরস্কি এক বিবৃতিতে দাবি করেছেন, গত মে মাসে রাশিয়ার দখল করা ভূখণ্ডের চেয়েও বেশি এলাকা সফলভাবে উদ্ধার করেছে ইউক্রেনীয় বাহিনী। এর ফলে ফ্রন্টলাইনে রাশিয়ার গত কয়েক মাসের একটানা অগ্রগতির ধারা পুরোপুরি উল্টে গেছে।

শেয়ারবাজারে স্পেসএক্স: বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার হলেন ইলন মাস্ক

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার হওয়ার নতুন মাইলফলক স্পর্শ করেছেন আলোচিত প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক। তার মহাকাশ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের রেকর্ড ৭৫ বিলিয়ন ডলারের প্রাথমিক শেয়ার বিক্রি (আইপিও) এই ঐতিহাসিক অর্জনের পথ সুগম করেছে। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) অনুষ্ঠিত স্পেসএক্সের আইপিওতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ আসে। আইপিওর আগে ফোর্বসের হিসাব অনুযায়ী, মাস্কের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭৮০ বিলিয়ন ডলার। সে সময় বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী ব্যক্তি ছিলেন গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা লেরি পেজ।

ফোর্বস ওয়েলথের ডেপুটি এডিটর ম্যাট ডুরোট জানান, বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তির সম্পদ যেখানে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি, সেখানে মাস্কের সম্পদ তার তিন গুণেরও বেশি। তিনি উল্লেখ করেন, এর আগে কেবল লেরি এলিসনের সম্পদই ৪০০ বিলিয়ন ডলারের সীমা অতিক্রম করেছিল।

বর্তমানে মাস্কের সম্পদের সবচেয়ে বড় অংশের উৎস স্পেসএক্স। প্রতিষ্ঠানটিতে তার মালিকানাধীন শেয়ারের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৮৬৬ বিলিয়ন ডলার বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা টেসলা এবং মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন ইলন মাস্ক। পরে ২০২২ সালে তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটার-বর্তমানের 'এক্স'৪৪ বিলিয়ন ডলারে অধিগ্রহণ করেন। এর ফলে তিনি শত শত মিলিয়ন ব্যবহারকারীর কাছে সরাসরি পৌঁছানোর সুযোগ পান এবং রাজনীতি, অভিবাসন, সরকারি ব্যয় ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রভাবশালী কণ্ঠ হিসেবে আবির্ভূত হন সূত্র: রয়টার্স

নিউইয়র্কে কুইন্সের জ্যামাইকায় ১৯ জুন শুরু হচ্ছে বহুজাতিক সাংস্কৃতি উৎসব - “ভালো মেলা ২০২৬’

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের কুইন্সরে জ্যামাইকায় আগামী ১৯ জুন শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে বহুসাংস্কৃতিক কমিউনিটি উৎসব ‘ভালো মেলা ২০২৬’।

নিউ ইয়র্ক ও বাংলাদেশে সামাজিক ও জনকল্যাণ কার্যক্রমে সংযুক্ত সংগঠন ভালো (BHALO))-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলা হিলসাইড এভিনিউ ও ১৭৩ স্ট্রীটের সংযোগস্থল থেকে ১৭৫ স্ট্রীট পর্যন্ত এলাকায় বিকেল ৩টা থেকে শুরু হবে।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, গত বছরের তুলনায় এবারের আয়োজনকে আরও বিস্তৃত ও অংশগ্রহণমূলক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মেলার মূল লক্ষ্য বিভিন্ন বয়স ও সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য একসঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনোদন ও সামাজিক সম্পৃক্ততার সুযোগ সৃষ্টি করা।

দিনব্যাপী এই মেলায় বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যবাহী খাবার, হস্তশিল্প, কমিউনিটি সেবা এবং পারিবারিক বিনোদনের নানা আয়োজন থাকবে।

মেলার অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে থাকছে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্টল, স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম। আয়োজকদের প্রত্যাশা, এই আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, যোগাযোগ, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে।

এবারের মেলায় কমিউনিটি পার্টনার সংগঠন হিসেবে যুক্ত রয়েছে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি, এলহাম একাডেমি, সাপ্তাহিক ঠিকানা এবং বেঙ্গলিস অব নিউইয়র্ক (বনি)।

পাশাপাশি নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের ডেপুটি স্পিকার ড. নানতাশা উইলিয়ামসও অনুষ্ঠানের সহযোগী অংশীদার হিসেবে যুক্ত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

আয়োজকরা আরও জানিয়েছেন, মেলায় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী বিক্রেতা ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য অনলাইন নিবন্ধনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিউআর কোডের মাধ্যমে নিবন্ধনের সুযোগ থাকছে। আয়োজক সংগঠন ভালো (BHALO)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই আয়োজন কেবল একটি মেলার জন্য নয়, বরং বিভিন্ন সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির একটি প্রয়াস হচ্ছে এবারের মেলা। নিউইয়র্কের বৈচিত্র্যময় সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই এবারের BHALO মেলার মূল লক্ষ্য।

২ আগস্ট প্রথম নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কের বাংলা ভাষাভাষী চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য আনন্দের সংবাদ। আগামী ২ আগস্ট ২০২৬, সন্ধ্যা ৭টায় জামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টার (JPAC)-এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্মস ফেস্টিভ্যাল (NYBFF) ২০২৬।

এ উৎসবের লক্ষ্য বাংলা চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছে তুলে ধরা এবং নতুন নির্মাতাদের জন্য একটি বিশ্বমানের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। উৎসবে বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হবে।

শর্টফিল্ম, ডকুমেন্টারি ফিল্ম এবং পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এই তিনটি ক্যাটাগরিতে নির্মিত সকল বাংলা চলচ্চিত্র এখানে প্রদর্শিত হবে। এবং সর্বক্ষেত্রে সেরাদের পুরস্কার প্রদান করা হবে। মোট ২১ টি ক্যাটাগরিতে ৭৭ জনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হবে একজন বিশিষ্টজনকে। স্টার সিনেপ্লেক্স পাচ্ছে বিশেষ সম্মাননা পুরস্কার এবং সেরা শব্দগ্রাহক হিসেবে শুধুমাত্র একজনই মনোনয়ন পেয়েছেন। আয়োজকরা জানান, নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্মস ফেস্টিভ্যাল শুধু একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি বাংলা সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা ও শিল্পচর্চার এক মিলনমেলা। চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, প্রযোজক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং চলচ্চিত্রপ্রেমীদের অংশগ্রহণে উৎসবটি হয়ে উঠবে এক বর্ণাঢ্য আয়োজন।

এ বছরের ফেস্টিভ্যালের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছে All County Home Care। এছাড়াও ডায়মন্ড স্পন্সর হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসা ও কমিউনিটি প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করছে। অনুষ্ঠানটির সঙ্গে সহযোগী হিসেবে রয়েছে একাধিক সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া সংগঠন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে সকল চলচ্চিত্রপ্রেমী, শিল্পী, নির্মাতা এবং কমিউনিটির সদস্যদের এই উৎসবে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ফেস্টিভ্যাল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.nybanglaff.org অথবা যোগাযোগ করুন nybanglaff@gmail.comইমেইলে। এছাড়া ফোনে যোগাযোগ করা যাবে (646) 248-4759 এবং (347) 545-7039নম্বরে।

বাংলা সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার লক্ষ্যে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে প্রথম নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। প্রিয়জন ফিল্মস এবং লেমন ষ্টুডিও যৌথভাবে আয়োজন করবে এই বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। সার্বিক সহযোগিতায় থাকবে আমেরিকান বাংলাদেশি প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশন (এবিপিএ)।

নিউ ইয়র্কের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বাংলা চলচ্চিত্রের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে চলছে নিউ ইয়র্ক বাংলা ফিল্মস ফেস্টিভ্যাল ২০২৬।

ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটির মিডিয়া পার্টনার হিসেবে থাকবে বাংলাদেশের জনপ্রিয় Rtv I 52 tv, আমেরিকার Channel 14 ও Business America। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

মোদিকে দেখতে অত্যন্ত

৫৬ পৃষ্ঠার পর

ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, মোদিকে দেখতে ‘দেবদূতের মতো’ এবং অত্যন্ত ভদ্র বলে মনে হলেও বাস্তবে তিনি একজন ‘টোটাল কিলার’। তবে ট্রাম্প শব্দটি ব্যবহার করেছেন রূপক অর্থে। অর্থাৎ মোদির কঠোর নেতৃত্ব ও দরকষাকষির দক্ষতার প্রশংসা করতেই এমনটা বলেছেন তিনি।

সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি বলছে, ফ্রান্সের এভিয়ানে অনুষ্ঠিত জি-৭ সম্মেলনের ফাঁকে নরেন্দ্র মোদিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এসময় মোদিকে ‘খুবই কঠিন’ এবং ‘দক্ষ দরকষাকষিকারী’ বলে উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, তিনি এই নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন।

দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, ‘এই মানুষটিকে দেখুন। আমি আপনাদের একটি শিক্ষা দিই। তিনি সবচেয়ে সুন্দর চেহারার মানুষদের একজন। তাকে দেখতে এতটাই ভদ্র ও শান্ত লাগে, যেন একজন দেবদূত। কিন্তু বাস্তবে তিনি টোটাল কিলার। তবে তাকে দেখতে এত ভালো লাগে যে তিনি আপনাকে অবাক করে দেন। এমন মানুষ খুব কমই আছে।’

এদিন ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমি যতদিন প্রেসিডেন্ট আছি, ভারত হোয়াইট হাউসে একজন সত্যিকারের বন্ধুকে পাবে। এখানে উপস্থিত সবাই ভারতকে ভালোবাসে এবং এই মানুষটির (নরেন্দ্র মোদি) প্রতি তাদের অসাধারণ শ্রদ্ধা রয়েছে।’

ট্রাম্প মোদিকে ‘ভদ্র কিন্তু কঠোর’ বলেও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘মানুষ বলে তিনি খুবই ভালো মানুষ। আমি বলি, তিনি খুবই কঠোর। তিনি একজন দক্ষ দরকষাকষিকারী। তিনি ভারতীয় জনগণকে ভালোবাসেন, আবার যুক্তরাষ্ট্রকেও ভালোবাসেন। হিউস্টনে আমাদের ‘হাউডি মোদি’ অনুষ্ঠান হয়েছিল। স্টেডিয়াম ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। ভবিষ্যতে আমরা আবার ভারত সফরে যাব।’

তিনি বলেন, ‘ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে আমাদের খুবই ভালো আলোচনা হয়েছে। আমরা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কাজ করছি। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে অনেক কিছু ঘটছে। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ইতিহাসের সেরা সময় পার করছে। আমাদের দেশে ১৯ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ আসছে। আমরা কারখানা গড়ছি, নানা ধরনের উন্নয়ন করছি। প্রধানমন্ত্রীও যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বিনিয়োগ করছেন। আমরা সেটির প্রশংসা করি। আমি শুধু বলতে চাই, তিনি দীর্ঘদিন ধরে আমার বন্ধু এবং আমাদের সম্পর্ক সবসময়ই খুব ভালো ছিল। আপনার সঙ্গে থাকতে পেরে ভালো লাগছে।’

অন্যদিকে বৈঠকে নরেন্দ্র মোদি পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়ায় ট্রাম্পের প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ‘নতুন গতি’র কথাও উল্লেখ করেন। মোদি বলেন, ‘এ অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার নতুন আশা জেগে উঠেছে। আমি বিশ্বাস করি, এটি দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পথ তৈরি করবে। আপনি এবং আমি একমত যে, বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য হরমুজ প্রণালি খোলা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

তিনি আরও বলেন, ‘ভারত সবসময়ই নৌ চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের একসঙ্গে কাজ করা উচিত এবং বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত।’

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা

১৮ পৃষ্ঠার পর

সতর্কবার্তাগুলো গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, নগরায়ণ, অবকাঠামো সম্প্রসারণ, নদীভাঙন ও লবণাক্ততার কারণে বাংলাদেশের কৃষিজমি এমনিতেই হ্রাস পাচ্ছে এবং খাদ্যনিরাপত্তার হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া অন্য বায়োএনার্জি বাংলাদেশের জন্য বিকল্প হলে তা খাদ্যনিরাপত্তা বিঘ্ন করবে। বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক গঠন ও হাইড্রোলজিও জিওথার্মালের জন্য উপযোগী নয়।

বাংলাদেশের মতো একটি ঘনবসতিপূর্ণ বদ্বীপে যেখানে সৌর ও বায়ুবিদ্যুতের সম্ভাবনা প্রচুর, সেখানে কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বায়োএনার্জি ও জিওথার্মালের ব্যবহারে অধিক গুরুত্ব দেওয়া উদ্বেগই সৃষ্টি করে, স্বস্তি নয়। এমন সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি বরং উল্টো অস্বস্তিকরই।

একদিকে যখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ঘনীভূত হচ্ছে, অন্যদিকে কূটনৈতিক তৎপরতায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা চলছে।

এ রকম একটি সময়ে সম্প্রতি ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত সিলেক্টইউএসএ ইনভেস্টমেন্ট সামিটে ২৫ জন বাংলাদেশি ব্যবসায়ী নেতার একটি প্রতিনিধিদল দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। এ ছাড়া শেভরন ও এলএনজি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতনের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন তিনি।

প্রশ্ন ওঠে, আন্তর্জাতিক রপ্তানিকারক ও বিনিয়োগকারীদের স্থানীয় ভিত্তি তৈরির জন্য ব্যবসায়ী শ্রেণির প্রতি এই মনোযোগ কি উদ্দেশ্যমূলক? বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক কি জ্বালানিনিরাপত্তার নামে ব্যয়বহুল ও পরিবেশগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ প্রযুক্তি স্থায়ীকরণের কৌশল হয়ে উঠছে?

আজকের বৈশ্বিক গ্যাসবাজার নিয়ে বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ দেখাচ্ছে, এলএনজিকেন্দ্রিক পথটি ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ মেয়াদে ঝুঁকিপূর্ণ। একই সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ বায়োএনার্জি ও জিওথার্মাল। কোনো বৃহৎ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে তা জাতীয় স্বার্থ, সক্ষমতা, দক্ষতা ও খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা মূল্যায়ন করা দরকার। সেই মূল্যায়ন কোথায়? সংসদ তো আলোচনায়ই তা তুলছে না।

নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে যে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন, তা আশার কথা। যদি সরকার সত্যিকার অর্থেই নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে চায় এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে চায়, তাহলে দ্রুত আমদানি চুক্তি করতে হয় বা ভবিষ্যৎ বাজেটের ওপর চাপ পড়েড় এমন চুক্তি বা সমঝোতা থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল।

বাংলাদেশে যেকোনো আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্বাধীনভাবে স্বনির্ধারিত অগ্রাধিকারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে, বিদেশিদের বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে নয়। অন্যথায় এই সমঝোতা মন্ত্রীদের ঘোষিত প্রতিশ্রুতির বিপরীতে কাজ করবে। বাংলাদেশকে পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকর ও ব্যয়বহুল প্রযুক্তির দিকে ঠেলে দেবে, যা দেশের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের বিরোধী।

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে জ্বালানিসংকট থেকে বের হতে পারছে না নিজের জ্বালানি পরিকল্পনা অন্য দেশের হাতে ছেড়ে দিয়ে। অপরিকল্পিতভাবে বিদেশি চুক্তি করে, বিদেশি ঋণ নিয়ে মেগা প্রকল্প করে এবং বেশি দামে জ্বালানি কিনে এখন একদিকে আমদানিনির্ভরতা বেড়ে গেছে, ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে, অন্যদিকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসংকটেরও সমাধান হচ্ছে না। একটার পর একটা সংকট আসে, কিন্তু দেশীয় বিশেষজ্ঞেদের সমন্বয়ে ও জাতীয় স্বার্থকে মাথায় রেখে পরিকল্পনা অগ্রগণ্য হয় না। যদি এক মন্ত্রণালয় টেকসই জ্বালানির কথা বলে, আরেক মন্ত্রণালয় টেকসই নীতিবিরোধী সমঝোতা করে, তাহলে এই অবিরাম জিম্মি হওয়ার চক্র থেকে আমাদের মুক্তি মিলবে না। বিদেশিদের সঙ্গে যেকোনো সমঝোতা দেশের নিজস্ব নির্ধারিত কৌশলের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। সে জন্য আগে সমঝোতা করে পরে জ্বালানিকৌশল নির্ধারণ নয়। আগে জ্বালানিকৌশল, পরে বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা-এটাই স্বাধীন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।

ড. মোশাহিদা সুলতানা সহযোগী অধ্যাপক, অ্যাকাউন্টিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জ্বালানি-গবেষক

প্রথম আলো’র সৌজন্যে

আমি না থাকলে ইসরায়েল

৫ পৃষ্ঠার পর

লেবানন একসময় একটি অসাধারণ দেশ ছিল। সেখানে অধ্যাপক, চিকিৎসক ও আইনজীবীরা ছিলেন। সেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ ছিল। এখন এটি খুবই খারাপ অবস্থায় রয়েছে।

ট্রাম্পের এসব মন্তব্য নেতানিয়াহুর প্রতি তার সাম্প্রতিক ধারাবাহিক বিক্ষুব্ধতার বহিঃপ্রকাশ। এর আগেও এক ফোনালাপে তিনি নেতানিয়াহুকে‘বিবেচনাহীন’ বলেও তিরস্কার করেছিলেন।

বিশ্বকাপের উন্মাদনায় নিউইয়র্কে শুরু ‘ঠিকানা ফুটবল টুর্নামেন্ট’

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বকাপ ফুটবলকে ঘিরে যখন সারা বিশ্বে উন্মাদনা তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘ তিন দশকের ফুটবল ঐতিহ্যকে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও উজ্জীবিত করল বাংলাদেশি স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা। বর্ণাঢ্য আয়োজন ও উৎসবমুখর পরিবেশে শুরু হয়েছে ‘ঠিকানা ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬’, যা প্রবাসী বাংলাদেশি সমাজে ক্রীড়া, সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের এক অনন্য মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

১৪ জুন রোববার নিউইয়র্কের রেন্ডালস আইল্যান্ডের আইকান স্টেডিয়ামের ১০ নম্বর মাঠে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ঠিকানার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মো. আলী, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, বাংলাদেশি স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সদস্য মনজুর আহমদ চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সদস্য আব্দুর রহিম বাদশা এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সদস্য আজম চৌধুরী, মো. বড় ভূঁইয়া, আনোয়ার হোসেন, জুনেদ চৌধুরী, আব্দুল হাছিম হাসনু, মহিউদ্দিন দেওয়ান, জুলফিকার চৌধুরী, মখন মিয়া ও রিভারটেলের কো-ফাউন্ডার ইয়াসির।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সদস্য নাইম টুটুল, সদস্য হারুন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশি স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার সাবেক সহ-সভাপতি কাজী এলিন, সদস্য নওশাদ, সহ-সভাপতি মো. জুয়েল আহমদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক এ. মুকিত রিমন ও আব্দুল কাদের লিপু, সাংগঠনিক সম্পাদক সাহেল মিয়া, দপ্তর সম্পাদক রাহুল বড়ুয়া এবং সদস্য জাহাঙ্গীর হোসেন জয়নুল, মো. ইকবাল আহমদ খোকন, সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, মীর জাকির হোসেন, অনু ইমতিয়াজ কবির ও মো. শওকত প্রমুখ।

বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, ক্রীড়াবিদ, স্পন্সর, গণমাধ্যমকর্মী এবং বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশির উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশু-কিশোর সংগঠন ‘চারুকণ্ঠ’ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্প্রতি নিহত পুলিশ কর্মকর্তা দিদারুলের পিতা ও সন্তানরাও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা ও শ্রদ্ধা জানানো হয়। আয়োজকরা জানান, তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে খেলাধুলার চর্চা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি এবং নতুন প্রজন্মকে ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশি স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই এবার আয়োজন করা হয়েছে ‘ঠিকানা ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬’।

টুর্নামেন্টে মোট নয়টি দল অংশ নিচ্ছে। উদ্বোধনী ম্যাচে ওজন পার্ক ফাইটার্স ক্লাবের মুখোমুখি হয় সন্দ্বীপ ইউনাইটেড। রোমাঞ্চকর এই ম্যাচে ২-০ গোলের জয়ে শুভসূচনা করে সন্দ্বীপ ইউনাইটেড।

দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে আয়সাব এফসি মুখোমুখি হয় নোয়াখালী টাইগার্সের। একতরফা আধিপত্য বিস্তার করে আয়সাব এফসি ৩-০ গোলের ব্যবধানে জয় তুলে নেয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে নিজেদের সংস্কৃতি ও শিকড়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। ফুটবল শুধু একটি খেলা নয়; এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক সংযোগ এবং সুস্থ বিনোদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

প্রধান অতিথি এম এম শাহীন বলেন, বিশ্বকাপের বৈশ্বিক উন্মাদনার মধ্যেও নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের নিজস্ব ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন প্রমাণ করে যে প্রবাসী সমাজ কেবল অর্থনৈতিকভাবে নয়, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তুলেছে।

তিনি আরো বলেন, আমরা কয়েকজন মিলে ১৯৮৭ সালে ডাউনটাউনে প্রথম ফুটবল খেলা শুরু করেছিলাম। পরবর্তীতে কমিউনিটির ক্রীড়া সংগঠকরা কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে প্রায় তিন দশক ধরে এই ফুটবল আয়োজনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

টুর্নামেন্টের সফল উদ্বোধনে অবদান রাখায় অংশগ্রহণকারী নয়টি দলের ম্যানেজার, কোচ, অ্যাডমিন, খেলোয়াড়, স্পন্সর, গণমাধ্যমকর্মী ও অতিথিদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশি স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানানো হয় বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দকে। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও নিবেদিত কর্মপরিকল্পনার ফলেই ‘ঠিকানা ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রবাসী বাংলাদেশিদের ক্রীড়াঙ্গনে এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন আয়োজকরা। - ঠিকানা প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বিশাল ম্যুরাল একেঁছেন বাংলাদেশী-

৫৬ পৃষ্ঠার পর

সাজানো হয়েছে স্টেডিয়ামটি। ভিআইপি লাউঞ্জকে সজ্জিত করা হয়েছে চোখ ধাধাঁনো সাজে। ইতোমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি খেলা। শুধু স্টেডিয়াম নয়,শিল্পী জিহান ওয়াজেদ’র আঁকা ম্যুরাল সৌন্দর্য্য বর্ধন করে চলেছে বিশ্বের রাজধানীখ্যাত নিউইয়র্ক মহানগরীসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে। আমেরিকার মূলধারার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ম্যুরাল এঁকে সম্প্রতি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন জিহান। বাংলাদেশের চিরায়ত ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও স্থান পাচ্ছে তার আঁকা ম্যুরালে। জিহানের চিত্রকর্মে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের প্রকৃত এবং প্রাণবন্ত প্রতিচ্ছবি। যার মধ্য দিয়ে মূল শেকড়, ঐতিহ্য ও ভাষাগত পরিচিতির সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

চিত্রাঙ্কন ছাড়াও ভাস্কর্য, কোরিওগ্রাফি এবং সৃজনশীল নতুন মিডিয়ার সঙ্গে জড়িত জিহান ওয়াজেদ। তার শিল্পকর্ম দেয়াল চিত্র ও নৃত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তিনিই প্রথম অগ্রবর্তী বাস্তববাদী শিল্পী। ম্যানহাটানের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিশাল স্টুডিও রয়েছে জিহান ওয়াজেদের। তার অন্যতম শিল্পকর্মের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভবন, নিউইয়র্কের জনএফ কেনেডি এয়ারপোর্টের টার্মিনাল-ফোর, নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টার, কুইন্স হাসপাতালে সাড়ে ১২’শ বর্গফুটের বিশালকায় ম্যুরাল, এস্টোরিয়ায় ৭০০ ফুট দীর্ঘ এ্যায়ুগমেন্টেড রিয়ালিটি ম্যুরাল, নিউজার্সির মেটলাইফ ওয়ার্ল্ডকাপ স্টেডিয়াম ও এস্টোরিয়ায় ১৭৭ ফিট দীর্ঘ ‘ওয়েলকাম এস্টোরিয়া’ ম্যুরালটি অন্যতম। জিহান ওয়াজেদের বিমূর্ত ম্যুরালগুলোর অণুপ্রেরণা মানবিক যোগসূত্রের সেই শক্তি থেকে, যা সকল প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় শান্তির। তাঁর একান্ত ইচ্ছা সিটিতে যেখানে তার নিজের আবাস, সেই কুইন্সকে আরও নান্দনিক করে তোলা। সম্প্রতি তাঁকে ‘আর্থার অ্যাশে স্টেডিয়াম’ এ ‘ইউএস ওপেন’ এর জন্য একটি স্থায়ী ম্যুরাল আঁকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যেটি তিনি সম্পন্ন করেছেন।

জিহান ওয়াজেদেরঐঁংঃষব ধহফ ইঁংঃষব্ব (ব্যস্ততা ও কোলাহল) মুর‌্যালটি সিটির কুইন্স বরোর বহুমুখী ও প্রাণবন্ত শক্তিকে ধারণ করেছে। কুইন্সকে সাধারণভাবে দৃশ্যত কোলাহলপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল মনে হতে পারে। কিন্তু বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে উপলব্ধি করা সম্ভব যে, সবকিছু কীভাবে একতালে ঘড়ির কাঁটার মতো বিরামহীনভাবে চলছে। বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় তার আঁকা মূর‌্যালপ্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় ম্যুরাল অঙ্কন করেছেন জিহান ওয়াজেদ।

নিউইয়র্কের ম্যানহাটানস্থ গ্যালারীতে তার বেশ কয়েকটি একক চিত্র প্রদর্শনী ব্যাপক সাড়া জাগায় মুলধারার দর্শকের মাঝে। ২০২৫ সালের অক্টোবরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতেও অংশ নেন জিহান। স্টুডিওতে ছবি আঁকার পাশাপাশি তার নিজস্ব স্টাইলে ম্যুরাল আঁকছেন। জিহানের প্রাথমিক আগ্রহ ছিল গ্রাফিতি আঁকায়।গ্রাফিতি থেকেই তিনি খুঁজে নিয়েছেন ম্যুরালের নিজস্ব ও নূতন ধারা। তার এই ধারাকে পছন্দ করছে শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শহর নিউইয়কের্র শিল্পবোদ্ধারা। জিহানের শিল্পকর্ম চোখ ধাঁধায়, হৃদয়ে দেয় প্রশান্তি, নানাভাবে দোলা দেয় চেতনায়। তার চিত্রকর্ম সৃষ্টি করে নিরাময় ও দৃষ্টিসুখের পরিবেশ। জিহানের শিল্পকর্মে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের পতাকার লাল ও সবুজ রঙ। জিহান তার শিল্পকর্ম দিয়েগর্বিত করে চলেছেন আমেরিকার বহুজাতিক সমাজে বাংলাদেশী ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটিকে। কমিউনিটি ম্যুরাল প্রকল্পের অধীনে তার আঁকা চিত্রকর্ম নিউইয়র্ক সিটির হাসপাতালের নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশেও অবদান রাখায় ইতোমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে প্রকল্পটি। তার ম্যুরালের রয়েছে নিজস্ব ও নূতন ধারা। সম্প্রতি বাংলাদেশী আমেরিকান ব্যবসায়ীদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় জিহানের আঁকা বাংলাদেশ ম্যুরাল ব্যাপক সাড়া জাগায় কমিউনিটিতে। ডাইভারসিটি প্লাজার দক্ষিণের ভবনটির প্রশস্থ দেয়ালে স্থান পায় বাংলাদেশ ম্যুরাল।

জিহান ওয়াজেদ’র জন্ম চিকিৎসক পিতার কর্মস্থল লিবিয়ার বেনগাজীতে। তার পিতা নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ’র সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ খান। নিউইয়র্কেই শিক্ষাজীবন শুরু জিহানের। মেধাবী জিহান পড়াশুনা করেছেন স্টাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুলে এবং মিকৌলে অনারি প্রোগ্রামে বারুখ কলেজ থেকে পারসেপচুয়াল সাইকোলজিতে গ্রাজুয়েশন করলেও তার মনোযোগ একমাত্র ছবি আঁকায়। চিত্রকর্মের উপর তার কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও শৈশব থেকেই ছবি আঁকার প্রতি ছিল প্রবল আকর্ষন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে হয়েছেন পুরস্কৃত। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও গ্রামীন জীবনের উপর তার রয়েছে দুর্বার আকর্ষণ। বাংলাদেশেও তার চিত্রকর্মের ছাপ রাখতে চান জিহান ওয়াজেদ।

ডা. ওয়াজেদ খান-এর ফেসবুক পেজ থেকে নেয়া।

সংগঠনের বিরুদ্ধে চলমান মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন নির্বাচন নয়- চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ

পরিচয় ডেস্ক : সংগঠনের বিরুদ্ধে চলমান মামলার নিষ্পত্তি নি হওয়া পর্যন্ত কোন নির্বাচন নয়, সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ে জানালেন চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ

গত ৮ জুন সোমবার সংবাদ সম্মেলনে চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশন অফ আমেরিকা'র বর্তমান কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তারা দাবী করেছেন, গত নির্বাচনে পরাজিত মাকসুদ-মাসুদ প্যানেলের সদস্য ও তাদের কিছু সহযোগী কর্মকর্তারা অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি, বর্তমান কমিটি, ইলেকশন কমিশনসহ, নির্বাচন পরিচালনাকারী সংস্থা- ইউনাইটেড ইলেকশন সার্ভিস-এর বিরুদ্ধে সিভিল কোর্টে দায়ের মামলায় তারা নিজেদের চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশন অফ আমেরিকা'র "মালিক" দাবি করে আদালতের কাছে বিচার চেয়েছেন। মামলার নম্বর ৫৩৫১৪৬/২০২৪। মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য করা হয়েছে ২০২৭ সালের গ্রীষ্মকালীন সময়ে।

সেই মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে ঠিক হবেনা। তবে এ বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আসন্ন সাধারণ সভায় জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি আবু তাহের।

চট্টগ্রামবাসী ও সংশ্লিষ্ট মহলকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেছেন।

জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বর্তমান কার্যকরি কমিটি গত ১৮ মাসের কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরেন।

নেতৃবৃন্দ বলেছেন, অতীতে চিটাগাং অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমে অনিয়ম, দুর্নীতি, তহবিল তছরুপ এর নানা অভিযোগ সকলের জানা।

তাই বর্তমান কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই এসবের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে।

দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান অব্যাহত থাকবে বলে জানান নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মো: আবু তাহের। স্বাগত বক্তব্যের পর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো: আরিফুর রহমান।

লিখিত বক্তব্য বলা হয়, সত্যকিাররে মিডিয়া সমাজরে নানা ছবি মানুষরে সামনে তুলে ধর।

অন্যায়, অবিচার, মিথ্যাচারকে পরাজিত করতে সহায়ক ভূমকিা পালন কর।

তেমনি একটি দীর্ঘদজধরে চলে আসা ক্রমাগত মিথ্যাচার, গোয়বেলেসিও প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে আপনাদরে সামনে হাজির হয়েছি।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আপনাদের নিরপেক্ষ সহযোগতিায় আমরা এইসব মিথ্যাতাঁর এবং প্রোপাগান্ডার জবাব দিতে সক্ষম হবো এবং সত্যকিাররে পরিস্থিতি,প্রমাণ সহকারে চট্টগ্রামবাসী এবং সংশ্লষ্টি সকলের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হবো।

আজকরে এই অনুষ্ঠানে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই, এই চট্টগ্রাম সমতিরি জন্য যারা শ্রম, মধ্যস্থতা সহ নানাভাবে

আমাদরে সাহায্য করছেনে কিন্তু আজ আমাদরে মাঝে নইে- সবজন শ্রদ্ধয়ে দীন এম রানা , সৈয়দ এম রেজা ভাই , আব্দুল হাই জিয়া ভাই , হেলাল উদ্দিন তসলিম ভাই, কামাল উদ্দিন ভাই, এডভোকটে নাজিম উদ্দনি উকিল ভাই , গিয়াস উদ্দিন ভাই , আসাদুল্লাহ হলি গ্যালারি , অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ , ডাক্তার আনোয়ার নিয়া , বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউল আজম শফি ভাই সহ আরো অনেকে।

চিটাগাং এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা ইনক্ এই প্রবাসের একটিঅত্যন্ত স্বনামধন্য আঞ্চলিক সংগঠন- যার বয়েস হাঁটি হাঁটি পা পা করেপ্রায় ৩৭ বছরে পদার্পন করেছে। নানা চড়াই উৎরাইয়ের ভেতর দিয়ে এইসংগঠন এগিয়ে গেছে, এই পথ চলা সবসময় সহজ ছিল না, কোনোকোনো সময় এই পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ। তারপর ও চট্টগ্রাম সুহৃদদেরঅক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই কাঁটা বিছানো পথ অতিক্রম করতে আমরা সফল হয়েছি ।

কোভিড পূর্ববর্তী সময় থেকেই চট্টগ্রাম সমিতি নানা সংকটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলো। প্রাণঘাতী কোভিড এর আক্রমণে সমিতির সভাপতি আবদুল হাই জিয়া ভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে সংকট আরও গভীরতরহয়। সেই সময়ে দায়িত্বে থাকা নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিবাদমান সকল পক্ষের সমন্বয়ে একটি অর্থবহ নির্বাচন করার লক্ষ্যে একটিঅন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করা হয়।

এই অন্তবর্তীকালীন কমিটি নানাসীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও দী□ঘ সতেরো মাস পরে নির্বাচন কমিশন গঠনকরেন। যদিও প্রথ মদিকে একটি দুষ্ট চক্র একতরফাভাবে নির্বাচনকমিশন গঠন করার চেষ্টা করলে তীব্র বাধার সম্মুখীন হন এবংপরবর্তীতে সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পাঁচসদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। নির্বাচন কমিশনসমিতির সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দক্ষতার সাথে সময়োপযোগীতফসিল ঘোষণা করেন। নির্বাচনের ভোট গ্রহণ এবং অন্যান্য সকলকার্যাদি সম্পাদনের লক্ষ্যে, সকল পক্ষের মতের ভিত্তিতে একটিইন্ডিপেন্ডেন্ট সংস্থা "ইউনাইটেড ইলেকশন সার্ভিসচ কে নিয়োগ দেয়াহয়। তফসিল অনুযায়ী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয় ২০শেঅক্টোবর - ২০২৪। নির্বাচনে দুইটি প্যানেলের মধ্যে সরাসরি নির্বাচনঅনুষ্ঠিত হয়, যদিও সাধারণ সম্পাদক পদের একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। শান্তিপূর্ণ এবং সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে ব্রুকলিন , কুইন্স, নিউজার্সি এবং কানেক্টিকাট এর চারটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সম্পন্নহয়।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই নির্বাচন ছিল চোখে পড়ার মতন। ভোট গ্রহণ শেষেআনুষ্ঠানিক ফল গণনায় একাধিক পদের ভোটের পার্থক্য চ্যালেঞ্জডভোটার সংখ্যানুপাতে বিবেচনাযোগ্য হওয়ায় নির্বাচনের দিন নির্বাচনকমিশন পূর্ণাঙ্গ ফলাফল ঘোষণা থেকে বিরত থাকেন। ছয়টি চ্যালেঞ্জডভোটের ন্যায্যতা নির্ধারণ এবং গণনা শেষে সভাপতি এবং সাধারণসম্পাদক পদে তাহের-আরিফ পরিষদের সদস্যরা নয়টি পদে এবং অন্যপ্যানেলের দশজন নির্বাচিত হন। এখানে উল্লেখ্য যে, চ্যালেঞ্জড ভোটসহসকল ভোটার গণনার কাজ ইউনাইটেড ইলেকশন সার্ভিস সম্পন্নকরেছেন, নির্বাচন কমিশন চুক্তি এবং বিধি অনুযায়ী শুধুমাত্র ফলাফলঘোষণা করেন। ইউনাইটেড ইলেকশন সার্ভিসের কাছ থেকে প্রাপ্তফলাফলের ভিত্তিতে পাঁচজন নির্বাচন কমিশন পূর্ণ ঐক্যমতের ভিত্তিতেতাঁদের অফিসিয়াল ফলাফল ঘোষণা করেন। ফলাফল ঘোষণা করারপরপরই নির্বাচনে পরাজিত একজন সভাপতি পদপ্রার্থী নিজেরব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবংস্থানীয় কিছু পত্রপত্রিকায় বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করেন। এইঅপপ্রয়াসের অংশ হিসেবে ফেসবুক লাইভে এসে ওই ব্যক্তি নির্বাচনকমিশনের প্রধানসহ সম্মানিত চট্টগ্রামবাসীর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে নানাধরণের আপত্তিকর মন্তব্য করে, যার ভিডিও এখনো অনেকের কাছেসংরক্ষিত আছে - যদিও চট্টগ্রামবাসীর তীব্র প্রতিবাদের মুখে এবংজনরোষের ভয়ে ওই পোস্টটি সরিয়ে নেয়া হয়।

শুধু ওই পোস্টটি নয়, এমনতরো অনেকগুলো পোস্টই সেই ব্যক্তিরফেসবুক একাউন্ট থেকে সরিয়ে নেবার রেকর্ড আছে। অনেকেই তার এইধরণের কার্যক্রমকে মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ বলে মন্তব্য করেছেন।

চট্টগ্রাম সমিতির বর্তমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী (আর্টিকেল -১৫.২৫) ফলাফল ঘোষণার পনেরো দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন কতৃক শপথদেবার বিধান আছে। নির্বাচন কমিশন আর্টিকেল ১৫.২৫ অনুযায়ীনির্বাচিত সকল সদস্যদের তেসরা নভেম্বর,২০২৪ তারিখে শপথ গ্রহণেরজন্য আমন্ত্রণ জানান। তাহের-আরিফ পরিষদের সকল সদস্য শপথগ্রহণ করলে ও অন্য প্যানেল থেকে নির্বাচিত সদস্যগণ শপথ গ্রহণ নাকরার সিদ্ধান্ত নেন। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় নির্বাচনের ফলঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণের বিধান থাকলে ও পরিস্থিতিবিবেচনায় যৌক্তিক সময় অপেক্ষা করার পর ও শপথ না নেওয়ায়সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদেরবিজয়ী ঘোষণা করা হয় এবং নির্বাহী ক্ষমতাবলে নব-নির্বাচিত সভাপতিতাঁদের শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেন।দায়িত্বপ্রাপ্ত হবার পর থেকেই ১৯ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটিনিরলসভাবে চট্টগ্রাম সমিতিকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে নির্বাচনেজয়লাভ করা সত্ত্বেও, একদল তরুণ, প্রতিশ্রুতিশীল নতুন নেতৃত্ব কতিপয় অহংকারী, স্বার্থপর এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্রীড়নকদের অশুভইচ্ছার বলির পাঠা হয়েছেন। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা- কিছু তরুণনেতৃত্বের ভবিষ্যৎ উত্তরণকে সম্পূর্ণভাবে ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছেইচ্ছাকৃতভাবে।

ইফতার মাহফিল এবং ক্রিমিনাল কেস -

শপথ গ্রহণের পর থেকেই চট্টগ্রাম ভবনের দায়িত্ব বুঝে পেতে নতুন কমিটি তাঁদের কার্যক্রম শুরুকরে। পরাজিত মহলটি গায়ের জোরে চট্টগ্রাম সমিতি ভবনের দখল নেয় কিন্তু আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাহের - আরিফ এর নেতৃত্বে নতুনকমিটি পূর্ববর্তী অন্তবর্তীকালীন কমিটির কাছ থেকে ব্যাঙ্ক হিসাব এবংভবনের কাগজপত্র, ভবনের ডিড, কবরের এলোটমেন্ট পেপার, রেজুলেশন বুক এইসব বুঝে নেবার পর চট্টগ্রাম সমিতির ভবনও বুঝে নেন ।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে , অন্তর্বরীকালীনকমিটির আটজন বৈধ সদস্যদের ভেতর একজন বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন, সাতজনের ভেতর মোট পাঁচজনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।, কোনো ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিবিশেষের একক সিদ্ধান্তে নয়।

পরবর্তীতে ১৯শে ফেব্রুয়ারী,২০২৫ , রাতের অন্ধকারে ভবনের তালাভেঙে কতিপয় ব্যক্তি চট্টগ্রাম ভবনে প্রবেশ করলে সংগঠনের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক লোকাল প্রিসিঙ্কট্ অভিযোগ দায়ের করেন। এখানে উল্লেখ্য যে প্রাথমিক রিপোর্ট এ কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করাহয়নি। গোয়েন্দা তথ্য এবং সিসিটিভি ফুটেজের আলামতের ভিত্তিতেআসামিদের সনাক্ত করে ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি নিজ উদ্যোগে ক্রিমিনাল মামলাদায়ের করেন এবং এর ফলশ্রুতিতে কেউ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

সত্য লুকানোর অপচেষ্টা, মিথ্যা-বানোয়াট-কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য ও নির্বাচিত কর্মকর্তাদের চরিত্র হরনের প্রতিবাদ

চিটাগাং এসোসিয়েশনের সংবাদ সম্মেলনের জবাবে মাকসুদ-সিরাজী পরিষদ

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীদের অন্যতম পুরনো সামাজিক সংগঠন চিটাগাং এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা'র চলমান পরিস্থিতিতে দুই পক্ষই নিজেদেরকে নির্বাচিত দাবী করে পাল্টাপাল্টি সংবদ সম্মেলন করেছে। সংগঠনের সভাপতি আবু তাহের ও সাধরণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম নেতৃত্বাধীন কমিটির সংবাদ সম্মেলনের পর অপরাংশের সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদ হোসেন সিরাজীর নেতৃত্বাধীন কমিটি পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করে তাদের প্রতিপক্ষের বক্তব্যের জবাব দিয়েছে।

গত সোমবার (১৫ জুন) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টের মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তারা এসোসিয়েশনের সত্য লুকানোর অপচেষ্টা, মিথ্যা-বানোয়াট-কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য ও নির্বাচিত কর্মকর্তাদের চরিত্র হরনের প্রতিবাদ করে সকল নোংরামির পথ পরিহার করে সংগঠনের বৃহৎ স্বার্থে চট্টগ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে সকল প্রকার হিসাব ও কাগজপত্র হস্তান্তর করে চিটাগাং এসোসিয়েশন তথা সকল চট্টগ্রামবাসীকে প্রবাসের মাটিতে আর অপমান না করে সংগঠনটিকে তার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।

এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদ এবং আজীবন ও সাধারণ সদস্যবৃন্দের পক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মাসুদ হোসেন সিরাজী। এরপর দীর্ঘ লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী। এসময় এসোসিয়েশনের ট্রাষ্টি বোর্ডের কে-চেয়ারম্যান শাহজাহান সিরাজী, ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হাসান চৌধুরী, উপদেষ্টা মোহাম্মদ দিদার, তারিখ চৌধুরী দিপু, সাবেক সভাপতি আহসান হাবীব, সিনিয়র সহ সভাপতি মোক্তাদির বিল্লাহ, সহ সভাপতি আকবর আলী বাপ্পি ও আইফুর আনসারী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন ভূইয়া, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সুমন উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ, দপ্তর সম্পাদক শিমুল বড়ুয়া, সহ দপ্তর সম্পাদক জয়নাল আবেদীন আতিক, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল অদুদ, ক্রীড়া সম্পাদক জাহেদুল আজম, কার্যকরী সদস্য নুরুস সাফা, মোহাম্মদ শওকত আলী, খাইরুল বাসার, অমল বড়ুয়া, বিধান বড়ুয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে মাকসুদ-সিরাজী ছাড়াও সংগঠনের সাবেক সভাপতি আহসান হাবীব, শাহজাহান সিরাজী ও সিনিয়র সহসভাপতি মোক্তাদির বিল্লাহ উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মাকসুদুল হক চৌধুরী চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, এই প্রবাসের অন্যতম একটি

বৃহৎ সংগঠন, যা মৃতের সৎকারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৮৯ সালে, তখন এই সংগঠনের নাম ছিল চট্টগ্রাম সমিতি যা পরবর্তীতে চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কয়েক বছর কোন সমস্যা না থাকলেও ১৯৯৭ সালে ভবন ক্রয়ের পর থেকেই একটি মহল এই সংগঠনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তিনি বলেন, এসোসিয়েশনের আর্থিক হিসাবের সমস্যা শুরু ২০১৪ সাল থেকে। তখন মোহাম্মদ তাহের সাধারন সম্পাদক ছিলেন, সভাপতি আকবর আলী এবং কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ মোক্তাদির বিল্লাহ-এর বিপরীত প্যানেল থেকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার কারনে তিনি কার্যকরী পরিষদের সকল কাজে তখন উল্টো পথে হাঁটতো। একই ভাবে এই গ্রুপটি ২০১৭ সালে নির্বাচনের ছয়মাস পার হতে না হতে, তৎকালীন সভাপতি মরহুম আবদুল হাই জিয়ার কমিটি থেকে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, কামাল হোসেন মিঠু, আরিফুল ইসলাম সহ বেশ কয়েকজন কার্যকরী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেছিল, উদ্দেশ্য একটাই যেন সংগঠনটির মধ্যে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায়, মরহুম জিয়া ভাইকে সঠিকভাবে সংগঠনটি পরিচালনা করতে দেয়নি তারা।

সংবাদ সম্মেলনের নামে মানুষের চরিত্র হনন করার প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ২০২২ গঠিত অন্তরবর্তীকালীন কমিটি ২৩ মাস দায়িত্ব পালন করে নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে গেলে তাদের পছন্দের নির্বাচন কমিশন যখন ভোটে হেরে যায় তখন মোহাম্মদ আবু তাহের ও তার গ্রুপ নির্বাচন বয়কটের হুমকি দেয়। তখন আমরা সংগঠনের বৃহৎ স্বার্থে ভোটাভুটিতে হেরে যাওয়া দুই কমিশনার মোহাম্মদ সেলিম হারুন ও শাহাবুদ্দিন সাগরকে মেনে নিয়েছিলাম। সেই দিনের সেই আপোসের ভুল আজ পুরো চট্টগ্রামবাসী ভোগ করছে।

মাকসুদুল হক চৌধুরী আরো বলেন, চট্টগ্রামে ভবনের দরজা ভাঙা কিংবা তালা পরিবর্তনের সুচনা হয় ২০১৭/১৮ সাল থেকে মোহাম্মদ হানিফের হাত ধরে যা আজো তারা অব্যাহত রেখেছে, ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মোহাম্মদ হানিফ, এনাম, শামসু গ্রুপ, কাজী আজম, সেলিম, আরিফ ও মিঠু গ্রুপের মিলাদুন্নবী (সঃ) অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য ভবনের প্রধান ফটকে বিশাল চেইন দিয়ে ভবনের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়, যদিও তার পুর্বে বেশ কয়েকবার পাল্টাপাল্টি ভাবে উভয় গ্রুপ অফিসের দরজা ভেঙ্গেছে। তাদের মন মতো কোন কিছু না হলেই তারা (হানিফ গং) সাথে সাথে সমিতির দরজা ভেঙে চর দখলের মতো সংগঠনের ভবন দখল করে রাখে এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি বলেন, তারা তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে মার্চের ১৯ তারিখ ভোর রাতে সেহরি খাওয়ার সময় পরিবারের সদস্যদের সামনে থেকে সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আহসান হাবিবকে বাসায় পুলিশ পাঠিয়ে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তার পরেরদিন ঠিক একই সময় চট্টগ্রামবাসীর ভোটে নির্বাচিত সভাপতি মাকসুদ চৌধুরীর বাসায় পুলিশ পাঠিয়ে তার পুরো পরিবারকে আতংকগ্রস্ত করে। কয়েকদিন পর ঠিক ভোর রাতেই সবচেয়ে বেশি ভোটে নির্বাচিত সিনিয়র সহ সভাপতি মোক্তাদির বিল্লাহ ও সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হারুন মিয়ার বাসায়ও পুলিশ পাঠায়।

তিনি বলেন, তাদের নামে থাকা দুটি ব্যাংক একাউন্টে গত মার্চ মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ১টিতে প্রায় ২০ হাজার ডলার অন্য একটি একাউন্টে ৪ হাজার ডলার আছে। মুখে মুখে হিসাব করলেও অন্তবর্তীকালীন কমিটি, নির্বাচন কমিশন এবং ঘর ভাড়া থেকে আদায়কৃত গত ২২ মাসের অর্থ হিসাব করলে আনুমানিক তিন লক্ষ ডলারের বেশী তাদের হাতে রয়েছে। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে ২০২২ সালের পর থেকে আজ অবধি এসোসিয়েশনের কোন ট্যাক্স ফাইল করা হয়নি ফলে সংগঠনটি 'নট ফর প্রফিট' স্টেটাস হারানোর পথে।

মাকসুদুল হক চৌধুরী বলেন, আমরা জানাতে চাই নির্বাচনের মামলাসহ মোট তিনটি মামলার মধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলায় নির্দোষ প্রমান হওয়ার পরে আরো দুটি মামলা বর্তমানে চলমান, নির্বাচনী মামলা এবং ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে করা মামলা। সংগত কারনে ভাড়াটিয়াদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি, কারন তারা নির্দোষ। তাদের ভাড়া মে ২০২৬ পর্যন্ত পরিশোধ করা আছে। তিনি বলেন, কোরামবিহীন ভাবে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা সম্পূর্ণ বেআইনি। আর গায়ের জোরে ভবন দখল করে সমিতির মালিক বনে ডাওয়া যায়, কিন্তু ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না। সব কিছুর হিসাব চট্টগ্রামবাসী আদায় করবে ইনশা আল্লাহ।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মোকতাদির বিল্লাহ বলেন নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছি কিন্ত ফলাফল ঘোষণার সময় পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় নেয় নির্বাচন কমিশন । মাকসুদ-সিরাজী প□্যানেলের মধ□্য থেকে নির্বাচিত ১০ জনের শপথ প্রসঙ্গে মাকসুদ চৌধুরী বলেন, তাঁরা পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন কমিশনের নিকট থেকে শপথ গ্রহণের পরিবর্তে যিনি নির্বাচন কমিশনকে শপথ পড়িয়েছিলেন, সংগঠনের সেই সাবেক সাধারণ সম্পাদক মেহবুবুর রহমান বাদলের নিকট শপথ নিয়েছেন। কোন প্রকার সমঝোতার সম্ভাবনা আছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে শাহজান সিরাজী বলেন, আমরা চেষ্টা করেছি, কেউ সাড়া দেয়নি । সংবাদ ও ছবি ইউএনএ।

জমজমাট আয়োজনে চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন সিএমবিবিএ'র ১৬তম 'লিটল বাংলাদেশ ব্রুকলিন পথমেলা' অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: জমজমাট আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ) সিএমবিবিএ'র ১৬তম 'লিটল বাংলাদেশ ব্রুকলিন পথমেলা'।

গত ৬ জুন শনিবার দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। গুণীজন সম্মাননা, উপভোগ্য সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং প্রথম পুরস্কার গাড়ীসহ অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কারে সমৃদ্ধ রাফেল ড্র, নানাবিধ পণ্যের সমাহারে শতাধিক স্টল এর সমাবেশে হাজারো দর্শকের পদচারণায় সম্পন্ন হলো নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদর উপভোগ্য সবচেয়ে বড় পথমেলা। সিএমবিবিএ'র এবারের পথমেলা আয়োজনে সহায়তা করেছে 'বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্রেন্ডসশিপ সোসাইটি'।

ব্রুকলিনে বাংলাদেশীদের অন□্যতম বৃহৎ "বাণিজ্যিক হাব" হিসেবে পরিচিত 'চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড' এলাকার সংযোগস্থলটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশিদের সরব উপস্থিতিতে।

দুপুরে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কম্যুনিটিতে আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত সংগঠক ও নির্মাণ ব্যবসায়ী মো: আব্দুল কাদের মিয়া এবং প্রধান অতিথি ছিলেন আরেক নির্মাণ ব্যবসায়ী ফজলুল কাদের। আশরাফুল হাসান বুলবুল এবং মেলা কমিটির আহবায়ক মামুন উর রশীদ'র উপস্থাপনায় মেলা মঞ্চে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নেতৃবৃন্দ। মেলায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ও এ পর্যন্ত নির্বাচিত একমাত্র মহিলা সভাপতি নার্গিস আহমেদ আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশন'র পরিচালক এবং ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এটর্নী মঈন চৌধুরী,, আব্দুল কাদের মিয়া ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট মো: কাদের মিয়া, নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ এর সদস্য নাঈম টুটুল ও কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন আজম, আসন্ন নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ও সন্দ্বীপ এসোসিয়েশন এর সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, সন্দ্বীপ পৌরসভা কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও বিশিষ্ট নির্মাণ ব্যবসায়ী মো. জাফরউল্লাহ, সমাজকর্মী ইঞ্জিনিয়ার ফজলুল কাদের, ডা: সায়েরা হক প্রমুখ ।

আরো বক্তব্য রাখেন এবারের মেলার আয়োজক সংগঠন চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ) সভাপতি রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারি, সেক্রেটারি মইনুল আলম বাপ্পী, মেলা কমিটির আহবায়ক মামুন উর রশীদ, সদস্য সচিব আনোয়ারুল আজিম, প্রধান সমন্বয়কারী আবুল হাসান মহিউদ্দিন, 'বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্রেন্ডসশিপ সোসাইটি'র প্রেসিডেন্ট কাজী আজম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

উত্তর আমেরিকায় দীর্ঘদিন কমিউনিটি সেবার জন্য এবারের ব্রুকলিন পথমেলায় লাইফটাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির প্রথম এবং এপর্যন্ত একমাত্র মহিলা প্রেসিডেন্ট নার্গিস আহমেদকে।

আরো সম্মাননা প্রদান করা হয় আব্দুল কাদের মিয়া ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট মো: কাদের মিয়া ও সমাজসেবী ফজলুল কাদেরকে।

এছাড়া এ বছর বিশ্বের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সেরা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়র বিজনেস স্কুল থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জনকারী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ছাত্র সরফরাজ আহমেদকে সম্মাননা প্রদান করা হয় তার কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে ।

চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ)'র প্রতিষ্ঠাকালিন সময় থেকে নিরলসভাবে কর্মরত সাবেক সভাপতি আবুল হাসান মহিউদ্দিনকে বিপুল করতালির মধ্যে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

এর আগে অতীতে চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ) এর নেতৃত্ব প্রদানকারিগণের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়।

তারা ছিলেন আব্দুর রব, অধ্যাপক সরোয়ার বি সালাম সিপিএ, হাজী ওবায়দুল হক, মিনহাজউদ্দিন বাবর, বেলায়েত হোসেন, মহিউদ্দিন মাহমুদ দুলাল, কামাল আহমেদ এবং আবুল হোসেন।

উল্লেখ্য, প্রয়াত এসব নেতৃবৃন্দকেই উৎসর্গ করা হয় এবারের পথমেলা।

সন্ধ্যায় আচমকা দমকা হাওয়ায় সবকিছু কিছুটা ওলোট-পালটের আগ পর্যন্ত পথমেলার মঞ্চে দিনভর চলে আমন্ত্রিত অতিথিদের সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্যের পাশাপাশি নিউ ইয়র্ক এর জনপ্রিয় শিল্পীদের প্রাণখোলা পরিবেশনা-যা মেলায় আগত সকলকে আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে দিচ্ছিল।

আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শুভ্র দেব, উত্তর আমেরিকায় তুমুল জনপ্রিয় শাহ মাহবুব, শামীম সিদ্দিকী, কামরুজ্জামান বকুল,বিন্দু কনা।

এবারের মেলায় শতাধিক স্টলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়েছে পোশাক-সামগ্রি। খেলনা এবং ইমিটেশন সামগ্রির স্টলেও ভীড় চোখে পড়েছে। আরো ছিল নানাবিধ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের স্টল।

পথমেলা কমিটির আহবায়ক মামুনুর রশিদ বলেছেন, প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির লালন ও বিকাশের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে মা-বাবার সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে পরিচিত করানোর অপূর্ব এক সুযোগ তৈরী করেছিল এই মেলার বিভিন্ন পর্ব। মেলা কমিটির সদস্য-সচিব আনোয়ারুল আজিম সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সুষ্ঠুভাবে মেলা আয়োজনে সর্বাত্মক সহায়তার জন্যে।

এ মেলায় ৫ ডলারের টিকিটের রাফেল ড্র'র প্রথম পুরস্কার ছিল একটি গাড়ি।

মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ স্মরণিকা 'সওদাগর'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

পথমেলা আয়োজনে আন্তরিক সহায়তার জন্যে প্রবাসীগণের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এবারের পথমেলা আয়োজন কমিটির আহবায়ক মামুন উর রশীদ এবং চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ) 'র সভাপতি রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারি।

সংগঠনের সাবেক সভাপতি মরহুম আব্দুল বাছিত স্মরণে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: সদ্য প্রয়াত জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র ১ম নির্বাচিত সভাপতি আব্দুল বাছিত'র স্মরণে এক দোয়া মাহফিল ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র এস্টোরিয়াস্থ নিজস্ব ভবনে মাহফিলটি অনুষ্ঠিত হলো ৭ জুন রোববার। মাগরিব নামাজের পর আয়োজিত দোয়া মাহফিল ও স্মরণ সভায় জালালাবাদবাসীসহ কম্যুনিটির গণমান্য ব্যক্তিবর্গ মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন। মোনাজাত পরিচালনা করেছেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাবেক সহ সভাপতি মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী। বিশেষ এই মাহফিলে সভাপতিত্ব করেছেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র প্রেসিডেন্ট

মইনুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেছেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাধারণ সম্পাদক আতাউল গনি আসাদ। সংগঠনের সাবেক প্রেসিডেন্টের স্মৃতিচারণ করে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ। শুভানুধ্যায়ীরা মরহুমের বর্ণাঢ্য কর্মজীবন, নেতৃত্বগুণ ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের স্মৃতিচারণ করেন। আলোচনা করেছেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও প্রবীণ মুরুব্বি সৈয়দ শওকত আলী, সাবেক সভাপতি এম এ কাইয়ুম, সাবেক সভাপতি শাহীন কামালি, আব্দুল মালেক খান লায়েক, আপ্তাব আলী, আল আমিন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা ওসমান চৌধুরী, হাজী মনির আহমেদ, হাসনাত তালুকদার প্রমূখ।

বক্তব্য রেখেছেন মরহুম আব্দুল বাছিতের কন্যা শীরিন আক্তার দিবা, জামাতা কাওসার মোমিন, মরহুমের ছোট ভাই জনাব মুক্তা।

শিরিন আক্তার দিবা তার বাবার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন। জামাতা কাওসার মোমিন পরিবারের পক্ষ থেকে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কার্যকরি কমিটির সহ-সভাপতি মো: এ খায়ের, সাদস্যিক সম্পাদক শাহীনুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক লায়েছ আহমেদ, মাসুক মিয়া, কোষাধ্যক্ষ ময়নুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ।

সংগঠনের সভাপতি মঈনুল ইসলাম বলেন,প্রয়াত আব্দুল বাছিত ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির একজন নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন অভিভাবকসুলভ নেতাকে হারালাম। এই শূন্যতা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

পরে উপস্থিত সকলকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

উল্লেখ্য, সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর (মাইছবাগ) নিবাসী এবং জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক-এর ১ম নির্বাচিত সভাপতি, গোলাপগঞ্জ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন এবং বর্তমান নিউইয়র্ক গোলাপগঞ্জ সোসাইটির ইনকের উপদেষ্টা মন্ডলীর অন্যতম সদস্য প্রয়াত আব্দুল বাছিত ৮৩ বছর বয়সে গত ২৮ মে বৃহস্পতিবার ভোর ৭:২৪ মিনিটে ব্রঙ্কসের লিংকন হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। মরহুম বাছিতের মরদেহ দ্বিতীয় জানাজা শেষে শুক্রবার, ২৯ মে নিউজার্সি টটোয়া কবরস্থানে দাফন করা হয়।

জাতিসংঘ ফোরামে মানবিক সহায়তা জোরদার ও শান্তিপ্রতিষ্ঠায় নারীর নেতৃত্ব বৃদ্ধির আহ্বান জানালো বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: : বিশ্বব্যাপী মানবিক সংকট ক্রমশগভীরতর হওয়ার প্রেক্ষাপটে মানবিক সহায়তা জোরদার, বেসামরিকজনগণের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমেনারীদের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি করার আহ্বান জানিয়েছেবাংলাদেশ।

নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) ২০২৬ সালের হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স সেগমেন্টে বক্তব্যপ্রদানকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম মানবিক নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনিবলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সামাজিকসুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ, দুর্যোগ প্রস্তুতি জোরদার, নারীর ক্ষমতায়নএবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহায়তায় কাজ করে যাচ্ছে।

একই দিনে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা (ডব্লিউপিএস) বিষয়ক উন্মুক্ত বিতর্কে অংশ নিয়েপ্রতিমন্ত্রী শান্তি প্রতিষ্ঠা, সংঘাত প্রতিরোধ এবং সংঘাত-পরবর্তীপুনর্গঠনে নারীদের অপরিহার্য ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন। তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত বাংলাদেশি নারীশান্তিরক্ষীদের পেশাদারিত্ব, নেতৃত্ব ও অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেনএবং শান্তি ও নিরাপত্তা খাতে নারীদের অর্থবহ অংশগ্রহণ বৃদ্ধিরআহ্বান জানান।

বাংলাদেশের প্রতিমন্ত্রী বিশ্বব্যাপী সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে নারী ও শিশুদেরক্রমবর্ধমান দুর্ভোগ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গেতিনি ক্রমবর্ধমান মানবিক অর্থায়ন ঘাটতি মোকাবিলায়আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি রোহিঙ্গাসংকটের টেকসই সমাধানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখারওপর গুরুত্বারোপ করে তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে দ্রুত প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানান।

আগামী ১৮ জুন প্রতিমন্ত্রী ইকোসকের ২০২৬ হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স সেগমেন্টের হাই-লেভেল প্যানেলডিসকাশন-২-এ অংশ নেবেন। একই দিন তিনি জাতিসংঘ সদরদপ্তরে ইউএন উইমেনের আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল ও নির্বাহীপরিচালক সিমা বাহাউসের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বাংলাদেশেরপ্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন।প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

চিপের খরচ বাড়ছে, দাম বাড়বে আইফোনসহ অ্যাপল

৫৬ পৃষ্ঠার পর

সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর আগামী সেপ্টেম্বরেই পদত্যাগ করছেন টিম কুক। তার স্থলাভিষিক্ত হবেন জন টার্নাস। টিম কুক বলেন,ভোক্তাদের ওপর বাড়তি দামের বোঝা যেন না চাপে, সে জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। কিন্তু মেমোরি চিপ উৎপাদনকারীরা দাম অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন, যা এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তিনি আরও বলেন,যখন গ্রাহকদের পক্ষ থেকে ডিভাইসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, ঠিক তখনই বাজারে চিপের সরবরাহ কমে গেছে। আমরা চাই চিপের মূল্য ও সরবরাহ পুনরায় স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসুক।

বাজার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, কম্পিউটারের অন্যতম সাধারণ যন্ত্রাংশ হিসেবে পরিচিত র‍্যামের দাম ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। এআই বিপ্লবের পাশাপাশি ইরানে চলমান যুদ্ধের কারণে সেমিকন্ডাক্টর তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় হিলিয়াম গ্যাসের বৈশ্বিক সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে, যা চিপের উৎপাদন খরচ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওমডিয়া-র তথ্যমতে, ২০২৬ সাল নাগাদ বিশ্বজুড়ে স্মার্টফোনের গড় বিক্রয় মূল্য প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। ওমডিয়া-র স্মার্টফোন বাজার বিশ্লেষক চিউ লে জুয়ান বিবিসিকে জানান, নতুন এআই ফিচারগুলো যুক্ত করতে আইফোন ১৮-এর হার্ডওয়্যার উন্নত করা হবে। এর ফলে এই ফোনের দাম আইফোন ১৭-এর তুলনায় অন্তত ১৫০ ডলার পর্যন্ত বেশি হতে পারে।

চিউ লে জুয়ান আরও বলেন, শুধু অ্যাপল নয়, বেশিরভাগ স্মার্টফোন ব্র্যান্ডই ইতিমধ্যে তাদের মুনাফা বজায় রাখতে পণ্যের দাম বাড়িয়েছে কিংবা ফিচার কমিয়ে দিয়েছে। তার মতে,এটি কোনো সাময়িক মূল্যবৃদ্ধি নয়, বরং এটাই এখন প্রযুক্তি পণ্যের বাজারের নতুন বাস্তবতা।

পরিচয় PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1685
Saturday, June 13, 2026

কেন দলে দলে নাগরিকত্ব ছাড়ছেন আমেরিকানরা?

পরিচয় ডেস্ক: ১০ বছর আগে ওয়ার্কিং হলিডে ভিসা নিয়ে নিউজিল্যান্ডে পাড়ি জমিয়েছিলেন এরিন ক্লাট (৩৪)। ছয় মাসের মধ্যেই তিনি বুঝে যান, এই দেশটিকে চিরতরে নিজের আপন করে নিতে চান। বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে ২০১৬ সালে যখন তিনি যুক্তরাষ্ট্র ছাড়েন, তখন তিনি কেবল 'একটু ভিন্ন এক থাকার জায়গা' খুঁজছিলেন। এক দশক পর, ক্লাট আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছেন। চলতি বছরের শুরুতে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট নাগরিকত্ব ত্যাগের ফি প্রায় ৮০ শতাংশ কমানোর ঠিক আগে, ক্লাট তৎকালীন ২ হাজার ৩৫০ ডলার ফি গুনে আনুষ্ঠানিকভাবে

নিজের মার্কিন নাগরিকত্ব ত্যাগের শপথ নেন।

উইসকনসিনে ডেইরি ফার্মিংয়ের অভিজ্ঞতা থাকায় নিউজিল্যান্ডেও একই কাজ পান ক্লাট। সেই সুবাদে কাজের ভিসা এবং পরবর্তীতে ২০২৫ সালের মে মাসে তিনি নিউজিল্যান্ডের নাগরিকত্ব পান। আর তখনই মার্কিন নাগরিকত্ব ঝেঁটে ফেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ক্লাটের মতে, আমি কখনোই দেশের প্রতি অতিরিক্ত দেশপ্রেম অনুভব করিনি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে মার্কিন রাজনীতির গতিপথ এবং প্রবাসীদের ওপর করের বোঝা দেখে নাগরিকত্ব ত্যাগ করাটাই তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছে।

নাগরিকত্ব *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

মোদিকে দেখতে অত্যন্ত ভদ্র মনে হলেও বাস্তবে তিনি 'টোটাল কিলার'

বললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ফ্রান্সে জি-৭ সম্মেলনের ফাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে ব্যতিক্রমী মন্তব্য করেছেন প্রেসিডেন্ট *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

চিপের খরচ বাড়ছে, দাম বাড়বে আইফোনসহ অ্যাপল পণ্যের

পরিচয় ডেস্ক: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে বিশ্ববাজারে মেমোরি চিপের দাম আকাশচুম্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিপের এই বর্ধিত খরচের মুখে নিজেদের বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে প্রযুক্তি জায়ান্ট অ্যাপল। প্রতিষ্ঠানটির বিদায়ী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) টিম কুক সম্প্রতি এই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টিম কুক জানান, মেমোরি চিপের মূল্যের বর্তমান পরিস্থিতি অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে। ফলে পণ্যের দাম বাড়ানো এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

তবে ঠিক কবে থেকে পণ্যের দাম বাড়বে বা কোন কোন পণ্যের ওপর এর প্রভাব পড়বে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু জানাননি তিনি। আগামী সেপ্টেম্বরে অ্যাপলের বহুল প্রতীক্ষিত আইফোন ১৮ বাজারে আসার কথা রয়েছে। তবে নতুন এই ফোনের দামও বাড়বে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য, টানা ১৫ বছর *বাকি অংশ ৫৫ পৃষ্ঠায়*

মেটলাইফ ওয়ার্ল্ডকাপ স্টেডিয়ামের ভিআইপি লাউঞ্জে

বিশাল ম্যুরাল একেঁছেন বাংলাদেশী-আমেরিকান তরুণ শিল্পী জিহান ওয়াজেদ

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বকাপ ফাইনাল এবার অনুষ্ঠিত হবে নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ১৯ জুলাই। নতুন চ্যাম্পিয়নের হাতে তুলে দেয়া হবে স্বপ্নের কাপ। আর এই মেটলাইফ ওয়ার্ল্ডকাপ স্টেডিয়ামের ভিআইপি লাউঞ্জে বিশাল ম্যুরাল একেঁছেন বাংলাদেশী-আমেরিকান তরুণ শিল্পী জিহান ওয়াজেদ। লাউঞ্জটির সৌন্দর্য বর্ধনে ৪০ ফুট দীর্ঘ ও ১৬ ফুট প্রস্থের চিত্রকর্মটিতে নিউজার্সি, নিউইয়র্কের পাশাপাশি মূর্ত হয়ে উঠেছে আমেরিকার ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনগুলো। বিশ্বকাপ ফাইনালে ভিআইপি দর্শকদের চমকে দিবে শিল্পী জিহান ওয়াজেদ'র এই চিত্রকর্ম।এর আগে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টারের মূল ফটকে স্থায়ী একটি বিশাল মুর‍্যাল একেঁছেন তিনি। সাড়ে ৮২ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতার মেটলাইফ স্টেডিয়ামটি নির্মিত হয়েছে ১.৬ বিলিয়ন ডলারে। বিশ্বকাপ উপলক্ষে অনন্য সাজে *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার ইলন মাস্ক

নজরুল ইসলাম মিন্টু: রাতের আকাশে মানুষ সাধারণত তারা দেখে। কেউ দেখে সৌন্দর্য, কেউ দেখে রহস্য, কেউ দেখে দূরের আলো। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ার এক কিশোর সেই আকাশে দেখেছিল সম্ভাবনা। তখনও সে জানত না, একদিন তার কল্পনা রকেট হয়ে আকাশে উঠবে, গাড়ি হয়ে রাস্তায় নামবে, স্যাটেলাইট হয়ে পৃথিবী ঘিরে ঘুরবে, আর প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে মানবসভ্যতাকে নতুন প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাবে। ছেলেটির নাম ইলন রিভ মাস্ক।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। শুধু সম্পদের হিসাবে তিনি ধনী নন, ধনসম্পদের ভাষাও যেন তিনি নতুন করে লিখে দিয়েছেন। ২০২৬ সালের জুনে তাঁর সম্পদ এক ট্রিলিয়ন ডলারের সীমা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু এই গল্পটি শুধু অর্থের নয়। এটি একটি অদ্ভুত মনের গল্প। সাফল্য, ব্যর্থতা, জেদ, বিতর্ক এবং ভবিষ্যৎকে নিজের হাতে টেনে আনার এক বিপজ্জনক উচ্চাকাঙ্ক্ষার গল্প।

১৯৭১ সালের ২৮ জুন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায় জন্ম নেন ইলন মাস্ক। মায়ের নাম মায়ে মাস্ক, কানাডায় জন্ম নেওয়া মডেল ও পুষ্টিবিদ। বাবা এরল মাস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকার *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

প্রবাসীদের পাসপোর্ট ফি কমানোর প্রস্তাব পর্যালোচনা করছে বাংলাদেশ সরকার: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য পাসপোর্টের ফি কমানোর একটি প্রস্তাব বর্তমানে সরকার সক্রিয়ভাবে পর্যালোচনা করছে বলে জাতীয় সংসদকে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। একই সঙ্গে অভিবাসী কর্মী ও প্রবাসীদের জন্য পাসপোর্টসেবা আরও সহজ ও সহজলভ্য ত্যাগকরতে সরকারের বিভিন্ন উদেঅব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি।

বুধবার (১৭ জুন) জাতীয় সংসদে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য খায়রুল কবির খোকনের (নরসিংদী-১) টেবিলে উত্থাপিত তারকাচিহ্নিত

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

১৯৬৫ সালের ইমিগ্রেশন আইন পুনর্মূল্যায়নের দাবি

যুক্তরাষ্ট্রে পরিবার বনাম মেরিটভিত্তিক অভিবাসন নিয়ে বিতর্ক

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন প্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক নতুন করে তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থক রক্ষণশীল নীতিনির্ধারক ও অভিবাসন সংস্কারপন্থীদের একাংশের দাবি, বর্তমান ব্যবস্থায় জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের তুলনায় পারিবারিক সম্পর্ককে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যা শ্রমবাজার, অর্থনীতি এবং সামাজিক অবকাঠামোর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। এ অবস্থায় তারা শিক্ষা, দক্ষতা, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক অবদানকে ভিত্তি করে একটি মেরিটভিত্তিক অভিবাসন ব্যবস্থা চালুর পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়